NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ দিল্লির ফলপ্রকাশের আগে মহারাষ্ট্রের ভোট নিয়ে বিস্ফোরক রাহুল

ফের আগুন মহাকুম্ভে ৭

কলকাতা ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ২৫ মাঘ ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৩৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 08.02.2025, Vol.18, Issue No. 238, 8 Pages, Price 3.00

বারুদের স্তূপে কল্যাণী ! বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে ঝলসে মৃত্যু চার জনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের রাজ্যে বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ! এ বার নদিয়ার কল্যাণী। বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনায় প্রাণ গেল অন্তত চার জনের। সকলেরই ঝলসানো দেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতদের মধ্যে চার জনই মহিলা বলে খবর স্থানীয় সূত্রে। জানা গিয়েছে, এলাকায় এরকম আরও বাজি কারখানা রয়েছে জনবসতী এলাকার মধ্যেই! স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, বারুদের স্তূপের ওপরেই বসে রয়েছে কল্যাণী!

নদিয়ার কল্যাণীর রথতলায় ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের তীব্রতায় গোটা বাজি কারখানা উড়ে গিয়েছে। মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ভারতী চৌধুরী (৬০), রুমা সোনার (৩৫), অঞ্জলি বিশ্বাস (৬০) এবং দুর্গা সাহা (৪০) ঘটনায় আহত উজ্জ্বলা ভূঁইয়া (৪০) আহত। ঘটনার পর ওই অবৈধ বাজি কারখানার মালিক খোকন বিশ্বাস পলাতক। তার খোঁজে তল্লাশি শুরু করে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় স্থানীয় বিধায়ক অম্বিকা রায়। অম্বিকা রায় ঘটনাস্থলে পৌঁছলে তাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বিগত চার বছর এলাকায় বিধায়ক হয়ে একটি বারের জন্য রথতলায় আসেননি। এখন এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে এখানে এসে রাজনীতি শুরু করেছেন তিনি। যদিও এই বিস্ফোরণের বিষয়ে অম্বিকা রায় জানান, গোটা ঘটনা পুলিশ জানতো। স্থানীয় বাসিন্দাদেরও একমত, কাউন্সিলর থেকে শুরু করে স্থানীয় নেতা এমনকি পুলিশ প্রশাসন সবকিছু জানতো। যদিও কল্যাণী পুরসভার কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, সুব্রত চক্রবর্তী জানান, এই এলাকায় যে বাড়ির ভিতরে বাজি কারখানা ছিল তা তিনি জানতেন না। জানলে আগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেন। স্থানীয় মানুষের প্রশ্ন, জনবহুল এলাকায় একটি বাড়িতে বাজি কারখানা চলছে, স্থানীয় নেতা থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিরা জানতেন না! এটা হতে পারে না। পয়সার বিনিময় এরকম অনেক বেআইনি বাজি কারখানা চলে এই এলাকায়। কিন্তু সব কিছু জেনেশুনে পুলিশ নিশ্চুপ।

এদিনের বিস্ফোরণের খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় কল্যাণী থানার পুলিশ এবং দমকলবাহিনী। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, আতশবাজি তৈরির সময় শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে। তার ফলেই বিস্ফোরণ। খবর পেয়ে দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বিস্ফোরণের ফলে কারখানার দেওয়াল ভেঙে পড়ে। বিস্ফোরণের সঠিক কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে ঘটনাস্থল।

রাজ্যে গত কয়েক বছরে একাধিক জায়গায় বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। ২০২৩ সালে পূর্ব মেদিনীপুরের এগরায় বেআইনি বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে অন্তত ন'জনের মৃত্যু হয়েছিল। তা নিয়ে শোরগোলের মধ্যেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ এবং উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুরে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটে। সেখানেও অন্তত সাত জনের প্রাণ গিয়েছিল। সেই তালিকায় নয়া সংযোজন কল্যাণী।

সরকারকে তোপ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার নদিয়ার কল্যাণীতে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ দাগলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

তিনি বলেন, 'যখন এগরার খাদিপুলের তিনতলা পঞ্চায়েত ভবন বিস্ফোরণে ৯ জনের মৃত্যু হয়, তখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, তাঁর নেতৃত্বে আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন; বাজি হাব ইত্যাদি। দুই বছর কেটে গিয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বা তাঁর প্রশাসন শুধু টিভি এবং সংবাদপত্রের প্রচ্ছদেই সীমাবদ্ধ। তিনি সত্য বলেন না। কল্যাণীতে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা এবং স্থানীয় কাউন্সিলর খোকন বিশ্বাসের অধীনে, একটি অবৈধ বাজি কারখানায়,যেখানে কোনো লাইসেন্স নেই, কোনো অগ্নি নির্বাপণের ব্যবস্থা নেই;পাঁচজন মারা গিয়েছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে এর দায় নিতে হবে এবং আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে এসে বাজি হাবের অবস্থা, বাজি রোডম্যাপ এর কি অবস্থা তার সম্পর্কে মানুষকে জানাতে হবে। তাঁকে জনগণের কাছে জবাব দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের বাজেট অধিবেশন শুরু হলে,আমি অবশ্যই সরকারের বাজি হাব নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবো।'

রিপোর্ট তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন: কল্যাণীর বাজি বিস্ফোরণের ঘটনায় জেলাশাসককে আলাদা করে তদন্ত করে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিল নবান্ন। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই নবান্ন থেকে জেলা পুলিশের কাছে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। এবার পুলিশি তদন্তের পাশাপাশি জেলাশাসককেও আলাদা করে অনুসন্ধানের নির্দেশ দেওয়া হল। সেই সঙ্গে বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর।

প্রার্থী কেনার অভিযোগ আপের মানহানির পাল্টা অভিযোগ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি: প্রার্থী কেনাবেচার চেষ্টা করছে বিজেপি! বিধানসভা ভোটের ফলপ্রকাশের আগে আম আদমি পার্টির (আপ) প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের অভিযোগকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়েছে দিল্লির রাজনীতিতে। পাল্টা অভিযোগ করেছে বিজেপিও। অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের আবহে বিষয়টি নিয়ে তদন্তের অনুমোদন দিলেন দিল্লির উপরাজ্যপাল ভিকে সাক্সেনা। তিনি জানান, ভোটের ফলপ্রকাশের আগে যে অভিযোগ উঠেছে, তা অবশ্যই তদন্তের দাবি রাখে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত অভিযোগগুলি তদন্ত করে দেখা।

দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল বৃহস্পতিবার অভিযোগ করেছিলেন, গণনার আগেই বিজেপি তাঁর দল ভাঙানোর চেষ্টা করছে। আপের 'সম্ভাব্য জয়ী' প্রার্থীদের সঙ্গে তারা যোগাযোগ করা শুরু করেছে। দলবদলের জন্য প্রত্যেককে ১৫ কোটি টাকার টোপ দেওয়া হয়েছে! আপ প্রধানের অভিযোগ, 'আমাদের দলের ১৬ জন প্রার্থীকে ফোন করে বলা হয়েছে, বিজেপিতে যোগ দিলে ১৫ কোটি টাকা দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে মিলবে মন্ত্রীর পদ।' কেজরিওলাল একা নন, তাঁর দলের সদস্যেরাও একই অভিযোগ তুলে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন। দাবি, তাঁদের টাকার টোপ দিয়ে দলবদলের প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। আপের অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করেছে বিজেপি। পদ্মশিবিরের দাবি, দিল্লিতে আপ হারতে চলেছে, তা বুঝেই এ- হেন অভিযোগ করছেন কেজরিওয়াল।

বিজেপির দিল্লি প্রদেশ সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেব শুক্রবার আপ নেতাদের অভিযোগ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমরা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাব। অন্য দলের বিধায়কদের সাহায্যের প্রয়োজন হবে না।' শুধু তা-ই নয়, বিজেপির আরও অভিযোগ, আপের এ-হেন প্রচারে তাদের দলের মানহানি হচ্ছে। নির্বাচনের ফলপ্রকাশের আগে বিজেপির ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছে আপ! তার পরই দিল্লির উপরাজ্যপাল বিষয়টি নিয়ে তদন্তের অনুমোদন দিলেন।

আজ দিল্লির ফলপ্রকাশ

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি: আজ ফলপ্রকাশ হতে চলেছে দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের। বুধবার দিল্লি বিধানসভার ৭০টি আসনে ভোট হয়েছে। কমিশন জানিয়েছে, ৬০.৪২ শতাংশ ভোট পড়েছে। শনিবার গণনার আগে দু'শিবিরই জয়ের দাবি করলেও অধিকাংশ বুথফেরত সমীক্ষার পূর্বাভাস, আপকে সরিয়ে এ বার ক্ষমতা দখল করতে চলেছে বিজেপি। তবে বুথফেরত সমীক্ষার পূর্বাভাস মেলে, না কি দিল্লিতে আপ তৃতীয় বার সরকার গড়ে, তা স্পষ্ট হবে আজকের ভোটগণনার শেষেই।

সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি: আরজি কর মামলায় সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেল অভয়ার পরিবার। নতুন আবেদনের দ্রুত শুনানির আর্জি খারিজ করে দিলেন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। পরবর্তী শুনানি ১৭ মার্চ। আর জি কর ধর্ষণ-খুন মামলায় নিম্ন আদালত শুধুমাত্র সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করার পরই সিবিআই তদন্ত নিয়ে উষ্মাপ্রকাশ করেছিলেন অভয়ার বাবা-মা। প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চে এই সংক্রান্ত আবেদন করেন তারা।

পাক হিন্দুদের পুণ্য-ডুব

প্রয়াগরাজ, ৭ ফব্রুয়ারি: ১৪৪ বছরের মহাকুম্ভ যোগে প্রয়াগরাজে মেলা শুরু হয়েছে গত ১৩ জানুয়ারি। এপর্যন্ত ৪০ কোটি পুণ্যার্থী ডুব দিয়েছেন ত্রিবেণী সঙ্গমে। আর সেই পুণ্যার্থীদের ভিড়ে কেবল ভারতীয়রাই নয়, গোটা বিশ্বের হিন্দুরাই যোগ দিয়েছেন। সেই তালিকায় রয়েছেন পাকিস্তানের হিন্দুরাও। ৬৮ জন হিন্দু পুণ্যার্থীদের একটি দল প্রয়াগরাজে এসেছেন প্রতিবেশী দেশের সিন্ধুপ্রদেশ থেকে।

ঘোষিত নয়া রেপো রেট

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি: বাজেট পর্ব মেটার পর নয়া রেপো রেট ঘোষণা করল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। শক্তিকান্ত দাস অবসর নেওয়ার পর দায়িত্বভার গ্রহণ করা আরবিআইয়ের নতুন গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা জানিয়েছেন, ২৫ বেসিস পয়েন্ট কমানো হয়েছে। ফলে ৬.৫ শতাংশ থেকে কমে রেপো রেট এবার দাঁড়াল ৬.২৫ শতাংশে। প্রসঙ্গত, গত দুই বছর রেপো রেট অপরিবর্তিত রেখেছিল আরবিআই। অন্যদিকে, শেষবার ২০২০ সালে কমানো হয়েছিল সুদের হার। অবশেষে কয়েক বছর পেরিয়ে ফের কমানো হল সুদের হার।

মুজিবের বাড়ি ধ্বংস দুর্ভাগ্যজনক

ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে বিবৃতি দিল ভারতের বিদেশ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি: বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর রহমানের ৩২ ধানমন্ডির বাড়ি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনাকে 'দুর্ভাগ্যজনক' বলে মন্তব্য করেছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। এই সংক্রান্ত সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল যা জানিয়েছেন, পরে তা বিবৃতি আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য স্মরণ করিয়েছেন রণধীর।

বুধবার রাতে মুজিবের বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে উত্তেজিত বিক্ষোভকারীরা ভাঙচুর শুরু করেন। ক্রেন এনে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় সেই বাড়ির বেশ কিছু অংশ। আগুনও জ্বালিয়ে দেওয়া হয় মুজিবের স্মৃতি জাদুঘরে। বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে বিদেশ মন্ত্রকের তরফে রণধীর বলেন, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িটি দমনপীড়নের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষের বীরোচিত প্রতিরোধের ঐতিহ্য বহন করে। ৫ ফেব্রুয়ারি সেই বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়েছে, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্ব যাঁরা বোঝেন, তাঁরা এই বাড়ির ঐতিহ্য এবং গুরুত্ব সম্পর্কেও অবহিত। এই ভাঙচুর এবং ধ্বংসলীলার কঠোর সমালোচনা করা উচিত।'

ধানমন্ডিতে অশান্তি নিয়ে ইতিমধ্যে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার বিবৃতি দিয়েছে। তারা এই ঘটনার জন্য দায়ী করেছে হাসিনার 'উস্কানিমূলক' বক্তৃতাকে। ভারতে বসে এই ধরনের ভাষণ যাতে তিনি আর করতে না-পারেন, তা নিশ্চিত করতে নয়াদিল্লিতে চিঠি দিয়েছে ঢাকা। বৃহস্পতিবার তলব করা হয়েছিল ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় উপরাষ্ট্রদূতকেও।

হাসিনাকে ফেরত চেয়ে ইতিমধ্যে ভারতকে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ। হাসিনার বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। তাঁকে বিচারপ্রক্রিয়ার মুখোমুখি করতে প্রত্যর্পণ চাওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও সে বিষয়ে ঢাকাকে কোনও জবাব দেয়নি ভারত সরকার। তার মাঝে মুজিবের বাড়ি ধ্বংসের নিন্দা করল নয়াদিল্লি।

অনুপ্রবেশ রুখে পুঞ্চে খতম ৭ অনুপ্রবেশকারী

শ্রীনগর, ৭ ফেব্রুয়ারি: জম্মু-কাশ্মীরের পুঞ্চে পাকিস্তানের হামলা ভেস্তে দিল সেনা। সূত্রের খবর, ৪-৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে কৃষ্ণা ঘাটি সেক্টর হয়ে পুঞ্চে ঢোকার চেষ্টা করছিল ৭ অনুপ্রবেশকারী। সতর্ক হয়ে যায় টহলরত সেনা জওয়ানেরা। সেই অনুপ্রবেশ রুখে দেওয়ার চেষ্টা করতেই সেনাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে অনুপ্রবেশকারীরা। সেনার পাল্টা জবাবে সাত জনের মৃত্যু হয়।

সেনার এক সূত্রের দাবি, নিহত সাত জনের মধ্যে দু'-তিন জন পাক সেনা রয়েছেন। সূত্রের খবর, সীমান্তে সংঘর্ষের জন্য প্রশিক্ষিত পাকিস্তানের বর্ডার অ্যাকশন টিম (ব্যাট) নিয়ন্ত্রণরেখা দিয়ে জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ করানোর চেষ্টা করছিল। সেই দলে ছিলেন পাক সেনার দু'-তিন জন সদস্য। এ ছাড়া নিহতদের মধ্যে বাকিরা অল বদর জঙ্গিগোষ্ঠীর সদস্য বলেও দাবি করা হয়েছে।

সপ্তাহের শুরুতেই পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ঘোষণা করেছিলেন যে, ভারতের সঙ্গে কাশ্মীর-সহ সব রকম সমস্যা মিটিয়ে নিতে চান তাঁরা। পাক প্রধানমন্ত্রীর 'আলোচনার মাধ্যমে সব মিটিয়ে নিতে চাই' ঘোষণার পরেও দেখা গিয়েছে জইশ-ই-মহম্মদ, লস্কর-ই-তইবার মতো জঙ্গিগোষ্ঠীগুলি পাক অধিকৃত কাশ্মীরে বৈঠক করেছে।

'উন্নয়ন রুখে দেওয়ার চেষ্টা'

বাজেটে বাংলা 'বঞ্চনা'য় সংসদে সরব অভিষেক

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি: নির্মলা সীতারমণের বাজেটে বাংলার প্রতি বঞ্চনা ইস্যুতে কেন্দ্রকে ঝাঁজাল আক্রমণ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। লোকসভায় দাঁড়িয়ে অভিষেক দাবি করলেন, নির্মলা সীতারমণ যে বাজেট পেশ করেছেন, সেটা বাংলা বিরোধী বাজেট। সুপরিকল্পিতভাবে বাংলার উন্নয়নযজ্ঞকে রুখে দেওয়ার চেষ্টা।

সংসদে জোরালো ভাষণে তথ্য তুলে কেন্দ্রের বাজেটকে আক্রমণ করেছেন অভিষেক। তাঁর দাবি, পাশের রাজ্য বিহারে শুধু বিজেপি সরকারে আছে বলে বিহার বোনাঞ্জা পাচ্ছে। আর বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় নেই বলে বাংলা পাচ্ছে বঞ্চনা। সংসদে অভিষেক দাবি করলেন, দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর নামে 'হাফ ফেডারেলিজম' চলছে। কী এই হাফ ফেডারেলিজম? সেটার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন অভিষেক। বাজেটের জবাবি ভাষণে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ বললেন, 'বিহারে বিজেপির ১২ জন সাংসদ আছেন। বাংলাতেও বিজেপির ১২ জন সাংসদ। কিন্তু বিহারে বিজেপি শাসক শিবিরে, তাই বিহার বোনাস পাচ্ছে আর বাংলায় যেহেতু বিজেপি বিরোধী আসনে, তাই অর্থনৈতিক বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই পাচ্ছে না। এটাই 'হাফ ফেডারেলিজম'।'

তথ্য তুলে ধরে অভিষেকের দাবি, 'বাংলার জন্য উল্লেখযোগ্য একটিও আর্থিক প্যাকেজ বা বড় প্রকল্প ঘোষণা করা হয়নি। উলটে বাংলার বিভিন্ন প্রকল্পে কেন্দ্রের কাছে ১.৭ লক্ষ কোটি টাকা পাওনা। সেই বকেয়াও মেটানো হচ্ছে না। এটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আর্থিক অবরোধ। সুপরিকল্পিতভাবে বাংলার উন্নয়ন এবং আর্থিক বৃদ্ধি রুখে দেওয়া হচ্ছে।'

অভিষেক দাবি করেছেন, শুধু ১০০ দিনের কাজে ৭ হাজার কোটির বেশি বকেয়া রাজ্যের। বাংলার ৫৯ লক্ষ শ্রমিক বঞ্চিত। আবাস যোজনায় ৮ হাজার কোটি টাকার বেশি বকেয়া। এতে ১৩ লক্ষ পরিবার বঞ্চিত। এরপর অভিষেক জানিয়ে দেন, কেন্দ্রের বঞ্চনা সত্ত্বেও বাংলা এই কর্মপ্রার্থীদের কাজ দিচ্ছে, গৃহহীনদের বাড়ি দিচ্ছে। অভিষেকের সাফ কথা, 'বাংলা মাথা নোয়াবে না। আমরা ভিক্ষা করব না। আমরা নতুন করে সম্পদ সৃষ্টি করব, বাংলা নিজের শক্তিতে উন্নতি করবে।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৬/০২/২০২৫ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১০০৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Imran Ali (old name) S/o. Sk Akbar Ali R/o. Puratan Hattala, Bhastara, Gurap, Hooghly-712303, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Imran Ali (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Imran Ali & Sk Imran Ali S/o. Sk Akbar Ali সকলেই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sk Akhtar Hossen.

নাম-পদবী

গত ০৬/০১/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১০ নং এফিডেভিট বলে Mahammad Ibrahim S/o. Mahammad Ismail ও Md Ibrahim S/o. Md Ismail সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭০৬ নং এফিডেভিট বলে Anowar Sekh S/o. Aatarali Sekh ও Sk. Anowar, Sekh Aanowar S/o. Sk. A. Ali, Sekh Aatar Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০২/২০২৫ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৯৬২ নং এফিডেভিট বলে Ajoy Roy S/o. Binda Roy ও Ajay Roy S/o. Binda Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০১/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৭ নং এফিডেভিট বলে Sribarddhan Trivedy ও Sribardhan Trivedy S/o. Harshabardhan Trivedy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৮ ই ফেব্রুয়ারি। ২৪ শে মাঘ। শনি বার । ভীম একাদশী তিথি। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী রবি ও বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ব্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

(আজ নাট্যাচার্য গিরীশ চন্দ্র ঘোষ র প্রয়াণ দিবস। ভীম একাদশী তিথি। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দীক্ষা গুরু কেশব ভারতী র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

LICI পলিসি নং 424852475 এতে আমার নাম Nazbul Mandal, S/o. Late Ramjan Ali Mandal আছে। গত ইং ১৭/০১/২০২৫ বহরমপুর SDEM (S) কোর্টের এফিডেভিট বলে সর্বত্র Nasir Mondal, S/o. Ramjan Mandal নামে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

আমি Md. Mustakim Shaikh, S/o- Md. Akbar Shaikh, যাহা আমার School Registration-এ আছে। ভুলবশত আমার Driving Licence (WB 5720140096812)-এ নাম Musta Kim Sk, S/o- Allarakha Sk আছে। গত ইং- ৩১/০১/২০২৫ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে Md. Mustakim Shaikh S/o- Md. Akbar Shaikh এবং Musta Kim Sk S/o- Allarakha Sk এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

CHANGE OF NAME

I, AMAN SHUKLA, S/o Pawan Kumar Shukla, resident of 5, Shyama Charan Smriti Tirtha Road, New Alipore, Kolkata, West Bengal- 700053 do hereby solemnly affirm and say that I have changed my name from AMAN SHUKLA to AMAN SHUKKLA vide Affidavit No. 38AA 288064 before the Ld. Judicial Magistrate at Calcutta on 21 January, 2025 and I shall be known and recognized in all records, deeds and writings and in all proceedings, dealings and transactions, private as well as upon all occasions as AMAN SHUKKLA. I, hereby also declare that AMAN SHUKLA and AMAN SHUKKLA is same and identical person.

নাম-পদবী

আমি, RAJENDRA NATH KANTH, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে পিতার নাম রেকর্ড আছে KUSHESHWAR NATH KANTH (D/L NO UP65A20200002223) 07/02/2025 তারিখে ব্যারাকপুর 1st Class J.M কোর্টের এফিডেভিট বলে পিতা KUSHESHWAR NARAYAN KANTH নামে সর্বত্র পরিচিত হইল। উভয় নাম একই ব্যক্তি ও অভিন্ন।

DECLARATION

I, SALEMA BIBI W/O Sekh Kasam Ali residing at 37, Rajendra Chatterjee Road, P.O. - Alambazar, P.S. - Baranagar, Dist. - North 24 Parganas, Kolkata - 700035 do hereby declare vide affidavit filed in the court of Learned Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore dated 30.01.2025 that my actual and correct name is SALEMA BIBI and it is recorded in my Aadhar, PAN and Voter's Card but in my NSC certificates, my name has been recorded as SAILMA BIBI, in the Kisan Vikas Patra certificates, my name has been recorded as SALIMA BIBI and my Post Office account, my name has been recorded as SALEMA KHATOON inadvertently. SALEMA BIBI W/O Sekh Kasam Ali, SALEMA KHATOON, SALIMA BIBI, SALAMA BIBI and SAILMA BIBI is the same and one identical person.

DECLARATION

I, SHRI SHAMBHU NATH SHAW (Aadhar No. 7631 8486 2582) S/O Late Bindeswari Shaw resident of 27, Mondal Bazar Road, Kanchrapara, P.O. - Kanchrapara, P.S. - Bizpur, Dist - 24 Pgs (N), PIN - 743145 do hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore dated 07.02.2025 that my wife's actual name is AHILYA SHAW and she died on 01.10.2022 at Tata Medical Center but in birth certificate of my son SHIBAM SHAW (Vide Reg. No. 104821 dated 02.02.2000), her name was recorded as AHALYA DEBI inadvertently. AHILYA SHAW and AHALYA DEBI was the same and one identical person.

DECLARATION

I, SHRI SHAMBHU NATH SHAW (Aadhar No. 7631 8486 2582) S/O Late Bindeswari Shaw resident of 27, Mondal Bazar Road, Kanchrapara, P.O. - Kanchrapara, P.S.- Bizpur, Dist - 24 Pgs (N), PIN - 743145 do hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore dated 07.02.2025 that my actual and correct name is SHAMBHU NATH SHAW and my son's actual and correct name is SHIBAM SHAW but in the birth certificate (Vide Reg. No. 104821 dated 02.02.2000) of my son, his name has been recorded as SIBAM SHAW and my name as SHAMBHU SHAW inadvertently. SHAMBHU NATH SHAW and SHAMBHU SHAW is the same and one identical person. SHIBAM SHAW and SIBAM SHAW is the same and one identical person.

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

পাবলিক নোটিশ

এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে আমার মক্কেল, পাঁচঘড়া লজিস্টিকস পার্কস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২৪ সালে এ. আর. এ-II কলকাতাতে নিবন্ধিত দলিল নং ১৯০২১১৫৮৩ অনুযায়ী ১৪ শতক জমি ক্রয় করেছে। ক্রয় জমি আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং ৩৫১, সংশ্লিষ্ট এল. আর. খতিয়ান নং ৩১৩১, -এর অন্তর্ভুক্ত, যা মৌজা- মোল্লারবের, জে. এল. নং ২২, থানা- ডানকুনি-তে অবস্থিত। জমিটি ব্রিজধাম নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড থেকে ক্রয় করা হয়েছে। যেখানে, উক্ত ব্রিজধাম নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড উপরোক্ত ১৪ শতক জমি আইকে কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছ থেকে ২০২৪ সালে এ. আর. এ-II কলকাতাতে নিবন্ধিত দলিল নং ১৯০২১০২৭৭ অনুযায়ী ক্রয় করেছে।
এবং যেখানে, উক্ত আইকে কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড উপরোক্ত জমি দুলাল পাল -এর কাছ থেকে ২০২৩ সালে এ. আর. এ-II কলকাতাতে নিবন্ধিত দলিল নং ১২৬৩১ অনুযায়ী ক্রয় করেছেন, যা তার নিযুক্ত আমমোক্তার নূর নবী মোল্লা কর্তৃক জনাই -এ নিবন্ধিত ২০১০ সালের আমমোক্তারনামা পত্র নং ০০৪৯৭ অনুসারে সম্পাদিত হয়েছে।
এটি আমার সত্য এবং সদিচ্ছাপূর্ন আবেদন, এবং আমি শ্রদ্ধারসাথে ভূমিসংস্কার কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, তারা সার্কুলার নং ১০০০, ১এস/২২/২০২৪ অনুযায়ী তাদের মিউটেশন আবেদনটি দয়া করে মঞ্জুর করবেন। যদি কারো কোনো দাবি বা আপত্তি থাকে, তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে বি. এল এন্ড এল. আর. ও শ্রীরামপুরেতে জানাতে হবে।

(GANESH MANNA)
Advocate

পাবলিক নোটিশ

এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে আমার মক্কেল, পাঁচঘড়া ল্যান্ডস্কেপ প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২৩ সালের এ.আর. এ- তে নিবন্ধিত দলিল নং ১৯০২১১১৫৫ অনুযায়ী ১০.১৪ শতক জমি ক্রয় করেছে। ক্রয় জমিটি এল.আর দাগ নং ৩৮৫৯ ও ৩৮৬০ এবং এর অনুরূপ আর. এস দাগ নং ৩৫৮৯ ও ৩৫৯০ এর অন্তর্গত, যা এল.আর খতিয়ান নং ৮৯৩, ৬৩২৩, ৬৩২৪, ৬৩২৫, ৬৩২৬ অনুযায়ী মৌজা পাঁচঘড়া, জেএল নং ৮০, থানাঃ চণ্ডীতলা, ডানকুনি-তে অবস্থিত। জমিটি প্রগতি মেডি ফার্মা প্রাইভেট লিমিটেড থেকে ক্রয় করা হয়েছে ।
এবং যেখানে, উপরের উল্লেখিত ১০.১৪ শতক জমি প্রগতি মেডি ফার্মা প্রাইভেট লিমিটেড ২০১৩ সালের এ.আর.এ-III তে নিবন্ধিত দলিল নং ১৭৫৪ অনুযায়ী শীলা দেবী জয়সওয়াল থেকে ক্রয় করেছিলেন। এটি তার নিযুক্ত আমমোক্তার সত্যনারায়ণ জয়সওয়াল কর্তৃক ২০১২ সালের এ. আর. এ-III তে নিবন্ধিত আমমোক্তার নামা পত্র নং ০১৭১৬ দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে।
এটি আমার সত্য এবং সদিচ্ছাপূর্ন আবেদন, এবং আমি শ্রদ্ধার সাথে ভূমি সংস্কার কর্মকর্তাকে কাছে অনুরোধ করছি যে, তারা সার্কুলার নং ১০০০-১এস/২২/২০২৪ অনুযায়ী তার মিউটেশন আবেদন মঞ্জুর করুন। যদি কারো কোনো দাবি বা আপত্তি থাকে, তবে তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ৩০ দিনের মধ্যে চণ্ডীতলা-II এর বি.এল এবং এল.আর.ও-তে জানাতে হবে।

(GANESH MANNA)
Advocate

পাবলিক নোটিশ

এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে আমার মক্কেল, পাঁচঘড়া ল্যান্ডস্কেপ প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২৩ সালের এ.আর.এ-II কলকাতা তে নিবন্ধিত দলিল নং ১৯০২১১১৮৫ অনুযায়ী ৩০.৮১ শতক জমি ক্রয় করেছে। ক্রয় জমিটি এল. আর দাগ নং ৩৮৬৮ এবং এর অনুরূপ আর. এস দাগ নং ৩৫৯৮ এর অন্তর্গত, যা এল. আর খতিয়ান নং ১২২৮ অনুযায়ী মৌজা পাঁচঘড়া, জে.এল নং ৮০, থানাঃ চণ্ডীতলা, ডানকুনি-তে অবস্থিত। জমিটি প্রগতি মেডি ফার্মা প্রাইভেট লিমিটেড এর থেকে ক্রয় করা হয়েছে।
এবং যেখানে, উপরের উল্লেখিত ৩০.৮১ শতক জমি প্রগতি মেডি ফার্মা প্রাইভেট লিমিটেড ২০১৩ সালের এ.আর.এ-III কলকাতা তে নিবন্ধিত দলিল নং ১৭৪৮ অনুযায়ী পরেশ নাথ জয়সওয়াল এর থেকে ক্রয় করেছিলেন। এটি তার নিযুক্ত আমমোক্তার সত্যনারায়ণ জয়সওয়াল কর্তৃক ২০১২ সালের এ.আর.এ-III কলকাতা তে নিবন্ধিত আমমোক্তার নামা পত্র নং ০১৫৮৫ দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে।
এটি আমার সত্য এবং সদিচ্ছাপূর্ন আবেদনটি, এবং আমি শ্রদ্ধার সাথে ভূমি সংস্কার কর্মকর্তার কাছে অনুরোধ করছি যে, তারা সার্কুলার নং ১০০০-১এস/২২/২০২৪ অনুযায়ী তাদের মিউটেশন আবেদন মঞ্জুর করুন। যদি কারো কোনো দাবি বা আপত্তি থাকে, তবে তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ৩০ দিনের মধ্যে চণ্ডীতলা-II এর বি.এল এন্ড এল.আর.ও-তে জানাতে হবে।

(GANESH MANNA)
Advocate

পাবলিক নোটিশ

এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে আমার মক্কেল, পাঁচঘড়া লজিস্টিকস পার্কস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২৪ সালে এ. আর. এ-। কলকাতা তে নিবন্ধিত দলিল নং ১৯০২১১৫৮৪ অনুযায়ী ৩৮ শতক জমি ক্রয় করেছেন। ক্রয় জমি আর.এস. দাগ ও এল.আর. নং ৩৫১, সংশ্লিষ্ট এল.আর. খতিয়ান নং ৩১৩৩, ৩১৩৫, ৩১৩৭, ৩১৪১-এর অন্তর্ভুক্ত, যা মৌজা- মোল্লারবের, জে.এল. নং ২২, থানা- ডানকুনি-তে অবস্থিত। জমিটি ব্রিজধাম নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড এর থেকে ক্রয় করা হয়েছে।
যেথানে, উক্ত ব্রিজধাম নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড উপরোক্ত ৩৮ শতক জমি পার্থ ঘোষ দস্তিদার- এর কাছ থেকে ২০২৪ সালে এ.আর.এ- কলকাতা তে নিবন্ধিত দলিল নং ১৯০২১০২৭৫ অনুযায়ী ক্রয় করেছে।
এবং যেখানে, উক্ত পার্থ ঘোষ দস্তিদার ২০২৩ সালে এ.আর.এ-II কলকাতা তে নিবন্ধিত দলিল নং ১২৬২৭ অনুযায়ী সুধীর নাথ মিত্র -এর কাছ থেকে ১২ শতক জমি ক্রয় করেছেন, তার নিযুক্ত আমমোক্তার নূর নবী মোল্লা কর্তৃক জনাই-এ নিবন্ধিত ২০১০ সালের আমমোক্তার নামা পত্ৰ নং ০০৫০৮ অনুসারে সম্পাদিত হয়েছে।
❖ এবং যেখানে, উক্ত পার্থ ঘোষ দস্তিদার ২০২৩ সালে এ.আর.এ-। কলকাতা তে নিবন্ধিত দলিল নং ১২৬২৯ অনুযায়ী সুনীল কুমার ভট্টাচার্য-এর কাছ থেকে ০৭ শতক জমি ক্রয় করেছেন, তার নিযুক্ত আমমোক্তার নূর নবী মোল্লা কর্তৃক জনাই-এ নিবন্ধিত ২০১০ সালের আমমোক্তার নামা পত্র নং ০০৫১০ অনুসারে সম্পাদিত হয়েছে।
এবং যেথানে, উক্ত পার্থ ঘোষ দস্তিদার ২০২৩ সালে এ.আর.এ- কলকাতা তে নিবন্ধিত দলিল নং ১২৬৩০ অনুযায়ী কল্পরূপ ঘোষ-এর কাছ থেকে ১০ শতক জমি ক্রয় করেছেন, যা তার নিয়োগপ্রাপ্ত আমমোক্তার নূর নবী মোল্লা কর্তৃক জনাই-এ নিবন্ধিত ২০১০ সালের আমমোক্তার নামা পত্ৰ নং ০০৫৪৮ অনুসারে সম্পাদিত হয়েছে।
❖ এবং যেখানে, উক্ত পার্থ ঘোষ দস্তিদার ২০২৩ সালে এ.আর.এ-। কলকাতা তে নিবন্ধিত দলিল নং ১২৬২৮ অনুযায়ী দীপিকা সরকার-এর কাছ থেকে ০৯ শতক জমি ক্রয় করেছেন, তার নিযুক্ত আমমোক্তার নূর নবী মোল্লা কর্তৃক জনাই-এ নিবন্ধিত ২০১০ সালের আমমোক্তার নামা পত্র নং ০০৪৯৯ অনুসারে সম্পাদিত হয়েছে।
এটি আমার সত্য এবং সদিচ্ছাপূর্ন আবেদন, এবং আমি শ্রদ্ধার সাথে ভূমি সংস্কার কর্মকর্তার কাছে অনুরোধ করছি যে, তারা সার্কুলার নং ১০০০-১এস/২২/২০২৪ অনুযায়ী তাদের মিউটেশন আবেদন টি মঞ্জুর করুন। যদি কারো কোনো দাবি বা আপত্তি থাকে, তবে তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ৩০ দিনের মধ্যে শ্রীরামপুরের বি.এল এন্ড এল.আর.ও-তে জানাতে হবে।

(GANESH MANNA)
Advocate

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

সুরজ মল্লিক পিতা সিরাজুল মল্লিক সাকিম রাজহাট (উত্তর মল্লিক পাড়া), রাজহাট, পোলবা, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয় বিগত ইং 20/04/2015 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-0129/2015 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**সিরাজুল মল্লিক** পিতা মরহুম এককড়ি মল্লিক, সাকিম রাজহাট (উত্তর মল্লিক পাড়া), রাজহাট, পোলবা, হুগলী- ৭১২১২৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সাফ বিক্রয় কোবালা পত্র দলিল মূলে বিক্রয় করিতেছি।
তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা রাজহাট, হাল ৬৫ নং জে.এল ভুক্ত, হাল ১৭৯৯ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ২২৩ নং দাগে বাস্তু ০.৫০০০ অংশে ০৯ শতক সম্পত্তি, উক্ত খতিয়ানে সাবেক তথা হাল এল.আর. ৪৪৯ নং দাগে কলাবাগান জমি ষোল আনায় ৪০ শতক মধ্যে ০.৪৭৯২ অংশে ১৯ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমি উক্ত আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার পর বর্তমান ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিতে পারিবেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

সিরাজুল মল্লিক
আমমোক্তার

পাবলিক নোটিশ

এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে আমার মক্কেল, পাঁচঘড়া ল্যান্ডস্কেপ প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২৩ সালের এ. আর. এ-II কলকাতাতে নিবন্ধিত দলিল নং ১৯০২১১১৭৯ অনুযায়ী ১১.১২ শতক জমি ক্রয় করেছে। ক্রয় জমিটি এল. আর দাগ নং ৩৮৬০ ও ৩৮৬৬ এবং এর অনুরূপ আর.এস দাগ নং ৩৫৯০ ও ৩৫৯৬ এর অন্তর্গত, যা এল.আর খতিয়ান নং ২৫৬৬ অনুযায়ী মৌজা পাঁচঘড়া, জে.এল নং ৮০, থানাঃ চণ্ডীতলা, ডানকুনি-তে অবস্থিত। জমিটি প্রগতি মেডিফার্মা প্রাইভেট লিমিটেড এর থেকে ক্রয় করা হয়েছে।
এবং যেখানে, উপরের উল্লেখিত ১১.১২ শতক জমি প্রগতি মেডি ফার্মা প্রাইভেট লিমিটেড ২০১৩ সালের এ.আর.এ-III কলকাতাতে নিবন্ধিত দলিল নং ১৭৫৩ অনুযায়ী সুরেন্দ্র কুমার সাউ, মহেন্দ্র কুমার সাউ, ও যোগেন্দ্র কুমার সাউ এর থেকে ক্রয় করেছিলেন। এটি তাদের নিযুক্ত আমমোক্তার সত্যনারায়ণ জয়সওয়াল কর্তৃক ২০১২ সালের এ.আর.এ-III কলকাতা তে নিবন্ধিত আমমোক্তারনামা পত্র নং ০২৪২৫ দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে।
এটি আমার সত্য এবং সদিচ্ছাপূর্ন আবেদন, এবং আমি শ্রদ্ধারসাথে ভূমি সংস্কার কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, তারা সার্কুলার নং ১০০০, ১এস/২২/২০২৪ অনুযায়ী তাদের মিউটেশন আবেদনটি দয়াকরে মঞ্জুর করবেন। যদি কারো কোনো দাবি বা আপত্তি থাকে, তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে বি. এল. এন্ড. এল. আর. ও চণ্ডীতলা-II -তে জানাতে হবে।

(GANESH MANNA)
Advocate

পাবলিক নোটিশ

এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে আমার মক্কেল, পাঁচঘড়া লজিস্টিকস পার্কস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২৪ সালে এ.আর.এ-। তে নিবন্ধিত দলিল নং ১৯০২১১৫৮৫ অনুযায়ী ৩৪ শতক জমি ক্রয় করেছেন। ক্রয় জমি আর.এস. দাগ ও এল.আর. নং ৩৫১, সংশ্লিষ্ট এল.আর. খতিয়ান নং ৩১৩৮, ৩১৩৯, ৩১৪০, ৩১৩৪-এর অন্তর্ভুক্ত, যা মৌজা মোল্লারবের, জে. এল. নং ২২, থানা. ডানকুনি-তে অবস্থিত। জমিটি ব্রিজধাম নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড এর থেকে ক্রয় করা হয়েছে। যেখানে, উক্ত ব্রিজধাম নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড উপরোক্ত ৩৪ শতক জমি বিবিটিএ কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড -এর কাছ থেকে ২০২৪ সালে এ.আর.এ-II কলকাতা তে নিবন্ধিত দলিল নং ১৯০২১০২৭৬ অনুযায়ী ক্রয় করেছে।
এবং যেখানে, উক্ত বিবিটিএ কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড ২০২৩ সালে এ.আর.এ- কলকাতা তে নিবন্ধিত দলিল নং ৯২২৫ অনুযায়ী পরিচয় চৌধুরী এবং রচনা চৌধুরী -এর কাছ থেকে ০৭ শতক জমি ক্রয় করেছেন, যা তাদের নিযুক্ত আমমোক্তার নূর নবী মোল্লা কর্তৃক জনাই-এ নিবন্ধিত ২০১০ সালের আমমোক্তার নামা পত্র নং ০০৫০৬ অনুসারে সম্পাদিত হয়েছে।
এবং যেখানে, উক্ত বিবিটিএ কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড ২০২৩ সালে এ. আর. এ-II কলকাতা তে নিবন্ধিত দলিল নং ৯২৪৮ অনুযায়ী দুলাল চন্দ্র কুণ্ডু এবং অসীম কুমার কুণ্ডু -এর কাছ থেকে ১৩ শতক জমি ক্রয় করেছেন, যা তাদের নিযুক্ত আমমোক্তার নূর নবী মোল্লা কর্তৃক জনাই-এ নিবন্ধিত ২০১০ সালের আমমোক্তার নামা পত্র নং ০০৫১০ অনুসারে সম্পাদিত হয়েছে। এবং যেখানে, উক্ত বিবিটিএ কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড ২০২৩ সালে এ.আর.এ-II কলকাতা তে নিবন্ধিত দলিল নং ৯২৬০ অনুযায়ী দেবিকা মিত্র, দীপান্বিতা মিত্র এবং রণদীপ মিত্র -এর কাছ থেকে ১৪ শতক জমি ক্রয় করেছেন, যা তাদের নিযুক্ত আমমোক্তার নূর নবী মোল্লা কর্তৃক জনাই-এ নিবন্ধিত ২০১০ সালের আমমোক্তার নামা পত্র নং ০০৫৩৫ অনুসারে সম্পাদিত হয়েছে।
এটি আমার সত্য এবং সদিচ্ছাপূর্ণ আবেদন, এবং আমি শ্রদ্ধার সাথে ভূমি সংস্কার কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, তারা সার্কুলার নং ১০০০-১এস/২২/২০২৪ অনুযায়ী তাদের মিউটেশন আবেদনটি দয়া করে মঞ্জুর করুন। যদি কারো কোনো দাবি বা আপত্তি থাকে তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে শ্রীরামপুরের বি.এল.এন্ড এল. আর. ও তে জানাতে পারেন ।

(GANESH MANNA)
Advocate

পাবলিক নোটিশ

এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে আমার মক্কেল, পাঁচঘড়া ল্যান্ডস্কেপ প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২৩ সালের এ.আর.এ-II কলকাতাতে নিবন্ধিত দলিল নং ১৯০২১১১৫১ এবং ১৯০২১১১৮০ অনুযায়ী ১৪.৭৭ শতক জমি ক্রয় করেছে। ক্রয় জমিটি এল. আর দাগ নং ৩৮৮৬, ৩৮৮৭ ও ৩৮৮৮ এবং এর অনুরূপ আর. এস দাগ নং ৩৬১৬, ৩৬১৭, ৩৬১৮ এর অন্তর্গত, যা এল.আর খতিয়ান নং ৭৫০/১ ও ১১৪২ অনুযায়ী মৌজা পাঁচঘড়া, জে.এল নং ৮০, থানাঃ চণ্ডীতলা, ডানকুনি-তে অবস্থিত। জমিটি প্রগতি মেডিফার্মা প্রাইভেট লিমিটেড এর থেকে ক্রয় করা হয়েছে।
এবং যেখানে, উপরের উল্লেখিত ১৪.৭৭ শতক জমি প্রগতি মেডিফার্মা প্রাইভেট লিমিটেড ২০১৩ সালের এ.আর.এ-III কলকাতাতে নিবন্ধিত দলিল নং ১৭৫৯ অনুযায়ী অশোক আর. বরাই চৌরাসিয়া থেকে ক্রয় করেছিলেন। এটি তার নিযুক্ত আমমোক্তার সত্যনারায়ণ জয়সওয়াল কর্তৃক ২০১১ সালের এ. আর. এ-III কলকাতা তে নিবন্ধিত আমমোক্তার নামা পত্র নং ০৫৯১৫ দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে।
এটি আমার সত্য এবং সদিচ্ছাপূর্ন আবেদন, এবং আমি শ্রদ্ধার সাথে ভূমিসংস্কার কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, তারা সার্কুলার নং ১০০০, ১এস/২২/২০২৪ অনুযায়ী তাদের মিউটেশন আবেদনটি দয়া করে মঞ্জুর করবেন। যদি কারো কোনো দাবি বা আপত্তি থাকে, তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে বি. এল. এন্ড. এল. আর. ও চণ্ডীতলা-II তে জানাতে হবে।

(GANESH MANNA)
Advocate

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

রুমা সাউ, স্বামী - জয়প্রকাশ সাউ, সাং ও পোঃ - মিস্ত্রীঘাট, থানা - ব্যারাকপুর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, কোলকাতা ৭০০১২০, রুনা গুপ্তা, স্বামী – জয়প্রকাশ গুপ্তা, ঊমা গুপ্তা, স্বামী - পঞ্চরতন গুপ্তা, উভয়ের সাং ও পোঃ - ঘুশুরী, থানা - মালীপাঁচগড়া, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭০০০০৬, **রেখা ভকত**, পিতা - স্বর্গীয় শিবশঙ্কর ভকত, সাং ও পোঃ - বৈঁচী, থানা পাণ্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন- ৭১২১৩৪, মহাশয়াগণ বিগত ইংরাজী ২৭/০৬/২০১৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর. পাণ্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-147 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **সমীর ভকত** পিতা - স্বর্গীয় শিবশঙ্কর ভকত, সাং ও পোঃ - বৈঁচী, থানা পাণ্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১৩৪ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তার নামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি গত ইংরাজী ২৪/০৬/২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর. পাণ্ডুয়া হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I- 3138/24 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমাদেরকে (**অরবিন্দ সাধুখাঁ**, পিতা - স্বর্গীয় কৃষ্ণধন সাধুখাঁ, **সঞ্চিতা সাধুখাঁ**, স্বামী - অরবিন্দ সাধুখাঁ, উভয়ের সাং - তৈলকোপা, পোঃ- বৈঁচী, থানা- পাণ্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১৩৪) বিক্রয় করেন।
তপশীলঃ - জেলা - হুগলী, থানা-পাণ্ডুয়া, মৌজা - তৈলকোপা, জে.এল. নং - ৯, হাল এল.আর. ২৯৬ নং খতিয়ানে সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৪৪০ নং দাগে পুকুর ১৲ আনায় ৯৪ শতক ইহার মধ্যে নিজাংশে ১২ শতক তন্মধ্যে ০৬ শতক আমমোক্তার ও স্বয়ং ক্ষমতাবলে বিক্রেতাগণের বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। আমরা ক্রেতাগণ উক্ত দাগ নং এর জমি নাম পত্তনের জন্য B.L. & L.R.O. PANDUA BLOCK অফিসে আবেদন করিয়াছি, তাহা উপরোক্ত নং আমমোক্তারের দাতাগণকে অবগত করিলাম। আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত অফিসের নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম মাফিক কার্য্য করা হইবে।

ইতি - **অরবিন্দ সাধুখাঁ ও সঞ্চিতা সাধুখাঁ**
ক্রেতাগণ

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪
নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

বাঁকড়ায় বিধ্বংসী আগুন, ভস্মীভূত চট কারখানা

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া ডোমজুড় বাঁকড়া এলাকায় একটি চট কারখানায় বিধ্বংসী আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায় স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় ডোমজুর থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন।

শুক্রবার সকাল ৮.১৫ মিনিট নাগাদ এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নজরে আসে স্থানীয় বাসিন্দাদের। বাঁকড়ার ঝিলপাড় এলাকায় একটি চট তৈরির কারখানা রয়েছে। প্রায় ১০০ শ্রমিক কাজ করেন সেখানে। প্রতিদিনের মতো এদিন সকালেও কাজ শুরু হয়। কাজ করছিলেন বেশ কয়েকজন শ্রমিক। হঠাৎ কারখানার এক অংশ থেকে ধোঁয়া বেরতে দেখেন তাঁরা। চটের বস্তা থাকায় দ্রুত আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে। কর্মরত শ্রমিকরা প্রত্যেকেই বাইরে বেরিয়ে আসেন। ওই কারখানাটি পাট জাতীয় সামগ্রী মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে কারখানার ভেতরে। যদিও প্রশাসন সূত্রে এখনও কোনও হতাহতের খবর মেলেনি।

দমকল কর্মীরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নেভানোর কাজ করেন। তবে শ্রমিকরা জানাচ্ছেন, একটি মেশিন চালু করার সময় তা থেকে আগুনের ফুলকি বেরতে দেখা যায়। সেই ফুলকি চটের বস্তা ও সামগ্রীর উপর পড়লে আগুন লাগে। কারখানায় সব শুকনো পদার্থ মজুত থাকায় দ্রুত ভয়ংকর চেহারা নেয় আগুন। দমকল কর্মীরা জানান, 'খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় তিনটি ইঞ্জিন। কী করে আগুন খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' তাঁরা আরও জানিয়েছেন, কারখানায় কোনও অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ছিল না।

সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস-এর এমডি এবং সিইও এল-আর-শুভঙ্কর সেন এবং সৌরভ গাঙ্গুলী শুক্রবার ডানলপে (বিটি রোড, কলকাতা) সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের ১৭২ তম শো-রুম উদ্বোধন করেন। ডানলপের এই শো-রুমের আয়তন ৫১৩২ বর্গফুট।

হাওড়া স্টেশনের শেডে চড়ে বসলেন লাঠি হাতে যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন: অফিস টাইমের ব্যস্ত হাওড়া স্টেশন প্রত্যক্ষ করল এক অস্বাভাবিক ঘটনা। অফিসে যাওয়ার ব্যস্ততার মধ্যে সকলে ঠাওর করতে না পারলেও কিছু মানুষ ওই অস্বাভাবিক ঘটনাটি দেখে থমকে দাঁড়ায়। এক মধ্য বয়সী যুবক, যার মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা, হাতে একটি লাঠি নিয়ে হাওড়া স্টেশনের শেডের উপর চড়ে বসে আছে। শুক্রবার অফিস টাইমে চূড়ান্ত ব্যস্তর হাওড়া স্টেশনে এই চিত্র দেখে চোখ কপালে উঠল সকলের। রীতিমতো নিজের বাড়ির বৈঠকখানায় হাঁটাহাঁটি করার মতোই হাওড়া স্টেশনের একটি প্ল্যাটফর্মের শেডের উপর চড়ে পায়চারি করছেন এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবক। এই ঘটনার কথা চাউর হতেই শুক্রবার সকালে হুলস্থুল কাণ্ড বাঁধে হাওড়া স্টেশন চত্বরে। সকলের অলক্ষ্যে কখন যে ওই যুবক হাওড়া স্টেশনের পুরনো কমপ্লেক্সের ৯ ও ৮ নম্বর প্ল্যাটফর্মের শেডের উপর উঠে পড়ে এক যুবক। পাশেই রয়েছে বিদ্যুতের হাই ভোল্টেজ তার। যে কোনও মুহুর্তে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। এরপর খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আরপিএফ এবং জিআরপি কর্তারা। যুবককে নামানোর চেষ্টা করেন তারা। নীচ থেকে হাত নেড়ে, ভালো ভালো কথা বলে, কখনও খাবারের লোভ দেখিয়েও কোনও লাভ না হওয়ায় অধিকারিকরাও ঘেমে নেয়ে একসা হওয়ার জোগাড়। তারই মাঝে ওই যুবক ওই শেডের উপরে কখনও বসছে, কখনও বা হেঁটে বেড়াচ্ছে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তে চরম ব্যস্ততার মধ্যেও ওই যুবককে স্টেশনের মাথায় চড়তে দেখে নিত্য যাত্রীদের ভিড় জমতে শুরু করে ৯ নম্বর প্ল্যাটফর্ম চত্বরে। উপস্থিত অনেকেই ঘটনাটি নিয়ে হাস্য বিদ্রুপ করতে থাকে। অনেকে আবার উদ্ গ্রীব, আশঙ্কিতও হয়ে পড়েন।

অবশেষে রেল আধিকারিকদের প্রায় ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় ওই যুবককে নামানো সম্ভব হয়। আধিকারিকরা অকৃতকার্য হওয়ার পরই তারা খবর দেন স্থানীয় দমকল বিভাগে। সেই খবর পেয়ে দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে যুবককে নামিয়ে আনেন। তাঁকে হাওড়া জিআরপি-তে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা ওই ব্যক্তির নাম রবীন্দ্র পাহাড়িয়া। যদিও তিনি কী কারণে এরকম ঘটনা ঘটালেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্ল্যাটফর্মের শেড রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছিল। সেই ফাঁকে তিনি উপরে উঠে পড়েছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে রেল সূত্রে জানা গিয়েছে। কীভাবে এবং কেন শেডের উপর উঠল সেই বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানা যাচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তি

নদীয়া কো-অপাঃ এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড, 'ভূমিশ্রী', কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
ফোন নং- ০৩৪৭২-২৫২১৪৭/ ০৩৪৭২-২৫৪০৪৬
ইমেল-:nadiacardbank@gmail.com

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে এই ব্যাঙ্কের মাননীয় সদস্য ও সদস্যা গনকে এতদ্বারা বিশেষভাবে জানানো যাচ্ছে যে তাঁহাদের লোন ও ডিপোজিট এ্যাকাউন্টের জন্য KYC নথি জমা করা বাধ্যতামূলক। কোন ডিপোজিট এ্যাকাউন্টে KYC নথি জমা না থাকলে আগামী ২৮.০২.২০২৫ তরিখ থেকে সেই ডিপোজিট এ্যাকাউন্টটি সম্পূর্ণভাবে নিস্ক্রিয় (FREEZE) হয়ে যাবে। সেই কারনে আগামী ২৫.০২.২০২৫ এর মধ্যে ডিপোজিট এ্যাকাউন্টের KYC নথিসমূহ (যেমন- প্রতি সদস্য/সদস্যার একটি পাসপোর্ট সাইজ ফটো এবং আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, PAN কার্ড-এর একটি করে স্বপ্রত্যায়িত (Self attested) জেরক্স কপি) ব্যাঙ্কে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বাক্ষর-
অপূর্ব লাল বিশ্বাস
মূখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক
নদীয়া কো-অপাঃ এগ্রিঃ এন্ড রুরাল ডেভেঃ ব্যাঙ্ক লিঃ
কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
০৭/০২/২০২৫

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ২৫ মাঘ, শনিবার

তৃণমূলের দুই নবনির্বাচিত বিধায়ককে ফের আইনি নোটিস রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাস আটেক আগে উপনির্বাচনে জয়ী দুই তৃণমূল বিধায়কের সঙ্গে রাজভবনের আইনি লড়াইয়ের আগুন নিভছেই না। দুই বিধায়কের শপথ গ্রহণ নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছিল, সেই মামলায় ফের আইনি নোটিস পাঠালেন রাজ্যপাল। ভগবানগোলার বিধায়ক রেয়াত হোসেন সরকার এবং বরাহনগরের বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আইনি নোটিস পাঠানো হয়েছে বলে সূত্রে খবর। এদিকে এই দুই বিধায়ক জানিয়েছেন, আইনি নোটিসের জবাব আইনিপথেই দেবেন তাঁরা। তবে তাঁরা পাশাপাশি এও জানান, রাজ্য বাজেট অধিবেশনের জন্য সোমবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বিধানসভায় এলে সৌজন্য দেখাবেন তাঁরা।

গতবছরের জুনের প্রথমে ভগবানগোলা ও বরাহনগরে উপনির্বাচনে জয়ী হন রেয়াত ও সায়ন্তিকা। তাঁদের শপথগ্রহণ নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। দুই বিধায়ককে রাজ্যপাল বলেছিলেন, রাজভবনে এসে শপথবাক্য পাঠ করতে। দুই বিধায়ক জানিয়েছিলেন, তাঁরা বিধানসভায় শপথবাক্য পাঠ করতে চান। শুধু তাই নয়, রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে রাজভবনে তাঁরা যেতে চাইছেন না বলেও মন্তব্য করেন। শপথবাক্য পাঠের দাবি নিয়ে ধর্নাতেও বসতে হয় দুই বিধায়ককে। শেষ পর্যন্ত বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুই বিধায়ককে শপথবাক্য পাঠ করান। গোটা বিষয়টা নিয়ে আদালত পর্যন্ত জল গড়ায়। শপথ গ্রহণ নিয়ে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল এবং রাজ্যপাল সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে ফের চিঠি পাঠাল রাজভবন। ভগবানগোলা ও বরানগরের বিধায়ককে চিঠি পাঠালেন রাজ্যপালের আইনজীবী।

মাধ্যমিক পরিচালনায় অংশগ্রহণে 'না'

এসএলএসটির শিক্ষকদের মেইল মুখ্যমন্ত্রীকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুর আগেই হুঁশিয়ারি ২০১৬ সালে চাকরি পাওয়া শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। সরকারের কোনও প্রতিনিধি কিংবা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখা না করলে মাধ্যমিক পরীক্ষা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করবেন না বলে জানিয়ে দিলেন। সঙ্গে এও জানান, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েও মেইলও পাঠাচ্ছেন তাঁরা। আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষিকরা এও জানান যে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে এই মেলে জানাচ্ছেন, মাধ্যমিক পরীক্ষায় গার্ড দেবেন না, খাতা দেখবেন না বলেও।

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ২০১৬ সালে নিয়োগপ্রাপ্ত

২৬ হাজার জনের চাকরি গিয়েছে। এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলার শুনানি রয়েছে সোমবার। এদিকে সোমবার থেকেই শুরু মাধ্যমিক পরীক্ষা। আর সেই কারণেই আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষিকারা বলছেন, হাতে সময় নেই। তাঁরা দ্রুত মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান। তাঁর হাতে বিভিন্ন নথি তুলে দিতে চান। সেই জন্য বৃহস্পতিবারই তাঁরা কালীঘাটে যাওয়ার কথা ভেবেছিলেন। তবে তা হয়ে ওঠেনি পুলিশি বাধায়। এরপরই শুক্রবার ধিক্কার দিবস পালন করছেন ওই শিক্ষক-শিক্ষিকরা।

এই প্রসঙ্গে আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষিকারা জানান, '২০১৬ সালের এসএলএসটি প্যানেলে যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ১৫ হাজার ৪০২ জন। আমরা ভোটের কাজের সঙ্গে জড়িত। একইসঙ্গে নির্বাচন পরিচালনার সঙ্গে জড়িত, মাধ্যমিক পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত। এই মুহূর্তে আমরা যে অবস্থার মধ্যে রয়েছি, এই পরিস্থিতি আসত না। রাজ্য, স্কুল সার্ভিক কমিশন, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আইনজীবীরা কেন সত্যি কথা আদালতের সামনে তুলে ধরছেন না? কেন আমাদের বাঁচানোর জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন না? কেন একটা দফতরের তথ্যের সঙ্গে অন্য দফতরের তথ্যের গরমিল থাকবে? এটা তো আমাদের বিপদে ফেলতে পারে।'

এরই পাশাপাশি আন্দোলনকারীরা এও জানান, 'আমরা ২৭ ডিসেম্বর থেকে অবস্থানে রয়েছি। আমরা বারবার দাবি জানিয়েছি, মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সঙ্গে দেখা করুন। আমাদের কাছে এমন এমন তথ্য আছে, যা হয়তো আইনজীবীদের কাছেও নেই। সেই তথ্য তুলে ধরলেই হয়তো প্যানেল বেঁচে যাবে।'

অভয়ার জন্মদিনে সিবিআই ও মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ প্রতিবাদী মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৯ ফেব্রুয়ারি অভয়ার জন্মদিন। অভিনব কায়দায় চিকিৎসক তরুণীর জন্মদিন পালন চিকিৎসক-নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের। এই উপলক্ষ্যে আগামী রবিবার আরজি করে রবিবার বিকালে স্মরণসভার আয়োজন। স্মরণসভার নাম 'বাংলার মেয়ের জন্মদিন'।

এই দিনে রাস্তায় নাম ডাক আগেই দিয়েছিলেন অভয়ার মা। এবার চিকিৎসক তরুণীর জন্মদিনে বড় কর্মসূচি নিল প্রতিবাদী মঞ্চ। সূত্রে খবর, এদিনের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সিবিআইকেও। সিবিআইয়ের তরফ থেকে যাতে আধিকারিক থেকে কর্তারা উপস্থিত থাকেন সেইজন্য সিজিও কমপ্লেক্সে নিমন্ত্রণপত্র দিয়েও এসেছেন প্রতিবাদী মঞ্চের সদস্যরা। সঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, এবার মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাতে যাবে

প্রতিবাদী মঞ্চ। আর এখানেই প্রশ্ন উঠেছে, অনেক আন্দোলন, বহু রাত জাগা, বহু ধর্নার পর এবার কি তবে গান্ধিগিরির পথে তিলোত্তমার ন্যায়বিচারের আন্দোলন?

এদিকে সূত্রে খবর, আমন্ত্রণ পত্রে ছ'মাসেও অধরা বিচারের উল্লেখ রয়েছে। সেই আমন্ত্রণ পত্র নিয়েই বিধাননগর কমিশনারেট, লালবাজার, স্বাস্থ্য ভবন, রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলে আমন্ত্রণপত্র হাতে চিকিৎসক, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা। গত ছ'মাসে কলকাতার পথেঘাটে তিলোত্তমা কাণ্ড নিয়ে আন্দোলনের মঞ্চে বারবার কলকাতা পুলিশ, বিধাননগর কমিশনারেট, মেডিক্যাল কাউন্সিল, স্বাস্থ্য ভবনের ভূমিকা সরব থেকেছেন আন্দোলনকারীরা। অভয়ার জন্মদিনে সেই তাঁদেরই গান্ধিগিরির পথে আমন্ত্রণ আন্দোলনকারীদের মঞ্চের সদস্যদের। শুভ বুদ্ধির উদয়ের বার্তা দিতেই আমন্ত্রণ বলে জানাচ্ছেন তাঁরা।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্লীলতাহানির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তরের এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল। বছর দেড়েক আগে হস্টেলের বারান্দা থেকে পড়ে এক প্রথমবর্ষের পড়ুয়ার মৃত্যু ঘিরে উত্তপ্ত হয়েছিল যাদবপুর। পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। সেই যাদবপুরেই এবার সামনে এল ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ। অভিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়েরই তৃতীয় বর্ষের এক পড়ুয়া। এদিকে, ওই ছাত্রীর অভিযোগ, অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটিতে অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে অরবিন্দ ভবনের সামনে অবস্থানে বসেন ছাত্রীরা। এর পাশাপাশি স্নাতকোত্তরের ওই ছাত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় সিসিটিভি ফুটেজ শেয়ার করে ওই ছাত্রের বিরুদ্ধে সরব হন। অভিযুক্ত বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই-এর সদস্য বলে অভিযোগ। তারপরই এসএফআইয়ের তরফে জানানো হয়, ওই ছাত্রকে ২৮ জানুয়ারি তাদের সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ওই ছাত্রী জানান, অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটির কাছে অভিযোগ জানানো হয়। কিন্তু, ওই কমিটি কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ। তারপরই ৫ দফা দাবিতে বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটা থেকে অরবিন্দ ভবনের সামনে অবস্থানে বসেন বেশ কয়েকজন পড়ুয়া। তাঁদের হুঁশিয়ারি, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত চলবে অবস্থান।

বাজি তৈরির আড়ালে বাংলায় বোমা তৈরি হয়, বিস্ফোরক অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাজি তৈরির আড়ালে বাংলায় বোমা তৈরি হয়। শুক্রবার রাতে ব্যারাকপুর স্টেশন চত্বরে দলের স্বাস্থ্য সেলের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, এদিন বেলায় নদীয়ার কল্যাণীতে বাজি তৈরির কারখানায় বিস্ফোরনে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। সেই ঘটনা তুলে ধরে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, 'এই ঘটনার পরও দিদিমণি মুকেশ আম্বানিকে বলবেন, বাংলার পরিবেশ খুব শান্ত। এখানে বিনিয়োগ করুন।' তাঁর অভিযোগ, বাংলা বারুদের স্তূপের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। বাংলায় একের পর এক বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেই চলেছে। কয়েক বছর আগে নৈহাটির দেবকে বিস্ফোরণে একাধিকজনের মৃত্যু হয়েছে। গত বছর দত্তপুকুরে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ হয়েছে। চম্পাহাটিতেও বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। আর দিদিমনি বলছেন, বাংলায় শান্তি বিরাজ করছে। তাঁর দাবি, বাংলায় একটাই কারখানা ভালো চলছে। সেটা হল তোলাবাজির কারখানা। তাঁর অভিযোগ, ব্যারাকপুরে অটো কিংবা টোটো রুটে প্রকৃত চালকদের জায়গা নেই। ববি হাকিম এখানে জেহাদি রুট তৈরি করেছে। সেই রুটে ওদের দৌরাত্ম্য চরমে। গেরুয়া শিবিরের লড়াকু সৈনিক এদিন আরও দাবি করেন, রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা হয় না। ট্রান্সফার হয়। আর যেখানে চিকিৎসা হয়, সেখানে বিষযুক্ত স্যালাইনের যোগান দেওয়া হয়। তাঁর দাবি, জাল স্যালাইন কাণ্ডে মুকুল ঘোষ নামে একজনের নাম উঠে এসেছে। উনি দিদিমণির আত্মীয় হন। প্রসঙ্গত, নৈহাটিতে তৃণমূল কর্মী খুনের প্রতিবাদে তৃণমূলের তরফে এদিন মিছিল করা হয়। মিছিল শেষে তাঁরা মীরার বাগান মাঠে সভা করেন। সেই সভা থেকে সাংসদ, বিধায়ক খুনের জন্য অর্জুন সিংকে জবাব দেওয়ার কথা বলেন। এপ্রসঙ্গে অর্জুন সিং বলেন, 'সঠিক সময়ে তিনি জবাব দেবেন। যারা সমাজকে নষ্ট করে। আর যারা গুণ্ডা, বদমাশ তাদের সঠিক জবাব দেওয়া হবে।' উক্ত পথ সভায় এদিন হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, বিশিষ্ট আইনজীবী তথা বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচী, প্রাক্তন কাউন্সিলর মিলন আশ, স্বাস্থ্য সেলের বাবু নাগ, সুপ্রিয় ঘোষ প্রমুখ।

আরজি কর মামলায় ধাক্কা রাজ্যের, আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর মামলায় ধাক্কা রাজ্যের। সিবিআই তদন্ত করছে, ফলে রাজ্যের আবেদন এই মুহূর্তে গ্রহণযোগ্য নয়, এমনটাই স্পষ্ট ভাষায় জানাল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রসঙ্গত, শিয়ালদা কোর্ট সঞ্জয় রায়ের আমৃত্যু কারাবাসের সাজা শোনালেও তা নিয়ে শুরু হয় নানা বিতর্ক। কারণ, শুরু থেকেই ফাঁসির দাবিতে সরব ছিল রাজ্য। শিয়ালদা কোর্টের রায়ের পরেই খোদ মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছিলেন ফাঁসির দাবি করতে উচ্চ আদালতে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সিবিআই ও রাজ্য, পৃথকভাবে হাইকোর্টে ফাঁসির আবেদন করে। কিন্তু, রাজ্যের এই মামলা করার এক্তিয়ার আছে কিনা তা নিয়ে ওঠে প্রশ্ন।

এরই প্রেক্ষিতে শুক্রবার বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, ফাঁসি চেয়ে মামলা করার অধিকার রাজ্যের নেই। এদিকে সিবিআইয়ের দাবি ছিল এক সময় এই কেসের তদন্ত কলকাতা পুলিশ করছিল। কিন্তু, পরবর্তীতে কলকাতা পুলিশের হাত থেকে তদন্তভার চলে যায় সিবিআইয়ের হাতে। কিন্তু, তাহলে কিসের ভিত্তিতে, কিসের দাবিতে রাজ্য সঞ্জয়ের ফাঁসির আবেদন করতে পারে তা নিয়ে ওঠে প্রশ্ন। এই বক্তব্যেই কোর্টের কাছে তুলে ধরেন সিবিআইয়ের আইনজীবী। যদিও রাজ্যের যুক্তি ছিল, যেহেতু সর্বোচ্চ সাজার বাস্তবায়ন রাজ্য সরকার করতে পারে। রাজ্য সরকারের হাতে আইনশৃঙ্খলা আছে। তাই তাঁরা এই আবেদন করতেই পারে। রাজ্যের আইনজীবীর তরফে সুপ্রিম কোর্টের একাধিক রায়ের কথাও তুলে ধরা হয়। কেন রাজ্য সরকার এমনটা করতে পারে তা জোরালভাবে বলা হয়। যদিও এদিনের শুনানিতে বিচারপতি মহম্মদ সাব্বর রশিদি স্পষ্ট ভাষায় জানান, এই মামলায় সর্বোচ্চ সাজা চাইতে পারবে না রাজ্য সরকার। শুরু থেকেই সিবিআই এই মামলার সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাঁরাই তদন্ত করছিল। তাই আপাতত সর্বোচ্চ সাজা চাওয়ার কোনও এক্তিয়ার নেই রাজ্য সরকারের। পরবর্তী সময় কারা সর্বোচ্চ সাজার দাবিতে উচ্চ আদালতে আসতে পারে তাও পরিষ্কার করে দেওয়া হয় আদালতের তরফে। অন্যদিকে এদিনই আবার আরজি কর মামলার পুনর্তদন্তের দাবিতে দ্রুত শুনানির যে আর্জি অভয়ার পরিবারের তরফে করা হয়েছিল তা সুপ্রিম কোর্টে খারিজ হয়ে যায়।

আদালতে প্রশ্নের মুখে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের প্রশ্নের মুখে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা। নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলায় এই প্রশ্ন উঠল খোদ কলকাতা হাইকোর্টে। কারণ, বাস্তব ছবি বলছে, এক সময় যে সরকারি স্কুলে বহু বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব পড়াশোনা করেছেন, সেখানে আজ ক্লাসই ভরে না। কোথাও কোথাও শিক্ষক-শিক্ষিকার থেকে পড়ুয়ার সংখ্যা কম, এমনটাই জানান কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। বিচারপতির বক্তব্য, শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য কেউ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এগিয়ে যায়নি।

আদালত সূত্রে খবর, এসএলএসটি নিয়োগের ক্ষেত্রে সুপার নিউমেরারি পোস্ট তৈরি করেছিল রাজ্য সরকার। পরে সেই পোস্ট নিয়ে মামলা হয় শীর্ষ আদালতে। এখনও সেই মামলা বিচারাধীন। শুক্রবার সেই পোস্ট সংক্রান্ত মামলাই ছিল কলকাতা হাইকোর্টে। এদিন আদালতে এজি জানান, শীর্ষ আদালতের সঙ্গে এই মামলার কোনও সম্পর্ক নেই। অন্যদিকে, বিচারপতি রাজ্যের কাছে জানতে চান, নিয়োগ কি এখন সম্ভব? এজি-র বক্তব্য, স্কুলগুলির সমস্যা হচ্ছে। তাই যে ২৫ জন মামলা করেছেন, তাঁদের পদগুলো ফাঁকা রেখে বাকি নিয়োগ করা হোক। এরই প্রেক্ষিতে বিচারপতি বসু রাজ্যকে প্রশ্ন করেন, ছাত্রদের কথা রাজ্য ভাবে কি না তা নিয়ে। পাশাপাশি প্রশ্ন তোলেন, রাজ্য প্রতি বছর চাকরি দিতে ইচ্ছুক কি না তা নিয়েও। সরকারি স্কুলের একসময়ের ঐতিহ্যের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বিচারপতি বলেন, 'হিন্দু স্কুল, হেয়ার স্কুলের কী অবস্থা! এগুলো কি রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতা নয়?' শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য কেউ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এগিয়ে আসেননি বলেও মন্তব্য করেন বিচারপতি বসু।

বস্তি উচ্ছেদের প্রক্রিয়ায় ক্ষুব্ধ সিআইটি রোডের বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে উল্টোডাঙার সিআইটি রোডে শুক্রবার সকালে শুরু হয় বস্তি উচ্ছেদের প্রক্রিয়া। এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, উচ্ছেদ করতে এদিন সকালে পুলিশ পৌঁছতেই বস্তির বাসিন্দারা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁদের দাবি, একটু সময় দিতে হবে। এত বছর ধরে যেখানে সংসার করছেন, সেখান থেকে একবেলায় সবকিছু সরিয়ে ফেলা সম্ভব নয়।

বস্তির এক বাসিন্দা বলেন, 'হঠাৎ সকালে একটা চিঠি আসে। তারপরই হাজির হয় পুলিশ। কিছু লোকজন মদ খেয়ে ঢুকে পড়ে ঘরে। আমাদের ছেলেমেয়েদের সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা। কী করে উঠে যাব।'

এই বস্তিবাসীদের মধ্যে এক বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে আর্জি জানান, 'একটু কথা বল, একটু সময় দে আমাদের। উঠেই যাব।'

এতদিন ধরে যেখানে বসবাস করছেন, সেটা ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবতে পারছেন না তাঁরা। জমির মালিক নিরঞ্জন কুণ্ডু জানিয়েছেন, দীর্ঘ ১২ থেকে ১৫ বছর ধরে আইনি লড়াই লড়ছিলেন তিনি। এই জমির জন্য আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তিনি জানান, দীর্ঘদিন আগে কেনা জমি খোলাই পড়েছিল। সেখানে অনেকে ঢুকে গিয়েছিলেন। প্রথমে শিয়ালদহ কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। পরে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। আদালত বস্তি উচ্ছেদের নির্দেশ দিয়েছে। তবে আগে থেকে কোনও নোটিস দেননি বলে স্বীকার করে নেন নিরঞ্জন কুণ্ডু।

বইমেলায় ব্রাত্য বাংলাদেশ, বিষন্ন বইপ্রেমীরা

শুভাশিস বিশ্বাস

করুণাময়ী বইমেলা প্রাঙ্গণে অর্থাৎ সেন্ট্রাল পার্কে চলছে বইয়ের উৎসব। বইয়ের এই উৎসব একেবারে শেষ লগ্নে। সাকুল্যে হাতে আর মাত্র দুটো দিন। শনি আর রবিবার। তবে ২৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় রোজই বেলা ১২টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত নেমেছে মানুষের ঢল। যার ব্যতিক্রম ছিল না শুক্রবারেও। ১৯৮৩-তে আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা হিসেবে স্বীকৃত হয় এই বইমেলা। সেই সময় পুরো পৃথিবীতেই আন্তর্জাতিক মানের বইমেলা সংখ্যায় অনেক কম ছিল। ভারতে মাত্র দুটো জায়গায় আন্তর্জাতিক বইমেলা শুরু হয়। একটা দিল্লিতে আর অন্যটা কলকাতায়।

২০২৫-এর বইমেলায় থিম কান্ট্রি জার্মানি হলেও সবথেকে বেশি আলোচনায় উঠে এসেছে বাংলাদেশ। ২৮ বছরের মধ্যে প্রথমবার কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণকারী দেশের তালিকায় নেই বাংলাদেশ। ১৯৯৬ সাল থেকে প্রতি বছর কলকাতা বইমেলায় স্টল দিচ্ছে বাংলাদেশের প্রকাশনা সংস্থাগুলি। ২০২৪-এর মধ্যভাগে শেখ হাসিনা সরকারের পতন ও পরবর্তীকালে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ আসার পরেই দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের উপর প্রভাব পড়ে ভীষণভাবেই। এদিকে এবার বাংলাদেশ হাইকমিশন বইমেলায় স্টল দেওয়ার ব্যাপারে কোনও উৎসাহও দেখায়নি। এদিকে প্রতি বছরই আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় ভিড়ে জমজমাট হয়ে থাকে এই প্যাভিলিয়ন। বহু মানুষ আসেন বাংলাদেশের লেখকদের বই সংগ্রহ করতে। পাশাপাশি লেখকেও সামনে থেকে দেখার লোভও ছাড়তে পারেন না বইপ্রেমীরা। তবে এ বছর সেই চেনা দৃশ্য উধাও। কারণ, রাজনৈতিক কাঁটাতারে আটকে গিয়েছে ৪৮ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই বিষন্ন বইপ্রেমীদের বড় এক অংশ।

কলকাতা বইমেলায় অংশ না-নিলেও বাংলাদেশের বহু লেখক ও বহু প্রকাশনা সংস্থা'র বই এবছর প্রকাশ পেয়েছে আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায়। এরমধ্যে অন্যতম হল অভিযান পাবলিশার্স। বাংলাদেশের প্রায় ১০টা বই এ'বছর প্রকাশ পেয়েছে এই পাবিলশার্সের হাত ধরে। আর এই বই প্রকাশ নিয়ে

'অভিযান' পাবলিশার্সের মারুফ হোসেন যে চাপা এক আতঙ্কের মধ্যে ছিলেন না তাও নয়। আর তা তিনি স্বীকার করেছেন নিজের মুখেই। তবে সময় যত গেছে এই আতঙ্ক থেকে মুক্তি পেয়েছেন মারুফ। কারণ,বহু মানুষ আসছেন, বই কিনছেন । ভালোই সাড়া পেয়েছেন তিনি। শুধু অভিযান নয়, 'প্রতিভাস'-এও ভিড় জমাতে দেখা গেছে বহু বইপ্রেমী। প্রতিভাসের চিত্রার্পিতা সাহা জানান, 'মানুষ বাংলাদেশের বই নয়, মূলত দেখছেন সূচিপত্র। তারপরেই বহু মানুষ কিনছেন। মোট ৫টা বই এবছর প্রকাশিত হয়েছে। সব বইয়ের চাহিদা রয়েছে।'

এবছর বইমেলায় প্রথম অংশগ্রহণ করেছে শান্তিনিকেতনে প্রকাশক সংস্থা ডুংরি। তারাও বাংলাদেশ নিয়ে একটি বই প্রকাশ করেছে। যা পূর্ব বাংলার ইতিহাসের গল্প বলে। প্রকাশনী সংস্থার সদস্য শুভ নাথ জানান, 'এই বইটা ৫০ বছর আগে একবার প্রকাশিত হয়েছিল। এবার ভারত থেকে আমরা প্রকাশ করলাম। ইতিমধ্যেই বইটার সাড়া পড়েছে। ওপার বাংলা থেকেও প্রায় ৫০টির বেশি অর্ডার আমাদের কাছে এসেছে।'

প্রকাশক সংস্থা চাইলেও বইপ্রেমীরা কতটা চাইছেন বাংলাদেশকে তা নিয়ে প্রশ্ন একটা ছিলই। তবে বইপ্রেমীদের অধিকাংশের বক্তব্য, ভারত এবং বাংলাদেশের একটা সুসম্পর্ক ছিল। যা গত কয়েক মাসে বেশ তলানিতে ঠেকেছে। তবে দু-দেশের এই সম্পর্কে রাজনীতিকে সরিয়ে শিল্প এবং সাহিত্যকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলেই মনে করছেন অনেকেই।

২০২৫-এর বইমেলা প্রাঙ্গনে শুধু যে যুবারা ভিড় জমিয়েছিলেন তা নয়। এই ভিড়ে নজরে আসে প্রবীণদেরও। যাঁরা সাক্ষী থেকেছেন ময়দানের বইমেলার। এরপর সেই বইমেলাই ধীরে ধীরে মিলন মেলা প্রাঙ্গন হয়ে উঠে এসেছে করুণাময়ীতে। মিলন মেলা প্রাঙ্গনে বইমেলায় পা রাখলেও প্রতি মহূর্তে উস্কে দিয়েছে ময়দানের সেই বইমেলার ছবিটা। কারণ, ময়দানের বইমেলার সেই নস্ট্যালজিয়া এখনও এঁদের তাড়া করে বেড়ায়। যতই হোক না কেন, ময়দানের বইমেলার ধুলোতে বইয়ের যে গন্ধটা ছড়িয়ে পড়তো স্টল থেকে স্টলে, তার যেন বড় অভাব করুণাময়ীর এই প্রাঙ্গনে। আর সেই ঘ্রাণ বইপ্রেমীদের হাত ধরে পৌঁছে যেতো শহরের নানা প্রান্ত থেকে অজানা কোনও গাঁয়েও। শুধু কী তাই, এই বইমেলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরও কত স্মৃতি, যা সময়ের সঙ্গে কিছুটা হলেও বিবর্ণ। কত স্বপ্নের ঝড় ওঠে এই বইমেলা চত্বরে, যা আজ ঢাকা পড়েছে বইমেলার ধুলোয়। কতজন এলো গেল কতজন আসবে, কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা আজও থেকে গেছে তার স্বমহিমায়। সময়ের সঙ্গে তরুণ প্রজন্মের মানসিকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে একটু একটু করে প্রতিবারই নিজেকে বদলেছে এই মেলা। বইমেলার এই সমকালীন হয়ে ওঠার চেষ্টা যেমন চলছে, তেমন চলবেও।

বেআইনি পার্কিং নিয়ে প্রতিবাদ, তরুণী আইনজীবীর হাতে কোপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: খোদ কলকাতায় তরুণী আইনজীবীর উপর হামলা। হাতে বসানো হল ধারাল অস্ত্রের কোপ। বৃহস্পতিবার বিকালে এমনটাই ঘটে চারু মার্কেট থানার গোবিন্দ ব্যানার্জি লেনে। পাল্টা তরুণী আইনজীবীর পরিবারের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ অভিযুক্তদের। একে অপরের বিরুদ্ধে চারু মার্কেট থানায় লিখিত অভিযোগ। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে চারু মার্কেট থানার পুলিশ।

এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, ঘটনার সূত্রপাত অবৈধ পার্কিংয়ের প্রতিবাদকে ঘিরে। ওই তরুণী আইনজীবী প্রতিবাদ জানাতেই তাঁর হাতে কোপ মারা হয়। কিন্তু, যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছেন তিনি তাঁরা তরুণীর বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগে সরব হয়েছেন। অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ করায় অভিযুক্তদের মারধরের অভিযোগ আনা হয়েছে ওই তরুণী আইনজীবী ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে। তরুণী আইনজীবীর অভিযোগ, এদিন বিকালে বাড়ির কাছেই থাকা নিজের চেম্বার খোলার সময় পাড়ার কয়েকজন যুবকের সঙ্গে গাড়ির পার্কিং নিয়ে বচসা বাধে। মুহূর্তের মধ্যে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। এর কিছু সময়ের মধ্যেই ওখানে এসে যায় আরও বেশ কয়েকজন। অভিযোগ, তারপরই তাঁকে মারধর, গালিগালাজ, এমনকি খুন ও ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ধারাল অস্ত্রের কোপও মারা হয়। অবৈধ পার্কিংয়ের প্রতিবাদ করাতেই ওই যুবকেরা তাঁর উপর চড়াও হয় বলে দাবি করছেন ওই আইনজীবী। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবিতেও সরব হয়েছেন তিনি। যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁদের মধ্যে অনেকে ড্রাইভারও রয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে।

যদিও আইনজীবীর দাবি, অস্বীকার করেছেন এলাকার ড্রাইভাররা।

তাঁদের দাবি, জোর করে পুলিশকে টাকা দিয়ে অবৈধ নির্মাণ করেছেন ওই তরুণীর বাবা। তাঁর প্রতিবাদ করায় দলবল নিয়ে এসে তাদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

সম্পাদকীয়

প্যালেস্টাইনিদের আশঙ্কা এখন গাজা ছাড়লে, আর কোনওদিনই ফেরা হবে না

পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফেরাতে তাঁর অভিপ্রায় সম্প্রতি স্পষ্ট করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প; যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজাকে 'সাফ' করতে তিনি সেখান থেকে সরিয়ে দিতে চান প্যালেস্টাইনিদের। তাঁদের পাঠাতে চান মিশর, জর্ডনের মতো পড়শি রাষ্ট্রগুলিতে। তাঁর দাবি, এই পুনর্বাসন হতে পারে সাময়িক বা দীর্ঘমেয়াদি। ফলে বাড়ছে উদ্বেগ; দুই রাষ্ট্র নীতির বিষয়ে আমেরিকার অবস্থানে কি তবে দাঁড়ি পড়তে চলেছে? মানবাধিকার সংগঠনগুলি বহু কাল ধরেই ইজরায়েলের বিরুদ্ধে 'এথনিক ক্লেনজিং' বা জাতিগত নির্মূলকরণের অভিযোগ তুলে আসছে। এমতাবস্থায় আমেরিকান প্রেসিডেন্টের এ-হেন পরিকল্পনা শুধু ইজরায়েল-এর চরমপন্থীদের প্যালেস্টাইনিদের উৎখাতের ভাবনাকে পোক্ত করবে না, আগামী দিনে তাঁদের উপরে আরও তীব্র আঘাত হানার পথও প্রশস্ত করবে। সম্প্রতি তেল আভিভ-কে ২০০০ পাউন্ডের বোমা সরবরাহ করার চুক্তিতেও সায় দিয়েছেন ট্রাম্প। ১৯৪৮ সালে ও তার আগে প্রায় সাত লক্ষ প্যালেস্টাইনিকে আরব-ইজরায়েল যুদ্ধের জেরে এই অঞ্চল থেকে হয় পালাতে, নয়তো বিতাড়িত হতে হয়। কিন্তু ইজরায়েল গঠনের পরে তৎকালীন সরকার উদ্বাস্তুদের পুনরায় দেশে ফিরতে দেয়নি তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভয়ে। সেই উদ্বাস্তু এবং তাঁদের উত্তরসূরিরাই আজ ছড়িয়ে রয়েছেন গাজা, ইজরায়েল অধিকৃত ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক, জর্ডন, লেবানন এবং সিরিয়ায়। প্যালেস্টাইনিদের তাই আশঙ্কা, এখন গাজা ছাড়লে, আর কোনও দিনই সেখানে ফেরা হবে না। অন্য দিকে, পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকার ঘনিষ্ঠসহযোগী হওয়া সত্ত্বেও মুখ্যত প্যালেস্টাইনিদের প্রতি সমর্থন এবং জাতীয় নিরাপত্তার কারণে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে মিশর এবং জর্ডন। দুই রাষ্ট্রনেতাই বিলক্ষণ জানেন, উদ্বাস্তু প্রবাহের জেরে তাঁদের রাষ্ট্র পরবর্তী কালে ইজরায়েল-এর বিরুদ্ধে জঙ্গি-কার্যকলাপের মঞ্চে পরিণত হবে। উনিশশো সত্তরের দশকের লেবানন-ইজরায়েলের সেই ভয়ানক সংঘাতের পুনরাবৃত্তি চান না তাঁরা। প্রাথমিক ভাবে নাকচ করলেও, দুর্বল অর্থনীতি এবং আমেরিকার অনুদানের উপরে নির্ভরতার জেরে আগামী দিনে মিশর ও জর্ডনকে যে ট্রাম্পের প্রস্তাবে সায় দিতে হতে পারে; সে আশঙ্কা থাকছেই। তবে ট্রাম্প তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় থাকলে, আগামী দিনে এই অঞ্চলের প্যালেস্টাইন-পন্থী মিত্র রাষ্ট্রগুলির থেকে আমেরিকার বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

শব্দবাণ-১৮৫

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. কৌতুকে নারী ২. উৎপত্তি, জন্ম ৫. সূর্যের অশ্ব ৮. নেতা ৯. রাত্রি, নিশা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. স্পষ্টভাবে প্রকাশিত ৩. টিটকারি ৪. ছন্দোবদ্ধ ব্যাখ্যা ৬. জমিদারকে খাজনার বদলে দেয় শস্য ৭. নাড়িবিশেষ।

সমাধান: শব্দবাণ-১৮৪

পাশাপাশি: ১. দিনদুপুরে ৪. খালি ৫. রভস ৭. তখনি ৯. বাসি ১১. জলবিহার।

উপর-নীচ: ১. দিবাকর ২. দুস্ব ৩. রেখাঙ্কিত ৬. সরসিজ ৮. নিশীশ্বর ১০. ছবি।

জন্মদিন

আজকের দিন

জগজিৎ সিং

১৮৯৭ ভারতের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি জাকির হুসেনের জন্মদিন।
১৯৪১ বিশিষ্ট গজল গায়ক জগজিৎ সিংয়ের জন্মদিন।
১৯৬৩ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় আজহারউদ্দিনের জন্মদিন।

আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত প্রত্যেক বঙ্গবাসী

প্রদীপ মারিক

হিন্দুত্ব হল একটা মেলবন্ধন। হিন্দুত্ব হল সাংস্কৃতিক, জাতীয় এবং ধর্মীয় পরিচয়ের একটি ধারণা। ভৌগোলিক ভিত্তিক ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় তথা বিশ্ব পরিচয়কে একত্রিত করে হিন্দুত্ব। হিন্দুত্বের নিশান আর এস এস। আর এস এস এর প্রত্যেকটি বঙ্গ সদস্য হিন্দুত্বের হীরের কুচি। আর এস এস নিজেদের রক্ষা করতে জানে, বঙ্গ বিজেপির উচিত তাদের কে হিন্দুত্বের প্রচারের সুযোগ দেওয়া তা হলেই বঙ্গে হিন্দুত্বের ধ্বজা শুধু উঠবেই না আঞ্চলিক শাসক দলকে সরিয়ে মহারাষ্ট্রের মতোই বঙ্গ বিজেপি শাসক দল হয়ে এই বাংলায়। মেরিয়াম-ওয়েবস্টারের এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়নস অনুসারে, হিন্দুত্ব হল 'ভারতীয় সাংস্কৃতিক, জাতীয়তা এবং ধর্মীয় পরিচয়' এর সম্যক ধারণা। হিন্দুত্ব শব্দটি ভৌগোলিকভাবে ভিত্তিক ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় পরিচয়কে সংঘটিত করে একজন সত্যিকারের ভারতীয়র পরিচয় বহন করে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবত মনে করেন, ভারতবর্ষের যতই সংকট আসুক না কেন ভারতাসীর চিন্তায় এবং চেতনায় 'সনাতন ধর্ম' থাকায় কোন সঙ্কট ই ভারতকে ধ্বংস করার ক্ষমতা নেই। তিনি এটাও মনে করেন ভারত কেবল একটি ভূমির টুকরো নয়, ভারত সনাতন, ভারত সনাতন ধর্মের সাথে রয়েছে। হিন্দু হওয়ার অর্থ হল বিশ্বের সবচেয়ে উদার ব্যক্তি হওয়া, যিনি সকলকে আলিঙ্গন করেন, সকলের প্রতি সৌহার্দ্য প্রদর্শন করেন কারণ হিন্দু ধর্মই হল ঈশ্বর সৃষ্টি। কোন মনুষ্য সৃষ্টি নয়। হিন্দুত্বের দিশারী মোহন ভাগবত আসছেন কলকাতায়। মোহন ভাগবত রাজ্যের সমস্ত আরএসএস কর্মীর সাথে বৈঠকের পাশাপাশি মহিলা এবং পুরুষ প্রচারক (স্বেচ্ছাসেবক) সহ সংগঠনের বিভিন্ন ইউনিটের সাথে বৈঠক করবেন। কলকাতা ও বর্ধমান অঞ্চলে বিভিন্ন শাখা তাঁর সঙ্গে দেখা করবে। আর এস এস কর্মীরা খাকি হাফ প্যান্ট, সাদা হাফ শার্ট আর লাঠিখেলায় পারদর্শী। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সদস্যদের কথা উঠলেই এমন ছবি মনে আসে। কিন্তু কেন আরএসএস সদস্যদের লাঠিখেলা শেখানো হয়, তা নিয়ে এ বার বার বলেছেন মোহন ভাগবত। তিনি মনে করেন আর এস কর্মীরা জনসমক্ষে প্রদর্শনের জন্য নয়, বরং সদস্যদের সাহসী করে তোলার জন্যই লাঠিখেলা শেখানো হয় বলে মন্তব্য সঙ্ঘ প্রধান মোহন ভাগবতের। জনসমক্ষে লাঠি হাতে লড়াইয়ের জন্য ক্যাডারদের এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে এই প্রশিক্ষণ একজন সঙ্ঘ সদস্যকে সাহসী এবং কর্তব্যে অবিচল করে তোলে বলে মনে করছেন তিনি। মোহন ভাগবতের কথায়, 'যাঁরা লাঠিখেলায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন, সেই সদস্যরা বীর বৃত্তির অধিকারী হন। ভয়-ডর ছুঁতেও পারে না তাঁদের। যে কোনও পরিস্থিতিতে কর্তব্য অবিচল থাকেন তাঁরা। ধৈর্য, শক্তির পরিচায়ক হয়ে ওঠেন এই লাঠিখেলায় পারদর্শী স্বয়ংসেবকরা।' ইন্দোরে 'স্বর শতক মালওয়া' অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন মোহন ভাগবত। তাঁর মতে, সঙ্ঘ সদস্যরা দেশভক্ত, দেশের ঐতিহ্যের রক্ষক। পাশাপাশি লাঠিখেলার মতো দেশের পুরোনো এবং ঐতিহ্যবাহী বিষয়টিকে বহন করছেন এই স্বয়ংসেবকরা। একইসঙ্গে মোহন ভাগবতের কথায়, 'ভারতীয় সঙ্গীত নিয়মিত শুনলে একজন মানুষ জাগতিক আকর্ষণ থেকে মুক্ত হতে পারেন। ভালো কাজ করার অনুপ্রেরণা পান এবং সেখান থেকে অপার আনন্দ লাভ করেন। ভারতের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত আমাদের সম্প্রীতি, শৃঙ্খলা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পাঠ দেয়।' হিন্দু হল সেই ব্যক্তি যিনি বংশপরম্পরায় শিক্ষাকে বিবাদের বীজ বপনের জন্য ব্যবহার করেন না , ভোগের জন্য সম্পদ ব্যবহার করেন না, কিন্তু নিজের জ্ঞানকে দাতব্যের জন্য এবং দুর্বলদের রক্ষা করার জন্য শক্তি ব্যবহার করেন। আরএসএস স্বেচ্ছাসেবকদের পাঁচটি মূল নীতিতে বিশ্বাসী । সামাজিক সম্প্রীতি, পরিবেশগত দায়িত্ব, পারিবারিক মূল্যবোধ, আত্ম-সচেতনতা এবং নাগরিক শৃঙ্খলা। বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক ঐতিহাসিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক রোমাঁ রোলাঁকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, যদি ভারতবর্ষ কে জানতে হয় তাহলে বিবেকানন্দ কে পড়তে হবে, যেখানে কোন কিছুই নীতিবাচক নেই সব কিছুই ইতিবাচক। বৈদিক জ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে মানুষের মুক্তি লাভ এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানরূপে কৃষ্ণকে উপলব্ধি করা। যে মানুষ কৃষ্ণের পরম স্বরূপ উপলব্ধি করে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং ভক্তিমূলক সেবায় আত্মনিয়োগ করে তিনি পুরুষোত্তমের কৃপা লাভ করেন। ভগবান বললেন, 'শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ / গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ' অর্থাৎ বায়ু যেমন ফুলের গন্ধ নিয়ে অন্যত্র গমন করে, তেমনই এই জড় জগতে দেহের ঈশ্বর জীব এক শরীর থেকে অন্য শরীরে তার জীবনের বিভিন্ন ধারণাগুলি নিয়ে যায়। হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থে শ্রীমদ্ভগবতের বিশেষ মাহাত্ম্য স্বীকৃত। কথিত আছে যে গীতা পাঠ করলে ব্যক্তি পুণ্য ফল লাভ করে ও তাঁদের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী প্রতিদিন শ্রীমদ্ভগবত গীতা পাঠ করলে ব্যক্তি সমস্ত সমস্যা মোকাবিলা করার শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। পাশাপাশি ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। বর্তমান সময়ে প্রতিটি মানুষ অজ্ঞানতার অন্ধকারে আবদ্ধ। ভগবদ গীতার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মনুষ্য সমাজকে সেই অন্ধকার থেকে মুক্ত করা। প্রতিটি মানুষই নানা কারণে দুঃখ ভোগ করছে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে মোহাচ্ছন্ন হওয়ার জন্য আমরা বুঝতেই পারি না কেন আমরা দুঃখ কষ্ট ভোগ করছি। সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে শ্রীমদ্ভগবত গীতাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। এতে জীবনের সার নিহিত রয়েছে। আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবত মনে করেন ভারতে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই হিন্দু।

তিনি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রসঙ্গে বলেছেন, 'বিশ্বে হিন্দুত্বই একমাত্র ধারণা যা সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলায় বিশ্বাসী।' মোহন ভাগবত বলেছেন, 'আমরা সেই ১৯২৫ সাল থেকেই বলে আসছি যে, ভারতে বসবাসকারী প্রত্যেকেই হিন্দু। যারা ভারতকে তাদের 'মাতৃভূমি' বলে মনে করে এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সংস্কৃতি নিয়ে বাঁচতে চায় এবং ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস এবং আদর্শ যাই হোক না কেন, এই পথে এগোনোর চেষ্টা করেন, তারা সকলেই হিন্দু।' আরএসএস-এর মুসলিম শাখা, 'মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ' আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত বললেন, 'সমস্ত ভারতীয়দের ডিএনএ একই এবং পূজা-আচ্চার ভিত্তিতে তাদের আলাদা করা যায় না। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ধারণাটিই বিভ্রান্তিকর। এখানে ঐক্যের কিছু নেই, কারণ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও পার্থক্যই নেই। এখানে হিন্দু বা মুসলমানের কোনও আধিপত্য থাকতে পারে না। শুধুমাত্র ভারতীয়দের আধিপত্য থাকতে পারে।' হিন্দুত্ব এখন বিশ্ব বাসীর অন্তরে। ভারত থেকে প্রায় ২৫০০ কিলোমিটার দূরে নির্মিত হিন্দু মন্দির। মহাসমারোহে উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় রামমন্দিরে সম্পন্ন হয়েছে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা উৎসব। এবার অযোধ্যার পর আবুধাবিতে হিন্দু মন্দির প্রতিষ্ঠিত। আরব আমিরশাহির আবুধাবিতে প্রথমবার কোনও হিন্দু মন্দিরের দরজা খুলল। মন্দিরের উদ্বোধন করেছেন বিশ্বের সেরা নেতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মন্দির নির্মাণের যাবতীয় দায়িত্ব নিল BAPS অর্থাৎ বোচাসনবাসী অক্ষর পুরুষোত্তম স্বামীনারায়ণ সংস্থাকে। কাশী বিশ্বনাথ মন্দির দ্বাদশ জ্যোতিরলিঙ্গের একটি এবং বিশ্বের প্রাচীন তম শিব মন্দির গুলির অন্যতম। পুরাণে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়। সর্ব প্রথম কবে গড়ে ওঠে এই মন্দির তার সঠিক তথ্য জানা দুস্কর তবে স্কন্দ পূরণের কাশীখণ্ডে থেকে জানা যায় একাদশ শতাব্দীতে রাজা হরি চন্দ্র মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। ইতিহাস অনুসারে ১১৯৪ সাল থেকে ১৬৬৯ সাল অবধি একাধিকবার এই মন্দির বৈদেশিক শত্রুর হাতে ধ্বংস হয়েছে। তবে প্রতিবারই আবার স্বমহিমায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বাবা বিশ্বনাথের এই মন্দির। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী কাশী শিবের ত্রিশূলের ওপর অবস্থিত। ধর্মীয় কিছু গ্রন্থ অনুযায়ী বারাণসীতে ৩০ কোটি দেবীদেবতার বাস। পুরাণ অনুসারে একবার কে অধিক শক্তিশালী সে প্রসঙ্গে বিষ্ণু ও ব্রহ্মার মধ্যে তর্ক বাঁধে। এই তর্ক সমাপ্ত করতে শিব এক বিশাল লিঙ্গের আকার ধারণ করেন। তার পর ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে সেই বিশাল লিঙ্গের উৎস ও উচ্চতা খুঁজে বের করতে বলেন। ব্রহ্মা নিজের হংসে বসে ওপরের থাকে লিঙ্গের উচ্চতার খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। অন্য দিকে বিষ্ণু শূকরের রূপ ধারণ করে পৃথিবীর মধ্যে খোদাই করতে শুরু করেন, যাতে লিঙ্গের তলের হদিশ পাওয়া যায়। বহু যুগ পেরিয়ে গেলেও ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সেই লিঙ্গের উৎস ও উচ্চতা খুঁজে পান না। অবশেষে বিষ্ণু শিবের সামনে নতমস্তকে পরাজয় স্বীকার করলেও ব্রহ্মা মিথ্যা বলেন যে, তিনি এই লিঙ্গের উচ্চতা খুঁজে পেয়েছেন। ব্রহ্মার মিথ্যা ধরতে পারার পর শিব বিষ্ণুকে শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করেন এবং মিথ্যে বলার শাস্তি স্বরূপ কাল ভৈরব রূপে ব্রহ্মার চতুর্থ মাথা কেটে দেন। পৃথিবীর যে সমস্ত স্থান হতে আদি শিব লিঙ্গের দিব্যজ্যোতি নির্গত হয়েছিল, তাদের মধ্যে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির অন্যতম। বর্তমানে জ্ঞানবাপী মসজিদ বিতর্কের কারণে আলোচনার কেন্দ্র বিন্দু।

স্বয়ং বিশ্বেরনাথ ভক্তদের কাছে আছেন নবরূপে, গান্ধীজি এই বারাণসী ও কাশি ধামের জিঞ্জি জায়গায় বসবাসকারী মানুষদের জন্য খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। মহাত্মার এই কষ্ট অনুভব করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরকে নবরূপে 'দিব্য কাশী ভব্য কাশী' রূপ দিলেন। ভক্তরা গঙ্গার ঘাট থেকে বিশ্বনাথ দর্শন করতে পারবেন খুব সহজেই। লালকৃষ্ণ আদবানি মানেই ভারতবর্ষের হিন্দুত্বের পুনঃজাগরণ। তিনি নীতি নৈতিকতার দৃঢ়চেতা এবং শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ভারতের পথিকৃৎ, ভারতবাসীর কাছে তিনিই তাই লৌহ পুরুষ। অটলবিহারী বাজপেয়ী তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, যে আদবানি কখনও তাঁর জাতীয়বাদী আদর্শের সঙ্গে আপস করেননি পরিস্থিতি বিচার করে সবসময়ই তিনি ভারতবাসীর হিতেই রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতেন। লালকৃষ্ণ আদবানি নব্বইয়ের দশকে যে রথযাত্রা ছুটিয়েছিলেন, আর সেই 'রথ' ভারতীয় রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায় উন্মোচন করে। কংগ্রেসের একনায়কতন্ত্র ধ্বংস করে নয়া হিন্দুত্ববাদ ভারতবাসীর আবেগে প্রবেশ করে। ভারতীয় জনগণ হিন্দুত্বের জোয়ার এনে ভারতীয় জনতা পার্টিকে নির্বাচিত করে। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গাড়িষ্ঠতা নিয়ে যখন বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে তখন, আদবানি বলেন, ভারতের যোগ্য প্রধানমন্ত্রী হবেন নরেন্দ্র ভাই। তিনি যে কত বিচক্ষণ এবং তীক্ষ্ণ প্রত্যুতপন্নমতি বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন তা একশো চল্লিশ কোটি ভারতবাসী আজ উপলব্ধি করতে পারছে। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বেই বিকশিত ভারতের লক্ষে ভারতবর্ষ এগিয়ে চলেছে। রামজন্মভূমি আন্দোলনের প্রকৃত হিন্দুত্বের পথ প্রদর্শক লালকৃষ্ণ আদবানিই ভারতরত্ন পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিত্ব সেই মতামতের মান্যতা দিল কেন্দ্রীয় সরকার। হিন্দু দর্শনের আস্তিক শাখা হল বেদান্ত। বেদান্ত দর্শনের মূল ভিত্তি উপনিষদ। 'বেদান্ত' শব্দটির অর্থ 'বেদের অন্ত বা শেষ ভাগ'। অন্য ভাবে বলতে গেলে বেদের সর্বশেষ সিদ্ধান্তই বেদান্ত। প্রথমে বেদান্ত বলতে শুধু উপনিষদকে বোঝাত। পরবর্তীতে ভগবদ্গীতা ও ব্রহ্মসূত্র বৈদান্তিক ধর্মগ্রন্থের স্বীকৃতি পায়। যদিও কোন নির্দিষ্ট একটি গ্রন্থ বেদান্ত দর্শনের উৎস নয়। সমস্ত বেদান্ত দর্শনের উপস্থাপন। শৈব সাধনা, শাক্ত সাধনা, বৈষ্ণব সাধনা, বেদান্ত সাধনার পর শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা হয়েছিল খ্রিস্টানরা কেমন করে ঈশ্বর সাধনা করেন তা জানার জন্য। শম্ভুচরণ মল্লিকের মুখে বাইবেল পাঠ শুনে, খ্রিস্টমতে সাধনা করে সত্য উপলব্ধির ইচ্ছে হয় পরমহংসদেবের। তিনি মা কালীর সাধনাও সমান ভাবে করে গিয়েছেন। প্রভু যীশুর দিব্যদর্শনও লাভ করেছিলেন তিনি। তাঁর ঘরে হিন্দু দেবদেবীদের সঙ্গে যীশুর একটি ছবি ছিল, সেটিতে তিনি প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় ধূপারতি করতেন। বিশ্ব বাসীকে এক সূত্রে গাঁথে হিন্দুত্ব। ভারতীয় জনতা পার্টির যাদবপুর মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা, দক্ষিণ পূর্ব রেলের শিয়ালসহ শাখার রেল উন্নয়নের সদস্য, দক্ষিণ ২৪ পরগনার আর এস এসের হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, রাষ্ট্রীয় জনশক্তি মঞ্চ, সনাতনী সেবক সংঘের কার্যকরী দায়িত্ব প্রাপ্ত সদস্য মহুয়া উপাধ্যায় পাল কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের আর এস এসে অংশ গ্রহন করাকে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেন এতে দেশের কাজে সরকারি কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করতে পারবে, তিনি এও বলেন রামলালা প্রতিষ্টিত হওয়ার পর স্রোতের মত কর্মচারীরা বিজেপি ইউনিয়নে যুক্ত হচ্ছেন। কিন্তু বারুইপুর পোস্ট অফিসের কিছু উর্দ্ধতন কর্মচারী সাধারণ কর্মচারীর বিজেপি ইউনিয়নে যোগদান আঁটকে রেখেছে। যে কর্মচারীর প্রতি এমন আচরণ করা হচ্ছে তিনি আর এস এসের সঙ্গে যুক্ত এবং আর এস এস পত্রিকার নিয়মিত লেখক। মহুয়া উপাধ্যায় এই ঘটনা জানার পর ই আর এস এস সাংগঠনিক সভায় বিষয়টি উত্থাপিত করেছেন। এই আর এস এস কর্মী তথা হিন্দুত্বের প্রচারক নিয়মিত লেখক কে কেন বিজেপি ইউনিয়ন এ অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে না তা কি বঙ্গ বিজেপির লক্ষ্য রাখা উচিত নয়!

বিজেপির মাতৃশক্তি অকুতভয় মহুয়া উপাধ্যায় পাল যে কর্মচারীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন অকপটে, সেই আর এস কর্মী তথা হিন্দুত্বের প্রচারক লেখকের পাশে থাকতে চায় আর এস এস। কারণ আর এস এস ই আনতে পারে বঙ্গের পরিবর্তন। বিরোধী দল থেকে ২০২৬ এ শাসক দলে আসতে গেলে বঙ্গ বিজেপির কেবল মাত্র স্বপ্ন দেখলে চলবে না, তা বাস্তবায়িত করতে হবে এবং তা সম্ভব আর এস কর্মীদের সক্রিয় অংশ গ্রহন।

মহুয়া উপাধ্যায়, রেখা পাত্রের মত আকুতভয় মাতৃ শক্তিদের দরকার যারা আর এস এস এবং বিজেপির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারেন।

তীর্থক্ষেত্র ত্রিবেণী বাঙালী হিন্দুত্বের অতীত ও বর্তমান

পল্লব মন্ডল

ধর্মীয় অর্থে তীর্থস্থান বলতে বোঝায় যে স্থানে দেবতা বা স্রষ্টার পূজা/প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয় এবং যে স্থানে গমন করলে মানুষ পাপ থেকে মুক্ত হয়। বঙ্গদেশের গঙ্গাসাগারের সমসাময়িক আরেক পবিত্র তীর্থক্ষেত্র হল সুহ্মক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত সপ্তগ্রামের ত্রিবেণীধাম। হুগলি জেলার গঙ্গাতীরে ২২ঙ্গ৫৮'১০" উত্তর অক্ষাংশে ও ৮৮ঙ্গ২৬'৪০" পূর্ব দ্রাঘিমায় এই স্থান অবস্থিত। ততীর্থের চূড়ামণিদ এই ত্রিবেণী সম্পর্কে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ও সাধকরঞ্জনের ত্রিপদী ছন্দের কাব্যেও স্তুতি ও মূলাধার ছিল প্রকট। ত্রিবেণীস্নানের মূলাধার হল, যেখানে ইড়া (ভগবতি গঙ্গা), পিঙ্গলা (যমুনা নদী) ও সুষুম্না (সরস্বতী নদী) এই তিনটি নাড়ি একসাথে মিলিত হয়েছে। অন্যদিকে, ইড়া হল ধমনী যার মধ্যে শুদ্ধ শোণিত প্রবাহিত হয়, পিঙ্গলা হল শিরা যার মধ্যে দূষিত রক্ত প্রবাহিত হয় পুনরায় শুদ্ধিকরণের জন্য এবং সুষম্না হল স্নায়ুতন্ত্র যা সকল প্রকার মানব উত্তেজনা ও অনুভূতির উৎসস্থল। এই তিন প্রকার নাড়ি মিলনস্থল হল ত্রিবেণী। তাই ত্রিবেণীতে স্নান করলে সাধকের সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হয়, জ্ঞানলাভের পথ প্রশস্ত হয় এবং স্নানার্থী অপার্থিব শান্তিলাভ করে।

বিশ্বের দরবারে ভারতের কুম্ভমেলা কয়েক বছর আগেই স্বীকৃতি পেয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় সমাবেশ হিসেবে চিহ্নিত হয় এটি। পুণ্য লাভের জন্য এক শ্রেণির মানুষ কুম্ভ স্নানকে আবশ্যিক বলে গণ্য করেন। ২০১৭ সালে ড্ডঙ্খক্ক(খ্ঞ কুম্ভমেলাকে ভারতের অনবদ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বলে ঘোষণা করেছে। যদিও এর বিভিন্ন ধাপ রয়েছে। সাধারণ কুম্ভমেলা হয় প্রতি চার বছর অন্তর। অর্ধকুম্ভ হয় প্রতি ছয় বছর অন্তর হরিদ্বার ও প্রয়াগেরাজে। পূর্ণকুম্ভ হয় প্রতি বারো বছর অন্তর। বৃহস্পতি ও সূর্যের অবস্থানের ভিত্তিতে কুম্ভমেলার চারটি নির্ধারিত স্থানে (যথা; প্রয়াগ, হরিদ্বার, উজ্জয়িনী ও নাসিক) পূর্ণকুম্ভ হয়। বৃহস্পতি বৃষ রাশিতে এবং সূর্য কুম্ভ রাশিতে অবস্থান করলে প্রয়াগে; সূর্য মেষ রাশিতে অবস্থান করলে হরিদ্বারে; সূর্য বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থান করলে উজ্জয়িনীতে এবং বৃহস্পতি ও সূর্য সিংহ রাশিতে অবস্থান করলে নাসিকে মেলা বসে। বারোটি পূর্ণকুম্ভের পরে অর্থাৎ ১৪৪ বছর পরে এলাহাবাদের প্রয়াগে বসে মহাকুম্ভ। অন্যদিকে, প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী, সমুদ্রমন্থনের সময় গরুড়দেব অমৃতের কলসি নিয়ে পলায়নের সময়ে কলসি থেকে চার ফোঁটা অমৃত পৃথিবীতে পড়ে। এই স্থানগুলিই হয়ে ওঠে কুম্ভমেলার চার ক্ষেত্র।

তবে বাংলাতেও একসময়ে কুম্ভমেলা প্রচলিত ছিল, যার কথা ভুলে গেছে বিগত অনেকগুলি প্রজন্ম। বাংলায় ইসলামি শাসকদের অনুপ্রবেশ এবং অত্যাচারের ফলে মুছে যায় কুম্ভের নাম। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী তিন নদীর সঙ্গমস্থল ত্রিবেণীতে আনুমানিক ১৩১৯ খ্রিস্টাব্দে শেষবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছিলো কুম্ভ মেলা। ৭০৩ বছর অপেক্ষার পর সাধুসন্তদের প্রচেষ্টায় ২০২২ -এ পুনরুদ্ধার হলো বাংলার কুম্ভমেলা। প্রাচীনকালে এই ত্রিবেণী মুক্তবেণী নামেও পরিচিত ছিল। স্থানীয় ইতিহাসবিদ অশোক গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, তত্রিবেণী কুম্ভ মেলার সঙ্গে গঙ্গাসাগর মেলার একটা যোগ ছিল। তৎকালীন সাধুসন্তরা, গঙ্গাসাগর মেলা শেষ হওয়ার পর তারা পদব্রজে ত্রিবেণীতে আসতেন। মাঘ সংক্রান্তি অর্থাৎ বিষুব সংক্রান্তির দিন তারা স্নান করতেন। এই দিনটাকেই অনুকুম্ভ হিসেবে ধরা হত ত্রিবেণীতে। সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী শিক্ষা ও সংস্কৃতির তীর্থভূমি ছিলদ। স্কন্দপুরাণ অনুযায়ী কুশদ্বীপের রাজা প্রিয়বন্ত'র মোট সাতজন পুত্র (অগ্নিত্র, মেধাতিথি, বপুস্মান, জ্যোতিস্মান, দ্যুতিস্মান, সবন আর ভব্য) ত্রিবেণীধাম সংলগ্ন এই স্থানে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, সংলগ্ন সাতটি গ্রামে যথা বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়িয়া, নিত্যানন্দপুর, কৃষ্ণপুর, দেবানন্দপুর, শিবপুর এবং বলদঘাটিতে তারা তাদের আশ্রম তৈরী করেছিল। তাই এর নাম সপ্তগ্রাম।

১২৯২ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি সুলতানির সিপাহসালার জাফর খান গাজী ত্রিবেণী আক্রমন করলে তার নির্দেশাধীন তুর্কি সেনা ত্রিবেণীতে প্রচুর গণহত্যা চালায়, হিন্দুদের ধর্মীয় শোভাযাত্রা বন্ধ করে দেয় ও ত্রিবেণীর পালযুগে নির্মিত একটি বিষ্ণু মন্দির ভেঙে দেয়। এর পাশাপাশি তিনি হিন্দুদের জমায়েত নিষিদ্ধ করেন এবং কুম্ভমেলা বন্ধ করে দেন। এমতাবস্থায় বর্ধমানভুক্তির মহারাজা ভূদেব রায় ত্রিবেণী পুনরুদ্ধার ও হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধযাত্রা শুরু করেন। ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দের মাঘী পূর্ণিমার দিন ইটাচুনার কাছে মহানাদের প্রান্তরে রাজা ভূদেব রায় আর জাফর খান গাজীর মধ্যে প্রবল যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মহারাজা ভূদেব রায় দিল্লির সেনাকে পরাস্ত করলে বর্ধমানের হিন্দু সেনা ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রাম বিজয় করে, ত্রিবেণীধামে পুনরায় হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠা হয় এবং পুনরায় কুম্ভমেলা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৫০৫ সালে পাণ্ডুয়ার (মালদা) সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ উড়িষ্যা আক্রমনের জন্য এই অঞ্চল দখল করে বহু মন্দির ধ্বংস করেন। সপ্তগ্রামের নাম রাখা হয় 'হুসেনবাদ'। তিনিই 'কাফের' হিন্দুদের জমায়েত নিষিদ্ধ করে ত্রিবেণীর কুম্ভমেলা পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ করে দেন।

অবশেষে বহুকাল পর ২০২২ সালে সুদূর আমেরিকার বস্টনের অধিবাসী ইতিহাসবিদ ও বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রী কাঞ্চন ব্যানার্জী , কলকাতার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রী সাধন মুখার্জি, আমেরিকা নিউইয়র্কের অধিবাসী শ্রীকান্ত মুখোপাধ্যায় , এবং ত্রিবেণী বাঁশবেড়িয়া বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রী অমিত শ , অভিনব বসু এর তত্ত্বাবধানে পুনরায় এই মেলার উদ্যোগ নেওয়া হয়, কেন্দ্রে ছিল নবপ্রতিস্থিত ত্রিবেণী কুম্ভ পরিচালনা সমিতি। পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র দেশের সর্ব পন্থের সাধু-সন্ত দের পথনির্দেশনে ও স্থানীয় মানুষ দের সঙ্গে নিয়ে সুসংগঠিতভাবে কুম্ভমেলা ও পুণ্য কুম্ভস্নানের আয়োজন করা হয় ১২ ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী মাঘী সংক্রান্তি ভৈমী-একাদশী তিথিতে। সকল সাধু সন্ন্যাসী, মুনি ঋষিগণ ত্রিবেণীর অন্তর্গত গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর জড়ো হয়েছিলেন সপ্তর্ষি ঘাটে (মৈত্রী, অত্রি, পুলস্ত, পুলহ, ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিশ্বমিত্র সপ্তঋষি এখানে তপশ্যা করেছেন)। এই বিরাট কর্মযজ্ঞের নাম দেওয়া হয়েছিল 'ত্রিবেণী কুম্ভমেলা'। ২০২৩ এর ২৬ ফেব্রুয়ারী ৯৮তম 'মান কী বাত' অনুষ্ঠানে বঙ্গতীর্থ ত্রিবেণী নিয়েই মনের কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিন'বছর আগে এই মহোৎসবটির পুনরারম্ভ এবং ৮ লাখেরও বেশি ভক্তের সমাগমের কথা উল্লেখ করে আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত সকলকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন ক্ষ্মআপনারা কেবলমাত্র একটি প্রথাকে জীবিত করে তুলছেন তা না; বরং ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষাও করছেনদ।

ত্রিবেণী কুম্ভ পরিচালনা সমিতির সভাপতি শ্রী কাঞ্চন ব্যানার্জি ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন এবারের ২০২৫ এর ত্রিবেণী কুম্ভ আরও ভব্য রূপে সেজে উঠবে। আনুমানিক ১৫ লক্ষ্যের অধিক ভক্ত্যের সমাগম হবে। ১১ ফেব্রুয়ারী থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারী সাধুসন্তদের সমাগম; আমার তত্ত্বাবধানে শক্তিপীঠের পুষ্প, জল ও মৃত্তিকা সমর্পন, দিবারুদ্রাভিষেক, রুদ্রযজ্ঞ, ধর্মসভা, গঙ্গারতি, আদিত্য হৃদয় মন্ত্র, রাজকীয় পরিক্রমা , সাধুদের অমৃত স্নান, সাধু ভোজন, ধ্বজ অবতরণ এবং তৎপর সমাপন প্রভৃতি অনুষ্ঠান আয়োজীত হবে। যমুনা নদী স্রোত হাড়িয়ে আজ বিলুপ্ত, সরস্বতী নদী নিজস্ব স্রোত হাড়িয়ে বিলুপ্তির পথে, শুধুমাত্র গঙ্গা বয়ে চলেছে। কিন্তু ত্রিবেণীর পবিত্র স্নান ও কুম্ভ মেলা আজও সগৌরবে বর্তমান। কুম্ভ মেলাকে অনেকেই নিছক একটি ধর্মীয় সমাবেশ হিসেবে দেখতে পারেন। কিন্তু এর বিবর্তন হয়েছে মানবতার উৎসব রুপে, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে জমায়েত হয়। হিন্দুত্বের এই পুনঃজাগরণ ভারতমাতাকে ফের পরম বৈভাবশালী করার পথনির্দেশক।

ভুল সময় জানিয়ে খাদ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ! অপমানে মঞ্চ ত্যাগ ক্ষুব্ধ জ্যোৎস্না মান্ডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আমন্ত্রন জানানো হয়েছিল। তিনি হাজিরও হয়েছিলেন যথাসময়ে। কিন্তু তার আগেই ঘটা করে উদ্বোধন হয়ে যাওয়ায় ক্ষোভে অপমানে মঞ্চ ছাড়লেন মন্ত্রী। মঞ্চ ছাড়ার মুখে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন খোদ বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি সহ অন্যদের বিরুদ্ধে। যার জেরে রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়তে হল সংসদ সভাপতি থেকে শুরু করে সাংসদকে।

বাঁকুড়া শহরের স্টেডিয়ামে এদিন বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। সেই প্রতিযোগিতায় আমন্ত্রণপত্রে উদ্বোধনের সময় সকাল ৯টা লেখা থাকলেও রাজ্যের খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডিকে মৌখিক ভাবে ১১টা নাগাদ স্টেডিয়ামে আসার কথা জানানো হয় বলে অভিযোগ। সেই মতো এদিন ১০ টা ৪০ নাগাদ মন্ত্রী স্টেডিয়ামে হাজির হলে দেখেন ততক্ষণে উদ্বোধন হয়ে গেছে ওই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার। এই ঘটনায় স্বভাবতই অপমানিত মন্ত্রী তৎক্ষনাৎ মঞ্চ ছেড়ে নামতে শুরু করেন। সে সময় আয়োজকদের তরফে মন্ত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়ার চেষ্টা হলে তাও তিনি ফিরিয়ে দিয়ে একরাশ ক্ষোভ উগরে মাঠ ছাড়েন। আর এতেই তুমুল অস্বস্তিতে পড়ে যান জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি শ্যামল সাঁতরা ও বাঁকুড়ার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী।

মন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডির দাবি, ইচ্ছাকৃত ভাবে তাঁকে অপমান করার জন্যেই এমনটা করা হয়েছে। যদিও মন্ত্রীর অভিযোগ মানতে নারাজ রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমানে বাঁকুড়ার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি শ্যামল সাঁতরা। তাঁর দাবি, মন্ত্রীকে উদ্বোধনের সঠিক সময়ই জানানো হয়েছিল। তিনি দেরি করে পৌঁছনোয় শিশু প্রতিযোগীদের কথা ভেবে মোটামুটি নির্দিষ্ট সময়েই উদ্বোধন করে দেওয়া হয়। এই ঘটনাকে সামান্য অভিমান বলেই অস্বস্তি এড়িয়েছেন বাঁকুড়ার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী।

পুকুর ভরাট রুখলেন কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দিনে দুপুরে প্রকাশ্যে পুকুর ভরাট। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর শহরের বাইপাসে পুকুর ভরাট হচ্ছে এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুকুর ভরাট আটকে দিলেন দুই কাউন্সিলর। ক্যামেরা দেখেই ট্রাক্টর জেসিবি নিয়ে পলাতক চালকরা। কে করছে ভরাট কী ভাবে হচ্ছে ভরাট তা নিয়ে অবশ্য মুখ খোলেনি চালকরা। তবে কিভাবে প্রশাসনের নজর এড়িয়ে পুকুর ভরাট হচ্ছিল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কোনভাবেই পুকুর ভরাট করতে দেওয়া যাবে না দাবি স্থানীয় কাউন্সিলরের। পদক্ষেপ নিতে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়েছে জানালেন কাউন্সিলর।

দিনে দুপুরে প্রকাশ্যে জেসিবি মেশিন ও ট্রাক্টর দিয়ে চলছিল পুকুর ভরাটের কাজ। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর বাইপাশের ঘটনা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুকুর ভরাট আটকে দিলেন বিষ্ণুপুরের ৮ নং কাউন্সিলর ও ১১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। ঘটনাস্থলে পৌঁছে রুখে দিলেন পুকুর ভরাটের কাজ। ঘটনাস্থল থেকেই বিষ্ণুপুর মহকুমা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষন করেন দুই কাউন্সিলর। এদিকে ক্যামেরা দেখেই জেসিবি মেশিন ও ট্রাক্টর নিয়ে চম্পট চালকরা। ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে নারাজ তারা। কারা এই কাজ করছে তা নিয়েও মুখে কুলুপ এটেছে চালকরা। এক শ্রেনীর প্রোমোটার রা এইভাবেই পুকুর ভরাট করে প্লট করে বিক্রি করার ছক কষেছিল বলে মনে করা হচ্ছে। এই পুকুর থেকেই এলাকার মানুষের চাষবাস হয়। এলাকার কৃষিজীবী মানুষ এই পুকুরের জলে চাষবাস করে তা ভরাট হয়ে গেলে এলাকার মানুষ চাষবাসে বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। তাই কোন ভাবেই পুকুর ভরাট করতে দেওয়া যাবে না এই দাবি করেন দুই কাউন্সিলর। তাঁদের দাবি, মহকুমা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে পুকুর ভরাটের বিষয়। প্রশাসন যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেবে। তবে এইভাবেই প্রলাশ্যে দিবালোকে কী ভাবে পুকুর ভরাট হচ্ছিল প্রশাসনের নজর এড়িয়ে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

SOMA TEXTILES & INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata-700 001 , Tel.: 033-22487406
Website: www.somatextiles.com; E-mail ID: investors@somatextiles.com
CIN:L51909WB1940PLC010070

EXTRACTS OF THE UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2024

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended
	31.12.24 Unaudited	31.12.23 Unaudited	31.12.24 Unaudited	31.12.23 Unaudited	31.03.24 Audited
Total income	118	269	1028	676	1165
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items) ^	(145)	(41)	2	(124)	174
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items) ^	(34)	84	6903	182	2412
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	(34)	84	6903	182	2110
Total comprehensive income for the period [{Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income(after tax)}]	(34)	84	6903	182	2113
Paid up Equity Share Capital	3303	3303	3303	3303	3303
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic :	(0.10)	0.25	20.90	0.55	6.40
Diluted:	(0.10)	0.25	20.90	0.55	6.40

^ Includes share in profit of associate.

Extract from the Standalone financial results: (Rs. In Lakhs)

Particulars	Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended
	31.12.24 Unaudited	31.12.23 Unaudited	31.12.24 Unaudited	31.12.23 Unaudited	31.03.24 Audited
Income from operations (Turnover)	59	206	562	470	573
Profit before tax	(34)	84	6903	182	2412
Profit after tax	(34)	84	6903	182	2110

Note:
1) The above results for the quarter and nine months ended December 31, 2024 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on February 07, 2025 and the Statutory Auditors of the Company have carried out "Limited Review" of the same.
2) The above is an extract of the detailed format of year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 05, 2016. The full format of the same are available on Stock Exchanges Website i.e. NSE (www.nseindia.com) and BSE (www.bseindia.com) and on Company's website www.somatextiles.com.

For **Soma Textiles & Industries Ltd.**
A. K. Somany
Managing Director
DIN: 00024903

Place: Ahmedabad
Date: 07th February, 2025

SAHARA HOUSINGFINA CORPORATION LIMITED

CIN : L18100WB1991PLC099782
Regd. & Corp. Office : 46, Dr. Sundari Mohan Avenue, Kolkata - 700 014
Ph : +91 33 22890148/6708
E-mail : info.saharahousingfina@gmail.com/ info.saharahousingfina@sahara.in
Website : www.saharahousingfina.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulations 29 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Friday, February 14, 2025** to consider and approve, inter-alia, the Un-audited Financial Results of the company for the quarter ended December 31, 2024. This information is also available on the website of the company at www.saharahousingfina.com and on the website of the BSE Ltd. at www.bseindia.com.

For Sahara Housingfina Corporation Limited
Sd/-
(D. J. Bagchi)
CEO, Company Secretary & Compliance Officer

Place : Kolkata
Date : 07.02.2025

SBI এসবিআই রিজিওনাল বিজনেস অফিস (৬২৯৫৭)

বহরমপুর, আর-২, এ.ও.-বিধাননগর,
১৫, স্কোয়ার ইস্ট রোড, পো. বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০১, ইমেল :agmr2.zobid@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

Loan A/C No. - 37696272060 (HTL), 38560115058 (Top Up Loan)

যেহেতু

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৮.১০.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা - **শ্রীমতি হাসিনা বিবি, স্বামী মহ. সারজেমান শেখ, গ্রাম - মল্লিকপুর, পো. কৃষ্ণপুর, থানা - লালগোলা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৮৫,** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৫,৩২,০৯৫.১৬ টাকা (পঁচিশ লাখ বত্রিশ হাজার পঁচানব্বই টাকা এবং ষোলো পয়সা) টাকা ১৮.১০.২০২৪ অনুযায়ী** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, **২৫,৩২,০৯৫.১৬ টাকা (পঁচিশ লাখ বত্রিশ হাজার পঁচানব্বই টাকা এবং ষোলো পয়সা) টাকা ১৯.১০.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, মূল্য ইত্যাদি সহ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি হাসিনা বিবি।
জেলা : মুর্শিদাবাদ, থানা : লালগোলা, মৌজা : পাহাড়পুর, জেএল নং ০৯, এডিএসআর-ভগবানগোলা, খতিয়ান নং সাবেক : ৪৪৫৫, হাল - ৬৮৮৯২, প্লট নং আরএস ১৬৫০, এলআর ২৪১৭,শ্রেণি- বাড়ি, এরিয়া : ০.০৭৮৪ একর।
চৌহদ্দি : উত্তরে : ৮ ফুট চওড়া পি সি সি রোড, **দক্ষিণে :** মসজিদ, **পূর্বে :** ১০ ফুট চওড়া মেটাল রোড, **পশ্চিমে :** নুরুল শেখ এর ভবন।
(দলিল নং ৩৭৮২-২০১৮ সালের)।

তারিখ - ০৬.০২.২০২৫
স্থান - বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মঙ্গলকোটের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যার স্বামীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যার স্বামীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ উঠল। প্রতিবেশি এক যুবককে সটান চড় কষিয়ে দেয়। আর তার জেরেই বৃহস্পতিবার রাতে কলকাতার এনআরএস হাসপাতালে যুবকের মৃত্যুর ঘটে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিস খুনের অভিযোগ দায়ের করেছে। মৃত যুবকের নাম বুদ্ধদেব বাগদি (৩০)। তাঁর বাড়ি মঙ্গলকোটের পালিগ্রামের রঘুনাথপুর গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুদ্ধদেব মাঝিকে চড় মারে পঞ্চায়েত সমিতির স্বামী রাজু মাঝি। সরস্বতী পুজোর প্রতিবেশি রাজু মাঝির সঙ্গে মহিলা ঘটিতে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন বুদ্ধদেব। রাজু মাঝির স্ত্রী মনিকা মাঝি মঙ্গলকোট পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা রয়েছে। অভিযোগ, মহিলা ঘটিত ইয়ার্কি তামাশা করে দুজনেই বচসায় জড়িয়ে পড়ে। এরপরেই বুদ্ধদেব বাগদিকে কানে সজোরে চড় মারে রাজু মাঝি। বুদ্ধদেব চড় খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তারপর তাঁর পরিবারের সদস্যরা সেদিনই তাঁকে নিয়ে প্রথমে গুসকরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করেন। পাশাপাশি মঙ্গলকোট থানায় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যার স্বামীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে এসেছিলেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। পরে তাঁকে সেখান থেকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু বুদ্ধদেব বাবুর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে পরের দিন তাঁকে কলকাতার এনআরএস হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এরপর এদিন রাতে বুদ্ধদেববাবুর মৃত্যুর খবর আসে।

মৃতের মা পূর্ণিমা মাঝি বলেন, 'রাজু মাঝির চড়ের জন্যই আমার ছেলের মৃত্যু হয়েছে। ও আমার ছেলেকে খুন করেছে।' মঙ্গলকোট থানার পুলিশ জানিয়েছে, লিখিত অভিযোগ নেওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করে দেখা হবে। মঙ্গলকোটের বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী বলেন, কেউ অন্যায় করলে পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেবে।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, গুসকরা: বর্ধমান সিউড়ি ২-বি জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। আশঙ্কাজনক অবস্থায় অপর বাইক আরোহীকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠায় গুসকরা ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত যুবকের নাম অয়নাভো গাঙ্গুলি (২৫) তার বাড়ি মঙ্গালকোটের রামনগর গ্রামে। আহত যুবকের নাম রাহুল সরকার(২৬) তাঁর বাড়ি বাঁকুরা জেলার কোতলপুর গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার আনুমানিক রাত সাড়ে দশটা নাগাদ মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে গুসকরার নদীপটি এলাকায় একটি পেট্রোল পাম্পের কাছে। এই ঘটনায় তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। বর্ধমান সিউড়ি ২-বি জাতীয় সড়ক ধরে গুসকরা থেকে পিকনিক করে দুই বন্ধু রামনগর গ্রামের দিকে ফিরছিলেন। ঠিক সেই সময় কোনও অজানা গাড়ি তাদের বাইকে ধাক্কা দেয় বলেই অনুমান স্থানীয়দের। পুলিশ জানিয়েছে, ঘাতক গাড়িটির খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা-৭০০ ০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে"** ২৫.০২.২০২৫ **তারিখে, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নাকতলা শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৫০,৫৭,১৪৭.০০ টাকা (পঞ্চাশ লাখ সাতান্ন হাজার একশ সাতচল্লিশ টাকা) ০৬.০৫.২০১৯** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **মেসার্স উইন্ডসোর ইন (ঋণগ্রহীতা)** ঠিকানা - ১/২৩০, ছিনু লিপি, নাকতলা, এন এস সি বোস রোড কলকাতা - ৭০০০৪৭, **শ্রী বরুণ গাঙ্গুলি (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** ঠিকানা - ২/৪, রকি সুপার মার্কেট, কামালগাছি, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা - ৭০০১০৩ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স উইন্ডসোর ইন** ১/২৩০, চিনু লিপি, নাকতলা, এন এস সি বোস রোড, কলকাতা ৭০০০৪৭। **জামিনদাতা/ বন্ধকদাতা : শ্রী বরুণ গাঙ্গুলি** ২/৪, রকি সুপার মার্কেট, কামালগাজি,নরেন্দ্রপুর, কলকাতা : ৭০০১০৩। খ) **নাকতলা শাখা**	**সম্পত্তির বিস্তারিত - ক :** সমপরিমাণ বন্ধকত্ত দোকান নং ৩৭,পরিমাণ কমবেশি ২১৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া চারতলা রকি সুপার মার্কেট ভবনে এবং একতলায় একটি স্টল মার্কেট কমপ্লেক্সের অংশ, রাজপুর সোনারপুর পুরসভার অধীন, প্রেমিসেস নং ৪৮২ এবং ৪৮৩, মৌজা : কুমারখালি, জেএল নং ৪৮, তৌজি নং ২৫০, আরএস দাগ নং ১৫৫ (অংশ) এবং ১৫৬, খতিয়ান নং ৭৮৭, ওয়ার্ড নং ২৫, থানা : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দলিল নং ৩১৯৭ -২০০৪, **শ্রী বরুণ গাঙ্গুলির নামে, চৌহদ্দি :** উত্তরে : বসবাসের জনি সিএস প্লট নং ১৫৫, ; দক্ষিণে : সিএস প্লট নং ১৫৭ এবং ২০ ফুট চওড়া সড়ক ; পূর্বে : শ্রী শান্তিময় সরকারের ভবন ; পশ্চিমে : শ্রী বঙ্কিম গাঙ্গুলির ভবন। **সম্পত্তি বিস্তারিত - খ :** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত দোকান নং ৩৮ কমবেশি ১৮৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, রকি সুপার মার্কেট নামে চারতলা ভবনে একতলায়, রাজপুর সোনারপুর পুরসভার অধীন প্রেমিসেস নং ৪৮২ এবং ৪৮৩, মৌজা : কুমারখালি, জেএল নং ৪৮, তৌজি নং ২৫০, আরএস দাগ নং ১৫৫ (অংশ) এবং ১৫৬, খতিয়ান নং ৭৮৭, ওয়ার্ড নং ২৫, থানা : সোনারপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দলিল নং ৩১৯৮-২০০৪ সালের **শ্রী বরুণ গাঙ্গুলির নামে, সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : বসবাসের জনি সিএস প্লট নং ১৫৫, দক্ষিণে : সিএস প্লট নং ১৫৭ এবং ২০ ফুট চওড়া সড়ক ; পূর্বে : শ্রী শান্তিময় সরকারের ভবন; পশ্চিমে : শ্রী বঙ্কিম গাঙ্গুলির ভবন। **সম্পত্তি বিস্তারিত গ :** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত মেজানাইন কক্ষ এবং সংলগ্ন এক কক্ষের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৪৫৮.২৯ বর্গফুট এবং মাঝারি মাপের মোটর কার পার্কিং স্পেস একতলায় ভবনের প্রেমিসেস নং ৩৪৮/১৯২, এন এস সি বোস রোড, কলকাতা : ৪৭, মৌজা : নাকতলা, জেএল নং ৩২, এল ও পি নং ২৩০, সিএস প্লট নং ১৮৭ (অংশ), ১৯৫ (অংশ), ওয়ার্ড নং ১০০, থানা : বৈষ্ণবঘাটা, পাটুলি, কলকাতা ৭০০০৪৭ উল্লেখ্য পার্টিশন দলিল নং ১৭৮৬ তারিখ ০১.১২.২০০০, **সম্পত্তি শ্রী বরুণ গাঙ্গুলির নামে, সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্রেমিসেস নং ১/২২৮, নাকতলা গভ স্কিম; দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ১/২৩১, নাকতলা গভ স্কিম ;পূর্বে : ৯.৭ মিটার চওড়া সড়ক ; পশ্চিমে : ১/৩১৪, নাকতলা গভ স্কিম।	৫০,৫৭,১৪৭.০০ টাকা (পঞ্চাশ লাখ সাতান্ন হাজার একশ সাতচল্লিশ টাকা) ০৬.০৫.২০১৯ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ	**সম্পত্তি - এ** ক) ৫,৯৯,০০০.০০ টাকা (*) (পাঁচ লাখ নিরানব্বই হাজার টাকা) খ) ৫৯,৯০০.০০ টাকা (উনষাট হাজার নশো টাকা) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB20794687293A ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) স্বত্ব দখলীকৃত **সম্পত্তি - বি** ক) ৫,১৭,০০০.০০ টাকা (*) (পাঁচ লাখ সতের হাজার টাকা) খ) ৫১,৭০০.০০ টাকা (একান্ন হাজার সাতশ টাকা) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB20794687293B ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) স্বত্ব দখলীকৃত **সম্পত্তি - সি** ক) ১৩,৯০,০০০.০০ টাকা (*) (তেরো লাখ নব্বই হাজার টাকা) খ) ১,৩৯,০০০.০০ টাকা (এক লাখ উনচল্লিশ হাজার টাকা) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB20794687293C ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) স্বত্ব দখলীকৃত

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৫.০২.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। **প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি - support.BAANKNET@psballiance.com** এবং হেল্প লাইন নম্বর পাওয়া যাবে সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **support.BAANKNET@ps-balliance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **(https://baanknet.com)**এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ- ০৮.০২.২০২৫
স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

(This is an Advertisement for information purposes only and not for publication or distribution or release directly or indirectly outside India and is not an offer document announcement)

GTT DATA SOLUTIONS LIMITED

GTT DATA Shaping Data Intelligence

(Formerly known as Cinerad Communications Limited)

Our Company was originally incorporated as 'Cinerad Comunications Private Limited' as a private limited company under the Companies Act, 1956 vide certificate of incorporation dated September 17, 1986, issued by Registrar of Companies, Bombay. Subsequently, the name of our Company was changed to "Cinerad Communications Limited" vide certificate of change of name dated November 01, 1994. Subsequently the name of our company is changed from 'Cinerad Communications Limited' to 'GTT Data Solutions Limited' with effect from November 7, 2024. For details of change in the name or address of our Company, please see the chapter titled "General Information" on page 38 of the Letter of Offer.

Registered Office: 80 Burtolla Street, Barabazar, Kolkata, West Bengal, India, 700007 | **CIN:** L62099WB1986PLC218825
Contact Person: Ebrahim Saifuddin Nimuchwala, Company Secretary and Compliance Officer
Email: cinerad@gttsolutions.in | **Website:** https://gttdata.ai/ | **Telephone:** +91-77199 13351

PROMOTER OF OUR COMPANY: PANKAJ RAMESH SAMANI, KAUSHAL UTTAM SHAH, GANESH NATARAJAN, UMA GANESH NATARAJAN, MANOJ MANOHAR PANVELKAR, NITIN NEMINATH PATIL, BASANTA KUMAR SWAIN & UGPATWARDHAN SERVICES PRIVATE LIMITED

NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF GTT DATA SOLUTIONS LIMITED *(Formerly known as Cinerad Communications Limited)* (THE "COMPANY" OR "THE ISSUER") ONLY

ISSUE OF UP TO 1,91,61,915 PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH OF OUR COMPANY ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 26 EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 16 PER RIGHTS EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO AN AMOUNT OF UP TO ₹4,982.10 LAKHS* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 (ONE) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 1 (ONE) FULLY PAID UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON TUESDAY, JANUARY 14, 2025 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 2.6 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 222 OF THE LETTER OF OFFER.

Assuming full subscription and receipt of all Call Monies with respect to Rights Equity Shares.

PAYMENT SCHEDULE

Amount payable per Rights Equity Share(1)	Face Value (₹)	Premium (₹)	Total (₹)
On Application	2.50	4.00	6.50(2)
On One or more subsequent Call(s) as determined by our Board / Rights Issue Committee at its sole discretion, from time to time	7.50	12.00	19.50(3)
Total (₹)	**10.00**	**16.00**	**26.00**

(1) For further details on Payment Schedule, see "Terms of the Issue" on page 222 of the Letter of Offer.
(2) Constitutes 25.00% of the Issue Price
(3) Constitutes 75.00% of the Issue Price

Capitalized terms used but not defined in this Announcement shall have the same meaning assigned to such terms in the letter of offer dated Friday, January 10, 2025 ***("Letter of Offer")***, unless otherwise defined.

RIGHTS ISSUE PERIOD EXTENDED

ISSUE CLOSING DATE (OLD)	ISSUE CLOSING DATE (NEW)
Friday, February 7, 2025	Tuesday, February 18, 2025

INDICATIVE TIMETABLE

Issue Closing Date	Finalization Of Basis Of Allotment (On Or About)	Date Of Allotment (On Or About)	Date Of Credit (On Or About)	Date Of Listing On Stock Exchanges (On Or About)
Tuesday, February 18, 2025	Tuesday, February 25, 2025	Thursday, February 27, 2025	Wednesday, March 5, 2025	Monday, March 10, 2025

Therefore, all the reference of the issue closing date made in Letter ("LOF")/ Abridged Letter of Offer ("ALOF"), Application Form and issued Advertisement published on Friday, January 10, 2025, and Wednesday, January 22, 2025, respectively, shall be Tuesday, February 18, 2025. All other terms and conditions mentioned in LOF/ALOF, Application Form and Issue Advertisement continue to be applicable

ASBA*

Simple, Safe, Smart way of Application – Make use of it!!!
***Applications supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to the issues by simply blocking the fund in the bank account. Investors can avail the same. For further details, see the chapter titled *"Terms of the Issue"* beginning on page 222 of the Letter of Offer.**

This is to inform to the shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Monday, January 27, 2025 and scheduled to close on Friday, February 7, 2025, has now been extended by the Company from Friday, February 7, 2025, to Tuesday, February 18, 2025, in order to provide opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue.

Accordingly, the last date of submission of the duly filled in Application Form (along with amount payable on Application) is Tuesday, February 18, 2025. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the Issue Closing Date as Tuesday, February 18, 2025.

Facilities for application in the Issue: In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, SEBI Rights Issue Circular, all Investors desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details, please see "Procedure for Application through the ASBA Process" on pages 224 the Letter of Offer.

ALLOTMENT OF THE RIGHTS EQUITY SHARES IN DEMATERIALIZED FORM

PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES APPLIED FOR IN THIS ISSUE CAN BE ALLOTTED ONLY IN DEMATERIALIZED FORM AND TO THE SAME DEPOSITORY ACCOUNT IN WHICH OUR EQUITY SHARES ARE HELD BY SUCH INVESTOR ON THE RECORD DATE. FOR DETAILS, PLEASE REFER TO "ALLOTMENT ADVICES/ REFUND ORDERS/ UNBLOCKING OF ASBA ACCOUNTS" BEGINNING ON PAGE 250 OF THE LETTER OF OFFER.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN DEMATERIALIZED FORM.

PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS ENTITLEMENTS WHICH ARE NEITHER RENOUNCED NOR SUBSCRIBED BY THE INVESTORS ON OR BEFORE THE ISSUE CLOSING DATE SHALL LAPSE AND SHALL BE EXTINGUISHED AFTER THE ISSUE CLOSING DATE.

There is no change in the Letter of Offer, Abridged Letter of Offer dated Friday, January 10, 2025, the Entitlement Letter and the Application Form except for modification in the Issue Closing Date and resultant change in indicative timetable of post issue activities on account of extension of the Issue Closing Date.

For GTT Data Solutions Limited
(Formerly known as Cinerad Communications Limited)
Sd/-
Ebrahim Saifuddin Nimuchwala
Company Secretary & Compliance Officer

Date: February 6, 2025
Place: Sangli

Disclaimer: Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with the Securities and Exchange Board of India and Stock Exchange. The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 25 of the Letter of Offer. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

আরামবাগে চাষের জমিতে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের উদ্যোগ পুরসভার, বিক্ষোভ চাষিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: চাষের জমিতে পুরসভার আবর্জনার ফেলার ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে আরামবাগের দৌলতপুরের চাষিপাড়া এলাকায়। পুরসভার কর্মীরা সীমানা নির্দেশের জন্য খুঁটি পুঁততে এলে তাদের রে রে করে তেড়ে যান উত্তেজিত জনতা। পরিস্থিতি এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায় যে, ঘটনাস্থলে পুরসভার কর্মীরা গেলে চাষিরা লাঠি বাঁশ হাতে তেড়ে যায়। ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। আর এই ঘটনায় রীতিমতো ধুন্ধুমার কাণ্ড বেঁধে যায়। উল্লেখ্য যে, এর আগে আরামবাগ পুরসভা আরামবাগের তিরোল অঞ্চলের বাইশ মাইল এলাকায় পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারী একটি খেলার মাঠকে দখল করতে

এসেছিলেন বলে অভিযোগ করেন গ্রামবাসীরা।

কিন্তু, সেখানেও গ্রামের মানুষজন তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তাদের হঠিয়ে দেন। আবার এখন কাঁটাবনিতে চাষের জমি ঘিরতে এসেছিল। এখানেও গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখান। এখানকার বাসিন্দা তথা কাঁটাবনির বাসিন্দা শেখ আলি হায়দর, মহাদেব পণ্ডিত আবার দৌলতপুর এলাকার বাসিন্দা নিজাম মল্লিক সহ একাধিক চাষির অভিযোগ, ওই এলাকায় পুরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ড হবে জানতাম না। হঠাৎ করে ওনারা এদিন এসে খুঁটি পুঁততে শুরু করে দেন। আর সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদিনও আমরা সমস্ত চাষি একত্রিত হয়ে রুখে দাঁড়াই। প্রতিবাদ জানাই। অনেকে উত্তেজিত হয়েই বাঁশ, লাঠি হাতে ওনাদের তেড়ে যান। পুরসভার সীমানার খুঁটি উগড়ে রে রে করে চাষিরা লাঠি বাঁশ হাতে তেড়ে যায়। এই সমস্ত চাষিদের দাবি, আমরা কখনোই এই জমি ছাড়ব না। আমরা বামেদের আমল থেকে এই সব জমি পাট্টা পেয়ে চাষ করে আসছি। এখন জমিগুলি কেড়ে নিচ্ছেন পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারী। তিনি লোকজনকে এখানে পাঠান। আমরা রুখে দিয়েছি। যেখানে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং চাষিদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। চাষিদের জন্য নানান প্রকল্প করেছেন, সেখানে তারই চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারী এসব কি করছেন উনি দেখুন। পদক্ষেপ নিন। আমরা যাব কোথায়। এই ভাবে জোর করে জমি দখল করতে এলে আমরা প্রাণ দিয়ে দেব। অন্যথায় আত্মহত্যা করতে বাধ্য হব। পুরসভার অনেক জায়গা রয়েছে, সেখানে যাক পুরসভা। কেন চাষিদের মারছেন আপনারা। যদিও এই নিয়ে আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারী উত্তেজনার কথা স্বীকার করলেও বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন, কোনও উত্তেজনা বা ক্ষোভ বিক্ষোভ কিছুই হয়নি। আমি বিষয়টি দেখছি, আশা করছি মিটিয়ে দেওয়া যাবে।

মালদার রতুয়ায় ভুট্টা জমিতে বিস্ফোরণের ঘটনায় গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় গ্রেপ্তার তৃণমূলের বুথ সভাপতি। মালদার রতুয়ার চাঁদমনি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের হলদিবাড়ি গ্রামে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় গ্রেপ্তার তৃণমূলের বুথ সভাপতি সহ তিন তৃণমূল কর্মী। চাঁদমনি-২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের উপ-প্রধান আব্দুল তোওয়াপের বাড়ি থেকে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে বলে খবর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম মহম্মদ কাশেম। বুথ প্রেসিডেন্ট। জাকির শেখ, মণিরুল শেখ দুইজন তৃণমুল কর্মী। তবে কি কারণে এই বোমা ভুট্টার জমিতে মজুত করেছিল তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার দুপুরে মালদার রতুয়া থানার চাঁদমনি-২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের হলদিবাড়ি এলাকায় বোমা বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হয় দুই শিশু। তাদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি করা হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। এই ঘটনার তদন্তে নেমে রতুয়া থানার পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে বাড়ি থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে একটি ভুট্টার জমিতে ঘাস কাটতে গিয়েছিলেন এই দুই শিশু। তখনই জোরালো বোমা বিস্ফোরণ হয়। বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। তড়িঘড়ি স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে দেখেন দুই শিশু রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তড়িঘড়ি তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় রতুয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র আশিস কুণ্ডু বলেন, এই রাজ্যে আইনের শাসন আছে। তাই কেউ অপরাধ করলে আইন অনুযায়ী শাস্তি হয়। বিজেপি শাসিত রাজ্যে হয় না। ফলে অপরাধী তো অপরাধী হয়। তাদের কোনও রং হয় না। তাই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা হবে। দক্ষিণ মালদা জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুরি বলেন, তৃণমুল বোম পিস্তল আগ্নেয়াস্ত্র মজুত করে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। যে কোনও ঘটনায় তৃণমূল যুক্ত আছে বলেই পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে না। পুলিশ নীরব, জেলার সাধারণ মানুষ আতঙ্কে।

অত্যাধুনিক সফটওয়্যার ব্যবহার করে কালিয়াচক থেকে চুরি দুটি দামি গাড়ি

বিহার দুষ্কৃতী যোগ থাকার অনুমান পুলিশ কর্তাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাস্তার ধার থেকে দুটি নামী দামি কোম্পানির উন্নতমানের চারচাকার গাড়ির চুরি করে পালাল দুষ্কৃতীর দল। অত্যন্ত আধুনিক এই চারচাকার গাড়ির চুরি করতেও বিহারী দুষ্কৃতীদের যোগ দেখছে পুলিশকর্তারা। গত ৩ ফেব্রুয়ারি এই চুরির ঘটনার পর কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন গাড়ির মালিক মহম্মদ সাকিব হোসেন এবং রাজু আলি। ঘটনার চারদিন পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত ওই দুইজনের একটি সাদা এবং একটি কালো রঙের গাড়ির খোঁজ করতে পারেনি পুলিশ। দুটো গাড়ির বর্তমান মূল্য প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বলেও জানিয়েছেন মালিকেরা।

ওই দুই গাড়ির মালিক মহম্মদ সাকিব হোসেন এবং রাজু আলি জানিয়েছেন, কালিয়াচকের জালালপুর এবং বালিয়াডাঙা এলাকার রাস্তার ধার থেকেই ৩ ফেব্রুয়ারি রাত বারোটা নাগাদ দুটি গাড়ি একইভাবে চুরি হয়। সেই চুরির পুরো বিষয়টি সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। যেটি তদন্তের স্বার্থে দেওয়া হয়েছে পুলিশকে। ওই সিসি ক্যামেরায় ফুটেজের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে। ল্যাপটপের মাধ্যমে সফটওয়্যার হ্যাকিং করে গাড়ি চালিয়ে চম্পট দিচ্ছে দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনার পিছনে বিহার অথবা ঝাড়খণ্ড দুষ্কৃতীদের যোগ রয়েছে। কারণ, এত আধুনিক মাপের গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সফটওয়্যারের জ্ঞান থাকা ছাড়া কোনওরকম ভাবেই সম্ভব নয়। পাশাপাশি গাড়ি স্টার্ট করাও অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু সেই কাজ দুষ্কৃতীরা দশ মিনিটের মধ্যে করে ফেলছে। তাতে আমাদের ধারণা বিহারের সফটওয়্যার হ্যাকিংয়ের সঙ্গে যুক্ত দুষ্কৃতীরায় এই চুরি কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। পুলিশকে অভিযোগ জানিয়েছি। পুলিশ যাতে দুষ্কৃতীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে সেই অনুরোধও জানানো হয়েছে।

এদিকে কালিয়াচক স্ট্যান্ডে প্রতিদিনই অসংখ্য চার চাকার গাড়ির যাতায়াতের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। সেই এলাকার স্ট্যান্ডের চার চাকার গাড়ির চালকদের মধ্যেও আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। কালিয়াচক ট্যাক্সি ইউনিয়ন সমিতির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আমরা মালিকের গাড়ি চালায়। এরকমভাবে যদি গাড়ি চুরির ঘটনা ঘটে তাহলে কিভাবে মালিককে ক্ষতিপূরণ দেব। অধিকাংশ গাড়ির চালকেরা গ্যারেজের অভাবে কালিয়াচক স্ট্যান্ড অথবা জালালপুর, বালিয়াডাঙা স্ট্যান্ডে গাড়ি রেখে রাতে ঘুমাতে যান। কিন্তু যদি এরকম ভাবে স্ট্যান্ড থেকে গাড়ি চুরি করে পালায় দুষ্কৃতীরা, তাহলে তো আতঙ্ক বাড়বেই। মালদার গাজোলে যেমন টোলপ্লাজা রয়েছে, ঠিক তেমনি মুর্শিদাবাদের মোড়গ্রাম পেরিয়েও রয়েছে টোল প্লাজা। ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের এই দুই এলাকা দিয়ে চোরেরা দুটি গাড়ি নিয়ে পালালেও অবশ্যই সিসি ক্যামেরার ফুটেজে ধরা পড়বে। তবে মনে করা হচ্ছে চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুরের পকেট রুট দিয়েই বিহারে পালিয়ে যেতে পারে দুষ্কৃতীর দলটি। ওই এলাকায় কোনও টোলপ্লাজা নেই। তবে বিহারের একটি দুষ্কৃতীর দল মালদায় চুরি চক্রের মতো অপরাধ সংগঠিত করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। সে ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মুণ্ডুহীন দেহ উদ্ধারে গ্রেপ্তার আরও ১ মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: দত্তপুকুর কাণ্ডে ওবাইদুল এবং পূজার পর বাজিতপুর থেকে গ্রেপ্তার সুফিয়া খাতুন নামে আরও এক মহিলা। এই নিয়ে মুণ্ডুহীন কাণ্ডে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। সুফিয়াকে শুক্রবার বারাসাত আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে ১২ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত এক নম্বর ব্লকের দত্তপুকুর থানার বামনগাছি বাজিতপুরে কৃষিজমি থেকে মুণ্ডুহীন মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পর থেকেই তল্লাশি চালানো হলেও তবে মুণ্ডু এখনও পাওয়া যায়নি। তবে বামনগাছি মালিয়াকুর থেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রথমে রাকিবুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে, পরবর্তীতে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়, বুধবার রাতে বনগাঁ থেকে পূজা দাস এবং বারাসাত থেকে ওবাইদুল গাজীকে গ্রেপ্তার করে দত্তপুকুর থানার পুলিশ। পরবর্তীতে বারাসাত থানায় পূজা এবং ওবাইদুলকে মুখোমুখি বসিয়ে বারাসাত জেলা পুলিশ আধিকারিকেরা জিজ্ঞাসাবাদ চালানোর পর বারাসাত জেলা আদালতে পাঠালে বিচারক দশ দিনের পুলিশি হেপাজত মঞ্জুর করেন। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বাবনগাছি মালিয়াকুর এলাকা থেকে সুফিয়া খাতুন নামে মহিলাকে গ্রেপ্তার করে দত্তপুর থানার পুলিশ। এদিন মৃতের বাবা মায়ের শরীর থেকে রক্ত নেওয়া হয় ডিএনএ টেস্টের জন্য। পাশাপাশি ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটি খেজুর গাছ কাটা হাঁসুয়া, বটি ও চুল উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করে দেখছে এগুলির সঙ্গে খুনের কোনও সম্পর্ক আছে কি না।

গভর্মেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার এর ব্যবস্থাপনায় এবং নগরী মাইক্রো ওয়াটারশেড কমিটি অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় সিউড়ি ১ নং ব্লকের খটঙ্গা, তিলপাড়া এবং নগরী পঞ্চায়েত এলাকার কৃষকদের কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি বিতরণ করলেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী।

ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি পোস্টের হুমকিতে যুবতীর থেকে টাকা ও সোনা আত্মসাতের অভিযোগে ধৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে যুবতীর কাছ থেকে টাকা ও সোনার গয়না আত্মসাতের অভিযোগ। চাঞ্চল্যকর ঘটনা হুগলির সিঙ্গুরে। অভিযোগ, ভয় দেখিয়ে যুবতীর কাছ থেকে নগদ অর্থ ও সোনার গয়না নেওয়ার পরেও থামেনি ওই যুবক। বারবার ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করার হুমকি দিয়ে যুবতীর কাছ থেকে আরও টাকা আত্মসাৎ করার চেষ্টা করেছে ওই যুবক।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত যুবকের বাড়ি সিঙ্গুরেই। যুবতীর বাড়ি জাঙ্গিপাড়ায়। দুবাইয়ে দীর্ঘদিন থেকেই সোনা-রূপোর কাজ করতো ওই যুবক। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওই যুবক। তাঁকে ওই যুবতী ফাঁসিয়েছে বলে দাবি তাঁর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েক মাস আগে সমাজমাধ্যমে সিঙ্গুরের ওই যুবকের সঙ্গে পরিচয় হয় যুবতীর। দিনে দিনে বাড়তে থাকে ঘনিষ্ঠতা।

যুবতীর অভিযোগ, দুর্বল মুহূর্তে তাঁর ছবি তুলে রেখেছিলেন ওই যুবক। তারপরই তা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে দেওয়ার হুমকি দিতে থাকেন। প্রথমে হাতিয়ে নেন ৫০ হাজার টাকা। পরে আরও প্রায় দেড় লক্ষ টাকার সোনার গয়না হাতিয়ে নেন বলে অভিযোগ। কিন্তু, এখানেও থামেননি ওই যুবক। আরও টাকার দাবি করেন। এরইমধ্যে বৃহস্পতিবার ফের তারকেশ্বরের পিয়াসাড়া এলাকায় ওই যুবককে দেখা করার জন্য ডাকেন যুবতী। দেখা করা মাত্রই দু'জনের মধ্যে বচসা শুরু হয়ে যায়। এমনকী বচসা এমন জায়গায় পৌঁছায় যে ছুটে আসতে হয় পুলিশকে। শেষে যুবতীর অভিযোগের ভিত্তিতে শেষ পর্যন্ত যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শুক্রবার ধৃতকে চন্দননগর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড

সিআইএন : L29307WB1990PLC048350

রেজিঃ অফিস : প্লট নং ৮৪৯, ব্লক পি৪৮, প্রমথ চৌধুরি সরণি, ৩য় তল, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩, ফোন: (০৩৩) ২৪০০০৪১৯ । ইমেল: websol@webelsolar.com, ওয়েবসাইট: www.webelsolar.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ (₹ কোটিতে)

ক্র. নং	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	তিন মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	তিন মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৪৭.৩১	১৪৩.৫৫	০.৫১	২৫.৮৬
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব)	৪৮.১২	৪৮.৬১	(৬.৫০)	(৪৭.৩৪)
৩	কর পূর্ব সময়কালের জন্য নিট লাভ (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৪৮.১১	৪৮.৬১	(১০৭.০৫)	(১৫২.৬৮)
৪	কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৪১.৫৬	৪১.৯৮	(৫৪.৬৪)	(১২০.৯৬)
৫	এই সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (সময়কালের জন্য মুনাফা এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় নিয়ে গঠিত)	৪১.৫০	৪১.৯২	(৫৪.৬৪)	(১২১.২১)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ₹ ১০/-)	৪২.২১	৪২.২১	৪২.২১	৪২.২১
৭	পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	৬৫.৫১
৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ₹ ১০/-)				
	(ক) মৌলিক (₹)	৯.৮৫	৯.৯৫	(১৩.৮৩)	(২৯.৯৯)
	(খ) মিশ্রিত (₹)	৯.৮৫	৯.৯৫	(১৩.৮৩)	(২৯.৯৯)

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীন স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ।
২. আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যথা বিএসই ওয়েবসাইট (www.bseindia.com), এনএসই ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েসাইট (www.webelsolar.com) -এ।

স্বাক্ষরের স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

মঞ্চে গুরু-শিষ্য! কাজল-কেষ্ট আবার এক মঞ্চে

মিলন গোস্বামী ● সিউড়ি

বীরভূম তৃণমূলে অনুব্রত আর কাজলের সম্পর্ক বিপরীত মেরুতে। অনুগামীরাও তার বাইরে নয় সব কাজেই এই বিভাজন স্পষ্ট। সেই বিপরীত মেরু থেকে সিউড়ির রবীন্দ্র সদনে নার্সদের একটি অনুষ্ঠানে কাজল কেষ্ট একেবারেই পাশাপাশি আসনে। দলীয় ঐক্যের এই ছবি সকলে দেখতে চাইলেও তা সব সময় বাস্তবায়িত না হওয়ায় কাজল কেষ্টর সম্পর্কে নিয়ে অস্বস্তিতে তৃণমূলের নিচু তলার কর্মীরা। নলহাটিতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তৃণমূল জেলা সভাপতি মমতার প্রিয় কেষ্ট বীরভূমের জেলা পরিষদের সভাধিপতিকে নাম করে কটাক্ষ করেছিলেন-ওর নাম নিয়ে ওঁকে হাইলাইট করতে চাইনি। যা বলবে বিকাশ রায় চৌধুরী। এই বিকাশ রায় চৌধুরী যখন জেলা পরিষদের সভাধিপতি ছিলেন তখন চারবার রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছিল। রাজনৈতিক মহল কেষ্টর এই মন্তব্যকে বর্তমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি ভালো মনে নেননি। রাজনৈতিক মহল মনে করেছিল কার্যত কাজলের দিকেই আঙুল তুলেছেন অনুব্রত মণ্ডল। এর কিছুদিন পরেই সভাধিপতি ফায়েজুল হক ওরফে কাজল শেখও অনুব্রত মণ্ডলকে নাম না করে আক্রমণ করেন। শুক্রবার সিউড়ি রবীন্দ্র সদনে সিউড়ি সরকারি নার্সিং কলেজের ল্যাম্প লাইটিং অনুষ্ঠানে কাজল কেষ্ট এক মঞ্চে যেমন এলেন তেমনি বসলেন পাশাপাশি। বক্তব্য রাখলেন দু'জনেই। মঞ্চে দাঁড়িয়ে অনুব্রত মণ্ডলের গলায় কিন্তু শোনা গেল কাজলের নাম। এর পাশাপাশি অনুব্রত মণ্ডল তার বক্তব্যে বলেন, ডাক্তার যেমন দরকার, তেমন নার্স ও দরকার। তবে এবার কাজলের মুখে কোনো মন্তব্য শোনা যায়নি। বীরভূমের রাজনৈতিক মহল প্রশ্ন একটাই আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কাজল -কেষ্টর লড়াইয়ে বিরোধীদের হাত শক্ত হবে। নাকি পাশাপাশি আসনে বসে বিরোধীদের বার্তা দিলেন তৃণমূলের 'দুই পক্ষ'? তা বলবে অবশ্য সময়ই।

সরকারি কাজে বাধা দেবার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সরকারি কাজে বাধা দেবার অভিযোগ উঠলো তৃণমূলের বিধায়কের বিরুদ্ধে। মেমারি ১ ব্লকের আমাদপুর গ্রামপঞ্চায়েতের কেজা গ্রামের বাসিন্দারা এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন পূর্ব বর্ধমান জেলাশাসকের কাছে। জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, অভিযোগের বিষয়টি খতিয়ে দেখে রিপোর্ট পাঠানোর জন্য মেমারি ১ ব্লকের বিডিও কে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ কেজা গ্রামে সংখ্যালঘু লোকেদের বসবাস বেশি। এই এলাকায় যেখানে কমিউনিটি সেন্টার তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে সেটি হলে এলাকার লোকের সুবিধা হবে। এলাকার বাসিন্দা ইমামউদ্দিন মল্লিক বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া অর্থের টাকায় আমাদের এলাকায় একটা কমিউনিটি সেন্টার হচ্ছে। সেটা বন্ধ করার জন্য বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্যর লোকেরা এসে সেই কাজ বন্ধ করতে উঠে পড়ে লেগেছে। আমরা তার কাছে গেলে তিনি আমাদের পাত্তা দিচ্ছেন না।' আরোও এক বাসিন্দা সুমিত আড়ি বলেন, 'আমাদের কেজা গ্রামে প্রায় ৮০ শতাংশ সংখ্যালঘু লোকের বাস। একটা করবরস্থানের ধারে কমিউনিটি সেন্টার করা হচ্ছে। সেখানে আমাদের কোন আপত্তি নেই। বিধায়কের কেন আপত্তি সেটাই আমরা বুঝতে পারছিনা।' মেমারি ১ পঞ্চায়েত সমিতি সূত্রে জানা গিয়েছে সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের কাছ থেকে এলাকায় কমিউনিটি সেন্টার তৈরীর জন্য পঞ্চায়েত সমিতি কে ৯০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। সমিতির সভাপতি বিকাশ হাঁসদা বলেন, 'আমরা মাইনোরিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে কমিউনিটি হল তৈরীর জন্য ৯০ লক্ষ টাকা পেয়েছি। টাকা পাবার পরে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে টেন্ডার প্রক্রিয়া করা হয়েছে। টেন্ডার যিনি পেয়েছেন সেই ঠিকাদার কাজও শুরু করেছেন। এখন গ্রামের লোকেরা আমাদের কাছেও অভিযোগ জানাচ্ছেন বিধায়ক ঘনিষ্ঠ কিছু লোক এসে এই কাজ বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করছেন।' আমাদপুর পঞ্চায়েতের প্রধান বাহামনি সোরেন বলেন, 'গ্রামবাসীদের অভিযোগ একশো শতাংশ সঠিক। যে এলাকায় কমিউনিটি হল তৈরী হচ্ছে সেই এলাকাটি ৭৫ শতাংশেরও বেশী সংখ্যালঘু মানুষ বসবাস করেন। ব্যবহার করেন। তাহলে সেখানে কমিউনিটি হল তৈরী হলে সমস্যা কোথায়?' মেমারির বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য বলেন, 'কোন উন্নয়ণের কাজ তো কেউ আটকাতে পারে না। আর সেটা সম্ভবও নয়। মাঝে মধ্যে অভিযোগ এলে ভালোই লাগে। প্রশাসন নিশ্চয়ই বিষয়টি নিরপেক্ষ তদন্ত করে দেখবে। তখন আমাকে ডাকা হলে আমি সবটা জানাবো। আমার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ পুরোপুরি মিথ্যা ও হেয় প্রতিপন্ন করার একটা চেষ্টা করা হচ্ছে।'

Kothari Group

গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: সি-৪, গিলান্ডার হাউস, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭০০০০১
CIN : L51909WB1935PLC008194
ফোন: (০৩৩) ২২৩০ ২৩৩১ (৬ লাইনস), ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৩০ ৪১৮৫
ই-মেল: gillander@gillandersarbuthnot.com ওয়েবসাইট: www.gillandersarbuthnot.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১-ডিসে.-২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: নয় মাস সমাপ্ত ৩১-ডিসে.-২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১-ডিসে.-২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: নয় মাস সমাপ্ত ৩১-ডিসে.-২০২৪ (অনিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১২,৩৫৮.২২	৩২,৫৮৬.২৪	১২,৭৬৩.৮৯	৩৩,৯২৪.১১
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	১,৭৪৪.৭০	৩,৪৬৪.৫৯	১,৫২৪.৯৪	২,৮৭৮.২১
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	১,৫২২.৭৬	৩,০৫৪.৬৩	১,৩০৩.০০	২,৪৬৮.২৫
৪	সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	১,৪৮৮.৩০	৩,০৮৩.৪২	১,২৮৮.৭২	২,৫১৮.৯৫
৫	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি)	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩
৬	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার) মৌলিক এবং মিশ্রিত (বার্ষিকীকৃত নয়)	৭.১৩	১৪.৩১	৬.১১	১১.৫৭

দ্রষ্টব্য
১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস।
২. সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট এনএসই এবং বিএসই-এর ওয়েবসাইট যথাক্রমে **www.nseindia.com** এবং **www.bseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.gillandersarbuthnot.com** -এ উপলব্ধ এবং কিউআর কোড স্ক্যান করেও পাওয়া যাবে।

পর্ষদের আদেশ অনুসারে
গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
মহেশ সোধানি
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও)
DIN: 02100322

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
২য় এবং ৩য় ফ্লোর, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৯(১) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে, অধীনে স্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ চার্জকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার প্রতীকী/ বাস্তবিক দখল নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক সুরক্ষিত ঋণদাতা-এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে "যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", এবং "সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে", আগামী **২৫.০২.২০২৫** তারিখে **সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত** নিম্নে উল্লিখিত একাউন্ট -এর সাপেক্ষে বকেয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য, যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-এর প্রাপ্য। ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতার নাম এবং শাখা	সম্পত্তির বিবরণ	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) বিড বর্ধিত পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমান
১.	**মেসার্স বেনকেয়ার (স্বত্বাধিকারী- শ্রী সম্রাট সোম)** ঠিকানা-৪র্থ ফ্লোর, ২০৩, শরৎ বোস রোড, থানা- টালিগঞ্জ কলকাতা- ৭০০০২৯ **শ্রী সম্রাট সোম,** পিতা-প্রয়াত শশাঙ্ক সোম, ঠিকানা- ৯/১ বি দেওদার স্ট্রিট, বালিগঞ্জ, কলকাতা-৭০০০১৯ **শ্রী সম্রাট সোম,** পিতা-প্রয়াত শশাঙ্ক সোম, ঠিকানা- ফ্ল্যাট নং - ১০১, শিবালয় বিল্ডিং, ২/৪ রামেশ্বর শ' রোড, থানা - বেনিয়াপুকুর, কলকাতা -৭০০০১৪। **শাখা: হাজরা রোড**	একটি জি+৩ তলা বিশিষ্ট ভবন '**শিবালয়**' এর প্রথম ফ্লোরের উত্তর দিকে অবস্থিত ইউনিট নম্বর ১০১ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটির আচ্ছাদিত এলাকার পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি ৪৭৫ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট-আপ এলাকার পরিমাপ আনুমানিক ৫৭০ বর্গফুট কমবেশি। এতে রয়েছে ২টি শয়নকক্ষ, ১টি রান্নাঘর সংযুক্ত ডাইনিং রুম, ১টি শৌচাগার এবং ১টি বারান্দা। সেইসঙ্গে সম্পত্তির সাথে অবিভাজ্য ও অবিচ্ছেদ্য অনুপাতিক জমির মালিকানা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার পরিমাণ ২ কাঠা ৪ ছটাক এবং ২২৫ বর্গফুট। সম্পত্তিটির মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ২/৪ রমেশ্বর শ' রোড, কলকাতা- ৭০০০১৪, থানা - বেনিয়াপুকুর-এর অন্তর্গত এবং কেএমসি মূল্যায়ন নম্বর ১১০৫৯১৯০১২০৫ হিসাবে নিবন্ধিত, ২০১৮ সালের বই নম্বর - ১, ভলিউম নম্বর - ১৬০৩-২০১৮, পৃষ্ঠা নম্বর ৪৩৬৮১ থেকে ৪৩৭০৬, বিয়িং নম্বর - ১৬০৩০১৪৬৮ হিসাবে রেজিস্ট্রিকৃত সম্রাট সোমের নামে। **সীমানা:** উত্তর- ২০ ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ, দক্ষিণ- হরেন্দ্র কুমার মুখার্জীর খালি জমি, পূর্ব প্রেমিসেস নং ২/৩ রমেশ্বর শ' রোড, পশ্চিম- হরেন্দ্র কুমার মুখার্জীর খালি জমি।	ক) প্রতীকী খ) জানা নেই গ) ২৪,৬৭,০০০.০০ টাকা ঘ) ২,৪৬,৭০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০/- টাকা চ) IDIB050449713850 ছ) ১,০৪,৮৯,২২০.০০ টাকা (এক কোটি চার হাজার ঊননব্বই হাজার দুইশত কুড়ি টাকা মাত্র) সহ **৩১.০১.২০২৫** থেকে কার্যকর সুদ, ব্যয় এবং চার্জ
	সম্পত্তির ছবি	ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট www.indianbank.in / ই-অকশন ওয়েবসাইট (https://baanknet.com)	সম্পত্তির অবস্থান
২.	**শ্রী বিনোদ মল্লিক,** পিতা মৃত গোলাপ চাঁদ মল্লিক ২৭ডি, মনসাতলা লেন, থিনা- ওয়াটগঞ্জ, খিদিরপুর, কলকাতা ৭০০০২৩। **শাখা: হাজরা রোড**	গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার টাইলস করা মেঝে এবং ফ্ল্যাটটির বিল্ট আপ এলাকা আনুমানিক ৩৯০ বর্গফুট কমবেশি এবং সুপার বিল্ট-আপ এলাকা আনুমানিক ৪৮৭ বর্গফুট কমবেশি এতে রয়েছে ২টি শয়নকক্ষ, ১টি রান্নাঘর এবং ১টি শৌচাগার, যা সম্পূর্ণ সমাপ্ত ও ব্যবহারের উপযোগী অবস্থায় রয়েছে। এই ফ্ল্যাটটি একটি জি+৪ তলা বিশিষ্ট ভবনের অন্তর্গত, যা কেএমসি প্রেমিসেস নং ২৭০, মনসাতলা লেন, থানা - ওয়াটগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০২৩, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নম্বর - ৭৭, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা-এর অন্তর্গত। সেইসঙ্গে ফ্ল্যাট সংশ্লিষ্ট এই সম্পত্তির সাথে অবিভাজ্য অনুপাতিক জমির মালিকানা, সাধারণ এলাকা ও ভবনের প্রদত্ত সুবিধাসমূহের অংশীদারিত্ব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার দলিল নম্বর ১৬০১০২৮৮৮, সাল- ২০১৬ অনুসারে শ্রী বিনোদ মল্লিকের নামে নিবন্ধিত। **সীমানা:** উত্তর- ২৭এ, মনসাতলা লেন, দক্ষিণ- ২১ ফুট প্রশস্ত মনসাতলা লেন, পূর্ব- ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি প্রশস্ত ব্যক্তিগত রাস্তা, পশ্চিম- ৮ ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ	ক) প্রতীকী খ) জানা নেই গ) ১৬,৭৪,০০০.০০ টাকা ঘ) ১৬,৭৪,০০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০/- টাকা চ) IDIB30161485668 ছ) ১৫,৪২,৩৮৬.০০ টাকা (পনের লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার তিনশত ছিয়াশি টাকা মাত্র) সহ **৩১.০১.২০২৫** থেকে কার্যকর সুদ, ব্যয় এবং চার্জ
	সম্পত্তির ছবি	সম্পত্তির ভিডিও	সম্পত্তির অবস্থান

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - support.BAANKNET@psballiance.com -এ যোগাযোগ করুন। সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: https://baanknet.com এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০।
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত **সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**
শাখা প্রধানের যোগাযোগ নং : ০৯১২৩০৮৪১৫৪, অনুমোদিত অফিসারের যোগাযোগ নং : ৯৪৩৭৩৫৯৫৬১।

তারিখ: ৩০.০১.২০২৫, স্থান: কলকাতা — স্বা/- **অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

যোগাসনে জোড়া পদক পেয়ে বাড়ি ফিরতেই শুভেচ্ছায় ভাসল পূর্ব সাতগেছিয়ার সাথী মণ্ডল

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরাখণ্ডে আয়োজিত জাতীয় গেমসে যোগাসনে মুখ উজ্জ্বল করে গ্রামর বাড়িত ফিরলেন সাথী মণ্ডল। রাজকীয় সংবর্ধনাতেই তাঁকে বরণ করে নেন গ্রামবাসীরা। জাতীয় গেমসে ট্র্যাডিশনাল যোগায় রুপো ও রিদমিক পেয়ার বিভাগে সোনা জিতে শুক্রবার সকালেই পূর্ব বর্ধমানের কালনা ২ ব্লকের পূর্ব সাতগেছিয়ায় নিজের বাড়িতে ফেরেন সাথী।

সাথীর বাবা শ্যামল মণ্ডল পেশায় টোটোচালক। সাথীর মা রূপালি মণ্ডল কালনার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে আয়ার কাজ করেন। ছোটবেলা থেকেই যোগাসনের প্রতি আকৃষ্ট সাথী। প্রথমে নিজের গ্রামে ও পরবর্তীকালে ত্রিবেণীতে স্বপ্না পালের কাছে প্রশিক্ষণ নেন। অংশ নেন খেলো ইন্ডিয়া গেমস সহ জাতীয় স্তরের

শুক্রবার পূর্ব সাতগেছিয়া সংহতি ক্লাবের সংবর্ধনায় জাতীয় গেমসে যোগাসনে জোড়া পদকজয়ী সাথী মণ্ডল।

নানা প্রতিযোগিতায়। তবে আর্থিক প্রতিবন্ধতায় বিদেশে খেলা বা আরও ভাল প্রশিক্ষণ নেওয়ার ক্ষমতায় কুলোয়নি। এবার জাতীয় গেমসে জোড়া পদক সাথীর কেরিয়ারে নিশ্চিত বড় সাফল্য।

সাথী মণ্ডলের বাবা বলেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকদিন আগেই ঘোষণা করেছেন জাতীয় স্তরে খেলাধুলায় যারা স্বর্ণপদক পাবে তাদের ৩ লক্ষ টাকা ও একটি চাকরি দেওয়া হবে। আমরা এখন সেই আশাতেই রয়েছি। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার মতন আমার একমাত্র মেয়ে যদি একটি চাকরি পায় তাহলে আমাদের দুঃখের দিন কিছুটা হলেও ঘুচবে'। উল্লেখ্য সম্প্রতি মাকে সঙ্গে নিয়ে গেমসে যোগদানের জন্য উত্তরাখণ্ডের উদ্দেশ্য রওনা দিয়েছিলেন সাথী। রবিবার ট্র্যাডিশনাল যোগাসন প্রতিযোগিতাতে রুপো জেতেছে সাথী। মঙ্গলবার 'রিদমিক পেয়ার' বিভাগের খেলা হয়। সেখানে ও সোনা জিতেছে সে। সাথী বলেন, 'এই সাফল্যে আমি খুবই খুশি। আমার এখন আগামী দিনের স্বপ্ন ২০২৬ সালে জাপানে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে যোগদান করা। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মত সরকার যদি আমার পাশে একটু দাঁড়ায় তাহলে আমি ও আমার পরিবার খুবই উপকৃত হয়'। এদিন বিভিন্ন সংস্থার পাশাপাশি পূর্ব সাতগেছিয়া সংহতি ক্লাব সংবর্ধিত করে সাথী মণ্ডলকে।

কয়েকদিন আগেই বিসিসিআইয়ের থেকে পেয়েছেন লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট। এরপরই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করলেন সচিন তেন্ডুলকর। শুধু নিজেই নয়, সপরিবারে রাষ্ট্রপতি ভবনে দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন মাস্টার ব্লাস্টার। রাষ্ট্রপতি ভবনের ভেতরে স্ত্রী অঞ্জলি, কন্যা সারার সঙ্গে দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে ছবিও তোলেন কিংবদন্তি ভারতীয় ক্রিকেটার।

শুক্রবার অঙ্কুরহাটি স্টেডিয়ামে যাত্রা শুরু হল পিয়ারলেস ইয়ুথ ডেভেলপমেন্টাল টিমের। কলকাতা ফুটবল লিগের সাপ্লাই লাইন হিসেবে এই দলটি গঠন করেছে পিয়ারলেস স্পোর্টস ক্লাব। পাশাপাশি তাদের নজর রিলায়েন্স ডেভেলপমেন্টাল লিগের দিকে। ভবিষ্যতে ৩২ বছরের পুরনো এই ক্লাবটি বিভিন্ন এজ গ্রুপ টিম গঠনের পরিকল্পনা নিয়েছে। দলের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর জামশেদ নাসিরি এবং চিফ কোচ হলেন হীরালাল দাস। শুক্রবার অঙ্কুরহাটির পি এ জি স্পোর্টিং ক্লাবে এই ডেভেলপমেন্টাল টিমের সূচনা পর্বে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ভাস্কর গাঙ্গুলি সহ মিহির বসু, হেমন্ত ডোরা, বিজন চক্রবর্তী, অমিত সিংহ রায় প্রমূখ প্রাক্তন ফুটবলাররা। এর পাশাপশি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট মহম্মদ কামার উদ্দিন তিনি বলেন,' ময়দানে পিয়ারলেস স্পোর্টস ক্লাবের একটা সুনাম আছে। আশা করি এই শিবির একদিন আবাসিক অ্যাকাডেমিতে পরিণত হবে।' এদিন এই অনুষ্ঠানে কিক অফ করেন পিয়ারলেস জেনারেল ফিন্যান্স অ্যান্ড ইনভেসমেন্ট কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের ডিরেক্টর সুপ্রিয় সিনহা। অনুষ্ঠানে শেষ লগ্নে উপস্থিত হয়েছিলেন আইএফএ সভাপতি অজিত ব্যানার্জি। অজিত বাবু বলেন,স্বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে আনকাট ডায়মন্ড। সেই প্রতিভা গুলির ঠিকমতো যত্ন হচ্ছে না। পিয়ারলেসকে দেখে এগিয়ে আসুক অন্য ক্লাবগুলি। অনুষ্ঠানের উপস্থিত অতিথিদের বরণ করে নেন পিয়ারলেস জেনারেল ফিনান্স ও ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানির ডিরেক্টর এ কে মুখোটি এবং সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট তথা পিয়ারলেস স্পোর্টস ক্লাবের সভাপতি শুভাশিস দে। পিয়ারলেস স্পোর্টিং ক্লাবের উপস্থিত ছিলেন পিএজে স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি মনতাজ আলি মোল্লা ও সচিব তারিক আহমেদ।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

দিল্লির ফলপ্রকাশের আগে মহারাষ্ট্রের ভোট নিয়ে বিস্ফোরক রাহুল

মুম্বই, ৭ ফেব্রুয়ারি: আজ দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশ। তার আগেই এবার গত বছর সম্পন্ন হওয়া মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। মহারাষ্ট্রে বিজেপির জয়ের নেপথ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনের হাত থাকতে পারে বলে সন্দেহ প্রকাশ করলেন কংগ্রেস সাংসদ। রাহুলের অভিযোগ, মহারাষ্ট্র মোট প্রাপ্তবয়স্ক ভোটারের চেয়ে বেশি ভোট পড়েছে ভোটবাক্সে।

মহারাষ্ট্র নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে বিরাট ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দিয়ে শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করেন রাহুল গান্ধি। এখানে উপস্থিত ছিলেন শিবসেনা (উদ্ধব) সাংসদ সঞ্জয় রাউত, এনসিপি (শরদ) নেত্রী সুপ্রিয়া সুলে। সেখানে রাহুল বলেন, ২০১৯ সালের বিধানসভা ও ২০২৪ সালের লোকসভা এই ৫ বছরের মধ্যে ৩২ লক্ষ নয়া ভোটারকে মহারাষ্ট্রে যুক্ত করা হয়েছিল। এদিকে ২০২৪-এর লোকসভা ও বিধানসভা মাঝে যে ৫ মাসের ব্যবধান ছিল সেই সময়ের মধ্যে ৩৯ লক্ষ নয়া ভোটারকে ভোটার তালিকায় যুক্ত করা হয়। এই ঘটনা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে রাহুল গান্ধি প্রশ্ন তোলেন, মাত্র ৫ মাসের ব্যবধানে কীভাবে ৫ বছরের বেশি ভোটার যুক্ত হল একটি রাজ্যে? বিরাট কারচুপির দাবি করে ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিশদ তথ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে চেয়েছেন রাহুল। তার অভিযোগ, এই বিষয়ে কমিশনের কাছে তথ্য চাইলেও কমিশন এখনও এর জবাব দেয়নি।

রাহুল আরও বলেন, 'লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের মাঝে যে ৫ মাসের ব্যবধান ছিল, সেই সময়ে ৩৯ লক্ষ নয়া ভোটারকে তালিকায় যুক্ত করা হয়েছে। যা হিমাচলপ্রদেশের মতো রাজ্যের মোট জনসংখ্যার সমান। মহারাষ্ট্রে প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যা ৯.৫৪ কোটি। অথচ ভোট দিয়েছেন ৯.৭ কোটি মানুষ। নির্বাচন কমিশনের উচিত এই বিষয়টি খতিয়ে দেখা। এবং লোকসভা ও বিধানসভার ভোটার তালিকা করা।' এই ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছেন শিবসেনা (উদ্ধব) শিবিরের সাংসদ সঞ্জয় রাউত। তিনি বলেন, 'আমাদের দেশের নির্বাচন কমিশন জীবিত থাকলেও তার আত্মার মৃত্যু হয়েছে। যদি সেটি জীবিত থাকে তবে রাহুলের প্রশ্নের জবাব দেওয়া উচিত। নাহলে বুঝব এই কমিশন বিজেপি সরকারের দাসত্ব করছে।'

উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির মহাজুটি ২৮৮ আসনের মধ্যে ২৩০টি আসনে জয় পায়। সেখানে বিরোধী শিবির জেতে মাত্র ৪৬টি আসনে। মুম্বই সংলগ্ন ৩৬ টি আসনের ১০টি আসন পেয়েছে উদ্ধব সেনা। কংগ্রেস মাত্র ৩টি ও সপা একটি। বিরোধী শিবিরের বিরাট ব্যর্থতায় শুরুতে অভিযোগের আঙুল উঠেছিল ইভিএমের দিকে। এবার হারের নেপথ্যে আরও বড় ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত প্রকাশ্যে এল। প্রসঙ্গত, দিল্লির নির্বাচনের আগেও একই অভিযোগ তুলেছিল আপ। অভিযোগ করা হয় বাইরে থেকে লোকজন তাঁদের দিল্লির ভোটার করা হচ্ছে। এবং স্থানীয়দের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে।

ফের আগুন মহাকুম্ভে

প্রয়াগরাজ, ৭ ফেব্রুয়ারি: পদপিষ্ট হয়ে ৩০ পুণ্যার্থীর মৃত্যুর রেশ কাটেনি এখনও। এর মধ্যে ফের বিপর্যয়ের ছায়া মহাকুম্ভে। যমুনাপুরম সেক্টরে লাগল আগুন। দাউদাউ আগুনের শিখা দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় অগ্নিনির্বাপণের চেষ্টা। অবশেষে জানা গিয়েছে, আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

জানা যাচ্ছে, আগুন নজরে আসতেই দ্রুত তা নেভানোর কাজে নামে পুলিশ, নিরাপত্তা কর্মী ও দমকল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার ফলে বড় কোনও বিপদ ঘটেনি। কী করে আগুন লাগল তা এখনও জানা যায়নি। আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল ২০টি তাঁবুতে।

উল্লেখ্য, একের পর এক দুর্ঘটনার সাক্ষী হয়েছে এবারের মহাকুম্ভ। গত সোমবার হট এয়ার বেলুন মাটিতে আছড়ে পড়ায় ঝলসে যান ৬ জন পুণ্যার্থী। তাদের মধ্যে ছিল দুই কিশোরও। আহতদের সকলকেই নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় হাসপাতালে। তারও আগে গত ২৯ জানুয়ারি মহাকুম্ভে দুর্ঘটনায় পদপিষ্ট হয়ে বহু প্রাণহানির ঘটনা ঘটে।

ইজরায়েলি পুরুষ পণবন্দিদের ধর্ষণের অভিযোগ হামাসের সমকামীদের বিরুদ্ধে

জেরুজালেম, ৭ ফেব্রুয়ারি: গাজায় অকথ্য অত্যাচারের শিকার হয়েছেন ইজরায়েলের মহিলা ও শিশুরা। কিন্তু রেহাই নেই পুরুষদেরও! ইজরায়েলের পুরুষ পণবন্দিদের ধর্ষণের অভিযোগ হামাসের সমকামীদের বিরুদ্ধে। এই 'অপরাধে' নিজেদের সদস্যদেরই কঠোর শাস্তি দিয়েছে প্যালেস্টাইনের জঙ্গি সংগঠনটি। ভয়ংকর অত্যাচারের পর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে অভিযুক্তদের। হামাসেরই এক সূত্র থেকে এই গোপন রিপোর্ট প্রকাশ হয়েছে বলে খবর। স্বাভাবিকভাবেই এমন খবর ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের বুকে বেনজির হামলা চালায় হামাস। প্রায় দুশোর উপর রকেট আছড়ে পড়ে। পাশাপাশি ইহুদি দেশটিতে ঢুকে নৃশংস হামলা চালায় জঙ্গিরা।

প্রাণ হারান ১২০০ জন। দুশোর উপর মানুষকে পণবন্দি বানিয়ে গাজায় নিজেদের ডেরায় নিয়ে যায় হামাসের জেহাদিরা। সেখানে যৌন নির্যাতন ছাড়াও অকথ্য অত্যাচারের শিকার হন মহিলারা। যা দেখে শিউরে উঠেছে বিশ্ব। কিন্তু এবার শোনা যাচ্ছে, হামাসের ডেরায় ছাড় মেলেনি পুরুষ বন্দিদেরও। তাদের নাকি ধর্ষণ করেছে সমকামী জঙ্গিরা! হামাসেরই এক সূত্র এমনই দাবি করেছে। ওই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, হামাসের অন্তত ৯৪ জন এই 'অপরাধে'র সঙ্গে যুক্ত। এমনকী ইজরায়েলের পুরুষদের সঙ্গে যৌন উত্তেজক কথাবার্তার পাশাপাশি মেয়েদের সঙ্গে ফ্লার্ট করা এবং যৌন সম্পর্ক স্থাপনেরও অভিযোগ উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে। এই রিপোর্টে শিশুদেরও যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণের উল্লেখ করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, এই সমকামী সদস্যদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করেছে হামাসের শীর্ষ নেতারা। নৃশংস অত্যাচারের পর নাকি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে অভিযুক্তদের।

বলে রাখা ভালো, গাজায় সমকামিতা বেআইনি। এহেন সম্পর্কে জড়ালে কয়েক বছরের কারাদণ্ড এমনকী ফাঁসির সাজাও দেওয়া হয় সেখানে। সমকামিতা হামাসেরও নীতি বিরুদ্ধ। সমকামী সম্পর্কের অভিযোগে ২০১৬ সালে প্রাক্তন হামাস কমান্ডার মাহমুদ ইশতিভিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তার বুকে তিনটি গুলি করা হয়েছিল। তারপর কারাগারে ঝুলিয়ে রেখে প্রায় এক বছর ভয়ংকর অত্যাচার করা হয়েছিল ইশতিভিকে। পুরুষ পণবন্দিদের উপর এই অত্যাচারের খবর প্রকাশ্যে আসতে নতুন করে উদ্বেগ বেড়েছে ইজরায়েলে। এখন যুদ্ধবিরতি চলছে গাজায়। হামাসের ডেরা থেকে মুক্তি পাচ্ছেন বন্দিরা। তবে এখনও বন্দি রয়েছেন বেশ কয়েকজন। দ্রুত তাঁদের মুক্তির দাবি আরও জোরালো হচ্ছে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সি-এসআরসি-বায়োটিআর-২৫, তারিখঃ ০৬.০২.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে এরিয়া ম্যানেজার, সাঁতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর ডিভিসন নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে একটি ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। যোগ্য কন্ট্র্যাক্টরদের এই বিষয়ে নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী **www.ireps.gov.in**-এ শুধুমাত্র অনলাইনে আবেদন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোন অফলাইন টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। বিস্তারিত জানতে ডকুমেন্ট সেকশনে আপলোডকৃত টেন্ডার নথি দেখুন। **কাজের নাম ঃ** ০৩ বছর সময়কালের জন্য সাঁতরাগাছি ও পদ্মপুকুর-এ ট্রেনগুলির বায়ো টয়লেটসমূহের ব্যাপক রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা চুক্তি (এএমওসি)। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১৬,৮৪,৭০,৭৭০.১৪ টাকা। **বায়না মূল্য জমাঃ** ৯,৯২,৪০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ** ০৩.০৩.২০২৫ বেলা ১২টা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ১০,০০০ টাকা (অ-ফেরতযোগ্য)। **(PR-1112)**

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং এমসি_ইএনএইচএম_বায়ো-গ্যাস প্ল্যান্ট_শিয়ালদহ_২৩, তারিখ ০৫.০২.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হাউসকিপিং ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রুম নং ৫৬, ২য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজ করার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সঙ্গতিপন্ন প্রখ্যাত টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে নির্ধারিত টেন্ডার বয়ানে "সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম"-এ সিল করা ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম/বিবরণ ঃ** ০১ বছরের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সহ শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশনে (বি.আর. সিং হাসপাতাল চত্বরে) বায়ো গ্যাস প্ল্যান্ট প্রতিষ্ঠা ও সূচনা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪২,৩৮,৫৭৬ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৮৪,৮০০ টাকা। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ১৮ মাস। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখঃ** ১৪.০২.২০২৫। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৮.০২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৮.০২.২০২৫ বিকেল ৩টে ১৫ মিনিটে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে দরপ্রস্তাব জামিন/প্রদেয় বায়না অর্থের অনুষঙ্গে দরপ্রস্তাব জামিন ঘোষণা অনুমোদিত, দরপ্রস্তাবদাতার জন্য তাঁর প্রস্তাবের সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে এই ঘোষণাটি দাখিল করার ব্যবস্থা আরআরইপিএস-এ করা হয়েছে (আরবি'র পত্র নং ২০২০/সিই-১/সিটি/ ৩ই/জিসিসি/পলিসি, তারিখ ৩০.১২.২০২০)। **www.ireps.gov.in** (ওয়েবসাইট ইউআরএল) থেকে ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং যোগ্যতা শর্তাবলি সহ টেন্ডার নথি এবং কোনো সংশোধনী সংযোজিত হলে তা দেখা এবং ডাউনলোড করা যাবে। হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না। SDAH-349/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

E-TENDER

E- Tenders invited by the Prodhan, **Patharghata-II Gram Panchayat** (Under Tehatta-1 Panchayat Samity), Taranipur, Nadia, **NIET No- 17/15th CFC Tied Fund 2024-25 & 16/15th CFC Un-Tied Fund 2024-25,** Last date of submission **14.02.2025 up to 11a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan, Patharghata-II Gram Panchayat.

e-Tender Notice

E-Tender is being invited for the Civil Works, detail of which is available on : **http://wbtenders.gov.in. NIeT No- 07/R-II GP/2024-25 & 08/R-II GP/2024-25.** Bid submission date **is 07-02-2025 (18.00 hours) up to 14-02-2025 (18.00 hours).** Technical Bid Opening– **17/02/2025, at 11.00 hours.** GP-Radharghat-II, Block-Berhamore Dev. Block, Dist- Murshidabad

Sd/- Prodhan Radharghat-II GP

Office at ADHATA GP

Vill + Post- Adhata, P.S.- Amdanga, North 24 Parganas

NIT No- 51/ ADH_GP/2024-25 Date-06/02/2025 and Published date-07/02/2025 NOS Scheme-03 each tender Document download start date From **07.02.2025, 9.00 A.M** (or as per Tender site). Bid submission start day on **07/02/2025 at 9.00 A.M** (or as per e-Tender site). Bid submission closing day on **17/02/2025 upto 1.00 P.M** (or as per e-Tender site). Bid opening date & time on **20/02/2025 (After 1.00 P.M)** or any other day and time as desired and fixed by the tender authority. Place at Adhata GP.

Sd/- **Soma Das,** Prodhan **Adhata Gram panchayat**

Guskara Municipality

Guskara: Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender No:- 12/2024-25(1st Call)

Memo No: 1529/GM Dated: 07.02.2025

Following e-Tenders are invited by this Municipal Authority for 02 nos. development works in different wards under Guskara Municipality. Last date of bid submission of e-tenders are from **27.02.2025 up to 12.00 PM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in, guskaramunicipality.co.in**

Sd/- Chairman Guskara Municipality

ই-টেন্ডার নোটিশ

মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

ব্যারাকপুর-II ব্লক, উত্তর ২৪ পরগণা

মেমো নং.- **MGP/66/24-25**

তারিখ-০৬.০২.২০২৫

https://wbtenders.gov.in/

স্বা- প্রধান

মোহনপুর জিপি

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT

Bagnan-II Development Block Mellock, Bagnan, Howrah

Notice Inviting e-Tender 2nd Call

NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-22/2024-25, Sl. 1-2, WB/HZP/ SARATCHANDRA GP/NIET-23/2024-25, Sl. 1-2, WB/HZP/SARATCHANDRA GP/ NIET-24/2024-25, Sl.-1, Date-07.02.2025. Bid Submission Start Date : **08.02.2025 from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **15.02.2025 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **17.02.2025 at 11:00 AM.** For details information visit website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan Saratchandra Gram Panchayat

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha Municipality invites quotation vide quotation **no 01/CM/STORE/SGA/2024-2025, Dt:- 07/02/2025, 02/CM/ STORE/FR/ 2024-2025, Dt:- 07/02/2025, 03/CM/STORE/ P/ 2024-2025, Dt:- 07/02/2025 & 04/CM/STORE/DMA/2024-2025, Dt:- 07/02/2025** for supplying of different stationary goods and articles. For further information please visit Chakdaha municipal website or follow municipal office notice board.

Bally Gram Panchayat

Ghoshpara, Nischinda, Bally, Howrah-711227

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works under GP area vide **NIT No.- WBZP/ BGP/NIT-21/24-25 (Sl. No.-1) (Fund 15th CFC) & WBZP/BGP/NIT-1/ 24-25 (Sl. No.-1) (Fund SBM-G), Date: 07.02.2025.** Bid submission start date: **07.02.2025 at 04.30 PM.** Last date of Bid submission : **17.02.2025 up to 12.30 PM.** Date of opening: **20.02.2025 at 10.30 AM.** For details please visit **www.wbtenders.gov.in** and Office Notice Board.

Sd/- Prodhan Bally Gram Panchayat

দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত

মথুরাপুর-২ নং পঞ্চায়েত সমিতি

Mail ID d. bakultala@gmail.com

E-TENDER NOTICE

দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রকল্প রূপায়নের জন্য (1St FC হইতে) যে দরপত্রগুলি আহ্বান করছেন তাহার **NIT No. DBGP/15TH DBGP/ 15TH FC & SBM SGV / DRAIN / E-NIT-16/2024 25. FC & SBM SGV/ TUBEWELL/E-NIT-15/2024-25, DATED- 07/02/2025**। বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য **www.wbtenders.gov.in** এবং দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন

প্রধান

দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত

TENDER NOTICE

Percentage rate Tender invited vide Niet **No.08/2024-25 (2nd Call), Memo No. 50/15th C.F.C/KGP/ 2025, Dated: 07/02/2025, Niet No. 09/ 2024-25 (2nd Call) Memo No. 51/15th C.F.C/KGP/2025, Dated: 07/02/2025, Niet No.12/2024-25 Memo No. 52/5th S.F.C/KGP/2025** Dated: **07/02/2025** by The Pradhan, Kashipur Gram Panchayet. Last Date of Application **15/02/2025 at upto 6.00 PM.** Interested contractors may visit Notice Board of Kashipur Gram Panchayet under Beldanga-II Dev Block. Murshidabad.

Sd/- Prodhan Kashipur Gram Panchayat Bakenge-I Murshidabad

Basantapur Gram Panchayat

Under Amta-1 Panchayat Samity Manikura, Amta, Howrah

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of 7 nos. development work(s) vide **Memo No.: WB/HWH/ AMTA-1/BGP/25/NIT/72/(1-7), Date: 07.02.2025.** Documents Download & Bid Submission Start Date (Online): **07.02.2025 at 06:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **15.02.2025 up to 04:00 PM.** Opening Date of Technical Bid (Online): **18.02.2025 at 11:00 AM.** For details please visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/- Prodhan Basantapur Gram Panchayat

OFFICE OF THE

HATINAGAR GRAM PANCHAYAT

Nimtala, Berhampore, Murshidabad

Notice inviting e-Tender No-06/2024-2025

Sl. No	Particulars	Date & Time
1	Date of NIT Documents publish	06/02/2025 from 05.00 P.M.
2	Documents sell start date	06/02/2025 from 11.00 A.M.
3	Date of start of submission of Technical & Financial Bid.	06/02/2025 from 11.00 A.M.
4	Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid	15/02/2025 from 02.00 A.M.
5	Bid opening date & time for Technical Bid	17/02/2025 from 02.00 A.M.
6	Bid opening date & time for Financial Bid	After finalized Technical Bid

For details loggingonto **https://wbtenders.gov.in** the in the contractor is to click on the link fore Tendering given on the webportal.

Sd/- Prodhan Hatingar GP, Berhampore, Murshidabad

DHARMAPUKURIA GRAM PANCHAYAT

Vill-Monigram, P.O.-Dharmapukuria, P.S.-Bongaon, Dist.-North 24 Pgs.

NOTICE INVITING TENDER

The Prodhan, Dharmapukuria Gram Panchayat under Bongaon Development Block Inviting Online Tender (E/Tender) **DPUK/027/2025** Dated **07.02.2025** under 15th FC fund (for efficient bidders for details visit Website- **www.wbtenders.gov.in.**

1. 2025_ZPHD_812947_1 to 2

Sd/- **Prodhan Dharmapukuria Gram Panchayat**

E-Tender invited by Prodhan, Bhaluka Gram Panchayat (under Krishnagar-I Panchayat Samiti), P.O. Bhaluka, Dist. Nadia. NIT No. 09/Bhaluka/15th CFC (tied)/2024-25 dt. 05.02.2025, vide Memo No. 25/Bhaluka GP/2025 dt. 05.02.2025. Tender ID- **2025_ZPHD_811302.** Last date of Application **15.02.2025** and Last Date of submission **15.02.2025 at 4.00 P.M.** (Closing time may be changed as per server slot) of E-Tender. Last date of opening technical bids on **17.02.2025 after 4.00 P.M.** (as per server clock). Date of Published on **08.02.2025**. For details please contact to the office or visit: **http:// wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan Bhaluka Gram Panchayat

BASULDANGA GRAM PANCHAYAT

DIAMOND HARBOUR-I BLOCK

DIAMOND HARBOUR, SOUTH 24 PARGANAS

Email ID – basuldangagp.dh1@gmail.com

Memo No.1969/BGP **Date. 07/02/2025**

On behalf of Basuldanga Grampanchayat of Diamond Harbour I block under south 24 parganas dist invites bids through open e-tender process for the vide **NIT No 1968 BGP** TIED 1 Nos Scheme under 15th CFC of Basuldanga Gram panchayat Dated **06/02/2025** Details are available in the website wb tenders.gov.in

Sd/- Prodhan BASULDANGA GRAM PANCHAYAT

E-TENDER INVITING NOTICE

NANDAKUMARPUR GRAM PANCHAYAT

Vill & Po-Nandakumarpur, Ps-Raidighi, South 24 pgs, Pin-743349

Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide Tender Reference no.:- **I) NKPURGP/15TH FC/ TUBEWELL/E-NIT-15/2024-25,**

Tender Reference **no.:-II) NKPURGP/15TH FC/TUBEWELL/E-NIT-16/2024-25, III) NKPURGP/15TH FC/TUBEWELL/E-NIT-17/2024-25, IV) NKPURGP/15TH FC/ ROAD/ E-NIT- 18/2024-25, Date- 04/01/20258 05/01/2025, Bid Submission Start- 05/02/2025 & 06/02/2025 at 11:00 AM.** Last date of Bid submission: **13-02-2025 at 02:00 PM**, Date of opening: **17-02-2025 at 11:00 AM.**

Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in)** and Office Notice Board.

Sd/- PRADHAN NANDAKUMARPUR GRAM PANCHAYAT

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

(A Statutory body of the Govt. of West Bengal) City Centre, Durgapur - 713216 (Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-34/2024-25 (Sl. No. 1 & 3)

Time Extension Notice

The Last date of online submission has been extend up to 13.02.2025 in place of 05.02.2025 for **(1)** Tender ID No. 2025_ADDA_802879_1. **(2)** Tender ID No. 2025_ADDA_802959_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Civil.) ADDA.

Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.

(A Govt. Undertaking)

Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 279 to 290/ 2024-2025 Dated- 07-02-2025

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civi & Electricall works Nadia, Murshidabad, Burdwan, Purulia, Purba Medinipur and North 24 Parganas District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **08-02-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **24-02-2025 and 28-02-2025 upto 3.00 pm**

Date: 07.02.2025 **Sd/- Executive Engineer**

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305

E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-63 of 2024-2025 Dated 05.02.2025

Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.

Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
চিত্রাঙ্গদা
আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...
শনিবার • ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ • পেজ ৮

মৈত্রেয়ী দেবী

একমাত্র রবীন্দ্রনাথকেই আজীবন আঁকড়ে ছিলেন

স্বপনকুমার মণ্ডল

তারুণ্যের সহজাত স্পর্ধার প্রকাশ ও বিকাশ সময়ান্তরে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, সেই স্পর্ধা তারুণ্যের হঠকারিতার নিদর্শন হিসাবে যেমন নিন্দিত, তেমনই তার স্বাভাবিকতায় তা নন্দিতও বটে। সেদিক থেকে ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার সোপানে স্পর্ধার ধার ও ভার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে স্পর্ধায় আভিজাত্যবোধ যখন প্রকট হয়ে ওঠে, তখন তার আত্মপ্রত্যয় আপনাতেই বেড়ে যায়। আর সেই আত্মপ্রত্যয় থেকে জন্ম নেয় প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিত্ব। তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকৃতির আত্মপ্রকাশ যেমন সহজতর, তেমনই তার সর্বজনীন আবেদন দুরূহতম। আর সেই কাজটিই নীরবে নিভৃতে অত্যন্ত সংগোপনে সুচারু ভাবে সম্পন্ন করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বনামধন্য হয়ে রয়েছেন রবীন্দ্রস্নেহধন্য অনন্যা মৈত্রেয়ী দেবী (০১.০৯.১৯১৪-২৯.০১.১৯৯০)। এমনিতে তিনি বনেদি ঘরে প্রতিপালিত হয়েছেন, পেয়েছেন বিখ্যাত পিতার সুখ্যাত পরিমণ্ডল। কৈশোরকালেই মিলেছে রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি ও সমাদর। শুধু তাই নয়, প্রবৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভের দুর্লভ সুযোগে ধন্য হয়ে রবীন্দ্রজীবনীর আকর গ্রন্থের অনন্য নিদর্শন রচনায় নিজেকে মেলে ধরার পরম অবকাশও পেয়েছেন তিনি। সেসব সাফল্যে তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ যেমন প্রশস্ত হয়েছে, তেমনই তা তাঁর প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিত্বের পক্ষে সোপান হয়ে ওঠে। বিশেষ করে রবীন্দ্রস্নেহধন্য ব্যক্তিত্বের আলোয় মৈত্রেয়ীর প্রতিষ্ঠা ছিল প্রত্যাশিত এবং তা তিনি তাঁর স্বকীয় প্রতিভায় অচিরেই লাভ করেন। শুধু তাই নয়, সেই প্রতিষ্ঠা তাঁর সৃজনবিশ্বের অভিমুখ রবীন্দ্রকেন্দ্রিকতায় আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। অথচ সেই প্রতিকূলতাকে প্রতিহত করে তিনি যেভাবে 'ন হন্যতে' (১৯৭৪) উপন্যাসটির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্বকীয় প্রতিস্পর্ধী অনন্যা প্রকৃতির পরিচয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, তার নজির বাংলা সাহিত্যেই সহজলভ্য নয়। শুধুমাত্র একটি উপন্যাসের মাধ্যমে মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর সাহিত্যের অধিকারকে স্বতন্ত্র করে তুলেছেন। অথচ তা করা যেমন সহজসাধ্য ছিল না, তেমনই তাঁর পক্ষে তা ছিল আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। তাতে সামান্য ভুলে তাঁর ব্যক্তিজীবনে তার দীর্ঘস্থায়ী নেতিবাচক প্রভাব বিস্তারের তীব্র সম্ভাবনা ছিল। অথচ সেই সিদ্ধান্তে সামিল হয়েও তিনি সফলকাম এবং তাঁর পরিচিতির সোপানশীর্ষে উপন্যাসটি আজও বহালতবিয়তে বিরাজমান। বিতর্কের রসদে উপন্যাসটির আবেদনে স্থায়িত্ব ও জনপ্রিয় বলে যাঁরা ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য বাতিকগ্রস্ত, তাঁদের উপেক্ষা করেই রচনাটি বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদে পরিণত হয়েছে। সময়ান্তরে বিতর্ক অসাড় হয়ে পড়ে, জনপ্রিয়তা নিঃস্ব হয়ে ওঠে। 'ন হন্যতে' তা থেকে বাঁচোয়া। আর তার মধ্যে যে কী পরিমাণ প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিত্বের নিবিড় পরিচয় বর্তমান, তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এজন্য মৈত্রেয়ী দেবীর প্রতিস্পর্ধী জীবনের দিকে ফিরে দেখা আবশ্যক মনে হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের কথিত বড় ঘরেই মৈত্রেয়ী জন্মেছিলেন। তাঁর পিতৃপুরুষ ধনে বনেদি না হলেও মানে অভিজাত ছিল। পিতামহ কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্তের আর্থিক সচ্ছলতা না থাকলেও স্বকীয় প্রতিভায় ছোটবেলাতেই আলোড়ন সৃষ্টি করে তাঁর বনেদিয়ানাকে প্রতিপন্ন করেছিলেন। তিনি সেই সাত- আট বছরেই ভারতীয় দর্শনসহ সমসাময়িক ঘটনাবলির ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের মাধ্যমে আলোচনা সভায় বিস্ময়ের সৃষ্টি করে 'খোকা ভগবান'-এ অভিহিত হয়েছিলেন। অন্যদিকে মৈত্রেয়ীর পিতা সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (১৮৮৫-১৯৫২) আন্তর্জাতিক সারস্বত সমাজে স্বনামধন্য উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। বিশেষ করে সংস্কৃত ও দর্শনে তাঁর স্বাধিকার শ্লাঘার বিষয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর শ্রদ্ধার সম্পর্ক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। মানী পিতার মান্যতাবোধের দ্বারা প্রতিপালিত হওয়ায় মৈত্রেয়ীর মধ্যে ছোটবেলা থেকে মূল্যবোধের মাত্রা আপনাতেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। শিক্ষাশোভন পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠার সুযোগে তাঁর মধ্যেও মান্যতাবোধের চেতনা প্রথমাবধি সচল ছিল। অন্যদিকে মৈত্রেয়ী তাঁর মানী পিতার বিপ্রতীপে তাঁর মাতা হিমানীমাধুরীর (যাঁকে 'ন হন্যতে' উৎসর্গ করেছেন।) কোমল ও নিরীহ প্রকৃতি তাঁকে সেই মূল্যবোধে আরও পরিণত করেছে। পিতা-মাতার মধ্যে আপাতভাবে প্রতীয়মান পারস্পরিক বিপরীত চারিত্রিক বিশেষত্ব তাঁর মানসিক গঠনে বিশেষ সহায়ক হয়ে ওঠে । অন্যদিকে সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ীকে স্বকীয় আলোয় বড় করে তুলতে গিয়ে তাঁর মতো করে স্বাধীন সত্তার বিকাশে সহজতর হতে পারেননি। সেদিক থেকে মৈত্রেয়ীর পিতা-মাতা-ভাই-বোনের বড় ঘরটি উদার আকাশের হাতছানির অভাবে ক্রমশ ছোট হয়ে গিয়েছে। পাণ্ডিত্যের রক্ষণশীল মানসিকতা এবং তার একাধিপত্যের খবরদারি তাঁর পক্ষে অচিরেই পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজার কাব্যচর্চার প্রতি আশাবাদী ছিলেন এবং এজন্য তিনি আত্মশ্লাঘাও অনুভব করতেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মৈত্রেয়ীর কবি-পরিচিতি প্রদান করার ক্ষেত্রে তাঁর সক্রিয়তা যেভাবে উঠে এসেছে, সেই পরিচিতির উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সেরূপ প্রয়াস লক্ষ করা যায় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মৈত্রেয়ীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উদিতা' (১৯২৯)

শুধু রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্বলিত হয়েই প্রকাশিত হয়নি, সেইসঙ্গে তরুণী কবির ষোলো বছরের (১৯৩০) জন্মদিনে তার প্রকাশ অনুষ্ঠানের আয়োজনে সমারোহের ঘটা অনেকের চোখে সুরেন্দ্রনাথের 'বাড়াবাড়ি' ঠেকেছিল। অন্যদিকে মৈত্রেয়ীর পরের কাব্য নিয়ে সেরূপ ঘটা আর ঘটেনি। তাঁর বছরছয়েক পরে প্রকাশিত অপর কাব্য 'চিত্তচ্ছায়া' (১৯৩৬) নিয়ে অনুষ্ঠানের কোনো বালাই নেই। আসলে ইতিমধ্যে তাঁর সেই ক্রমশ ছোট হয়ে যাওয়া ঘরটির অস্তিত্ব-সংকট নিবিড় হয়ে উঠেছিল। সেবিষয়ে যাওয়ার পূর্বে মৈত্রেয়ীর কাব্যজীবনের পরিসরে তাঁর মানসিক গড়নে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাটি স্পষ্ট করা প্রয়োজন। কেননা পিতার আদর্শিত পথ যখন তাঁর মনের বিকাশে অন্তরায় হয়ে উঠেছিল, তখন তিনি রবীন্দ্রনাথের পরশ পেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধে ধন্য হয়েছিলেন। আর এই বৈপরীত্যের ভিতে মৈত্রেয়ীর প্রতিস্পর্ধী অনন্যা প্রকৃতি সজীবতা লাভ করে। এজন্য তাঁর পক্ষে রবীন্দ্রসান্নিধ্য ছিল বরাভয় হাতছানির পরম পরশ যাতে 'মা ভৈঃ চরৈবেতি'র প্রেরণা তাঁকে প্রাণিত করেছে।

ব্যক্তিজীবনে ব্যক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিভার ভূমিকার চেয়ে তার প্রকাশের আধারটি কোনও অংশে কম নয়। বরং অনেকক্ষেত্রে সেই আধারটি প্রতিভার সম্পূরক ভূমিকায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে মৈত্রেয়ীর কবিপ্রতিভার সূচনাপর্ব যেভাবে বিকশিত হয়েছিল, তা অচিরেই আধারের অভাবে পরিণতি লাভে অসফল হয়েছে। মৈত্রেয়ী মানী পিতার দৌলতে ছোটবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাতে তাঁর মনের গড়নে মানী পিতার পাশাপাশি নামী রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি সক্রিয় ভূমিকা লালন করেছে। শুধু তাই নয়, পিতারই কন্যা হিসাবে তাঁর রৌদ্রোজ্জ্বলে বিকশিত ব্যক্তিত্বে রবীন্দ্রনাথের শীতল ছায়ার পরশ ক্রমশ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে মৈত্রেয়ীর জীবনে তাঁর পিতার বিপ্রতীপে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি তাঁকে অনেক বেশি প্রশান্তি প্রদান করেছে। তাঁর খরতপ্ত জীবনে রবীন্দ্রনাথে আশ্রয় লাভ করাটা ছিল সময়ের অপেক্ষা মাত্র। কেননা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে স্বর্গীয় পরশ অনুভবে তাঁর সংবেদী চিত্ত প্রথম থেকেই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। মৈত্রেয়ী দেবী সেই কথাই তাঁর অপরাহ্ণবেলায় নিবিড় করে তুলেছেন তাঁর 'স্বর্গের কাছাকাছি'তে (১৯৮১)। তাঁর পিতার দেখনদারির আতিশয্যে কবির কাছে বহুমূল্য কন্যারত্নটির মহার্ঘতা আঁচ করানোর জন্য কবি হিসাবে যেভাবে তাঁকে হাজির করেছেন, সেভাবে তাঁর প্রস্তুতি ছিল না। মৈত্রেয়ীর রবীন্দ্রানুভূতিতে দেখনদারি ছিল না, ছিল বিস্ময়বিমুগ্ধ নয়নে ঈশ্বরানুভূতির পরম পরশ। এজন্য পিতার নির্দেশ মতো কবিতা শুনিয়েছেন মাত্র, নিজে থেকে যেচে কবিতা শোনানোর পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। কৈশোরেই তাঁর কবিপ্রতিভার সহজতা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। ১৩৩৪-এর ২৭ অগ্রহায়ণে লেখা চিঠিতে কবিগুরু তাঁকে জানিয়েছেন, 'চিঠির ভিতরে গাছের যে কবিতাটি লিখেছ সেটি সুন্দর হয়েচে---ওই ছাতিমে ভাবী কালে যে ফুলের মঞ্জরী ধরবে তোমার কবিতাটুকুর মধ্যে এখনি তার গন্ধ পাচ্চি।' সেই 'গন্ধ'-এর সৌরভ বছরদুয়েক পরেই ছড়িয়ে পড়ে। 'কল্লোল'-এর সপ্তম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩৩৬) কিশোরী মৈত্রেয়ীর 'লেখাপড়া' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। আবার সেবছর তাঁর কাব্য 'উদিতা'র আত্মপ্রকাশ ঘটে। অথচ সেই 'উদিতা'র ঘটার ছটা বেশিদুর পৌঁছাতে পারেনি। আর তা না পারাটাও ছিল স্বাভাবিক। সেই স্বাভাবিকতার অনুষঙ্গে প্রবেশ করার পূর্বে মৈত্রেয়ীর রবীন্দ্রনাথে পৌঁছানোর সক্রিয়তার বিষয়টি আপনাতেই চলে আসে। পিতার পণ্ডিতগর্বী আত্মাভিমানী প্রকৃতিতে তাঁর স্বস্তিবোধ না মেলার প্রতিকূলে রবীন্দ্রনাথের দিব্যকান্তি ভাবমূর্তি তাঁকে আলোড়িত করেছিল। এজন্য সুরেন্দ্রনাথের প্রদর্শনী মানসিকতাকে তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। কবির মহানুভবতাকে পাথেয় করে তাঁর কবিসত্তার বিকাশ-উন্মুখ প্রকৃতি যেভাবে সজীবতা লাভ করেছিল, তাতে তার পরিণতিতে প্রতিকূলতা নেমে এলেও ষোড়শী কবির মানসগঠনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তারের সহায়ক হয়ে ওঠে।

আসলে মৈত্রেয়ী তাঁর সংবেদী কবিচিত্তে রবীন্দ্রনাথকে ক্রমশ যত কাছ থেকে পরখ করার সুযোগ পেয়েছেন, ততই তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের অপরাজেয় প্রকৃতিতে জীবনসংগ্রামে আত্মপ্রত্যয় লাভ করেছেন। সেদিক থেকে তাঁর জীবনে রবীন্দ্রনাথের স্থিতি ঠিক পিতার বিপ্রতীপে নয়, বরং মানসিক আশ্রয়ের আধারে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর কন্যার আকর্ষণবোধ বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথও সচেতন ছিলেন। অন্যদিকে মৈত্রেয়ী যত রবীন্দ্রনাথের কাছে এসেছেন, ততই তাঁর সাধারণ্যের দূরত্বকে গভীর ভাবে অনুভব করেছেন। পিতার শুষ্ক পাণ্ডিত্যের প্রবল প্রতাপের প্রদাহের চেয়ে কবির সহৃদয় প্রশান্তির পরশ তাঁকে স্বাভাবিকভাবেই আপন করে নিয়েছিল। এজন্য আজীবন তিনি রবীন্দ্রনাথকে আঁকড়ে ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁকে অস্থির করেছে ঠিকই, কিন্তু অনায়াসেই সেই টাল সামলে উঠতে পেরেছিলেন। জীবন গড়ার ভিতে রবীন্দ্রনাথে আশ্রয়প্রাপ্তিই তাঁকে বাড়তি অক্সিজেন জুগিয়েছিল। সেদিক থেকে মৈত্রেয়ী প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিত্বে রবীন্দ্রনাথের ছাঁয়ার কায়াটিকে সর্বদা শ্রদ্ধায় স্মরণে বরণ করে নিয়েছেন। অথচ অনায়াসেই তিনি তা থেকে বিরত থেকে স্বকীয় ব্যক্তিত্বের মৌলিকতাকে প্রদর্শন করে আরও বেশি স্বনামধন্য হওয়ার প্রয়াসে ব্রতী হতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেননি। এখানেও তাঁর সেই প্রতিস্পর্ধী মানসিকতা কতটা কঠিন ও কঠোর, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। একদিকে স্বীকৃতি প্রদানে ব্যক্তিত্বের ঘাটতি প্রকট হয়ে ওঠে, অন্যদিকে অস্বীকারের মাত্রায় সত্যের অপলাপের ভয় বর্তমান। অথচ তারপরেও মৈত্রেয়ী দেবী রবীন্দ্রময় অস্তিত্বকে নিয়েই তাঁর পথচলায় আজীবন সক্রিয় ছিলেন, ভাবা যায়! সেখানে তাঁর হীনমন্যতার লেশমাত্র নেই, আছে স্বীকারের প্রশান্তি অনুভব ও গৌরবান্বিত জীবনানুভূতি। যেখানে অস্বীকারের মাত্রায় প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তির সদর দরজা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে, সেখানে সেই সদরে না গিয়ে অন্দরে থেকেই তার স্বীকারের পরাকাষ্ঠায় জীবনধন্য করার সৎসাহস অর্জন করা সহজসাধ্য নয়। অথচ মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর প্রতিস্পর্ধী প্রকৃতিতে তাই সহজ করে দেখিয়েছেন। তাঁর জনপ্রিয়তার নিরিখে 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' (১৯৪৩) থেকে 'স্বর্গের কাছাকাছি' সবেতেই রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ব্যক্তিত্বের জীবনধন্য প্রকৃতি বিরাজিত। শুধু তাই নয়, তাঁর সাড়া জাগানো আত্মজৈবনিক উপন্যাস 'ন হন্যতে'ও (১৯৭৪) রবীন্দ্রাবর্তে নিজেকে মেলে ধরেছেন। উপন্যাসটির ভূমিকাতেই সত্যের প্রতি দায়বদ্ধতায় তাঁর দ্বিধাহীন স্বীকৃতি প্রতীয়মান, 'কোনো কাল্পনিক নাম ব্যবহার করে সেই যুগটি আমার কাছে সত্য হচ্ছিল না।' অর্থাৎ উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেও মৈত্রেয়ী তাঁর জীবনে অসমবয়সী সখাকে শুধু স্বীকৃতিই দেননি, তাঁকে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তুলেছেন। তাঁর এরূপ নিজের সঙ্গে নিজের লড়াই-এর প্রতিস্পর্ধী মানসিকতা রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়েই গড়ে উঠেছিল। তাঁর সেই মানসিকতা অচিরেই তাঁকে প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর করে দিয়েছে।

কবি কামিনী রায় ও তাঁর জীবনকথা

ডাঃ শামসুল হক

পরাধীন ভারতবর্ষের নির্ভীক একজন নারীবাদী কবি হিসেবেই বিশেষভাবে পরিচিত তিনি। ছিলেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী এবং অতি অবশ্যই মহান এক ব্যক্তিত্ব হিসেবেও সকলের কাছে সমাদৃত ও সেই মানুষটি। তবে ছদ্মনাম দিয়েই শুরু হয়েছিল তাঁর কাব্য জীবন। পরে লেখেন স্বনামেও এবং নিজস্ব লেখনীর গুণেই দুই নামে লিখেই পাঠকমহলে জনপ্রিয় ও হয়ে ওঠেন।

তিনি কবি কামিনী রায়। ১৮৬৪ সালের ১২ ই অক্টোবর জন্ম তাঁর তৎকালীন পূর্ববঙ্গের বাকেরগঞ্জের বাসণ্ডা গ্রামে। সেখানেই তাঁর বেড়ে ওঠা এবং শুরু নিজের শিক্ষা জীবনও। তবে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি নিজ ভবনেই। তাঁর বাবাই নেন সেই দায়িত্ব।

তাঁর পিতা চণ্ডীচরণ সেন ছিলেন ব্রাহ্মধর্মে দিক্ষীত। ছিলেন একজন বিচারকও। লেখক হিসেবেও বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল তাঁর। অবশ্য ইতিহাস নিয়েই লেখালেখির কাজ চালাতেন তিনি। আর তার মধ্যেই মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত সাহিত্যের সমস্ত উপাদানই।

কামিনী রায় তাঁর শিক্ষা জীবনের একেবারে শুরুতেই আরম্ভ করেন লেখালেখির কাজ। তখন তাঁর বয়স মাত্র আট বছর। সেইসময় তিনি কেবলমাত্র বাবার ছাত্রীই ছিলেন না , তাঁর কাছে পেয়ছিলেন নতুন নতুন কবিতা লেখার অনুপ্রেরণাও। মূলতঃ বাবার উৎসাহে উৎসাহিত হয়েই তিনি শুরু করেন তাঁর কাব্যজীবন। পরে সেই কাজে তিনি পেয়েছিলেন তাঁর মায়ের ও প্রেরণা এবং তারই ফলস্বরূপ খ্যাতির একেবারে শীর্ষাদেশে আরোহণ করাও সম্ভব হয়েছিল তাঁর পক্ষে।

বাড়িতে বাবার কাছে প্রাথমিক শিক্ষার নির্যাসটুকু সঠিকভাবে সংগৃহীত হ ওয়ার পর কামিনী রায়কে ভর্তি করা হয় গ্রামের স্কুলে। তারপর সোজা কলকাতা। সেখনে নিজস্ব প্রতিভার দৌলতেই তিনি স্থান পান বেথুন স্কুলের মতো নামজাদা একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও। সেখান থেকেই ১৮৮৩ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তিনি। তারপর ভর্তি হন বেথুন কলেজে এবং সেই কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্স সহ তিনি স্নাতক হন ১৮৮৬ সালে। আর তিনিই হলেন পরাধীন ভারতবর্ষের একমাত্র মহিলা যিনি সর্বপ্রথম সংস্কৃত ভাষায় সম্মান সহ স্নাতক ডিগ্রীর অধিকারী হন।

বেথুন কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় তিনি অবশ্য বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সেই কলেজের ই দুই প্রাক্তনী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় এবং চন্দ্রমুখী বসুর সাফল্যের দিকেই তাকিয়ে। বলাই বাহুল্য, সেই শিক্ষাঙ্গন থেকেই ১৯৮৩ সালে গ্র্যাজুয়েট হয়েছিলেন তাঁরা দুজনই এবং পরবর্তীকালে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন শিক্ষার আরও উচ্চ শিখরেও। আর তাঁরাই হলেন এ দেশের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েটও। সেইসময় কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় আবার হয়েছিলেন এশিয়া মহাদেশের প্রথম মহিলা চিকিৎসকও। চন্দ্রমুখী বসুও উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন শিক্ষার আরও উচ্চ শিখরেই । ফলে তাঁদের মত করেই নিজেকেও তৈরি করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন কামিনীদেবী এবং পেয়েছিলেন সাফল্যও। সংস্কৃত ভাষায় প্রথম স্নাতক হয়ে তিনিও সৃষ্টি করেছিলেন নতুন নজির।

পড়াশোনা শেষ করার পর কামিনী রায় প্রবেশ করেন নিজস্ব কর্মজগতে। শিক্ষিকা হিসেবেই তিনি শুরু করেন সেই জীবন। ১৮৮৬ সালে তাঁর নিজের স্কুলেই তিনি নিয়োগপত্র পান একজন শিক্ষিকা হিসেবেই। পরে অবশ্য পদোন্নতিও হয় তাঁর। শিক্ষিকা থেকে হয়ে যান অধ্যাপিকাও। কর্মস্থল বেথুন কলেজ।

সেইসময় শিক্ষাদানের পাশাপাশি জোরকদমে শুরু হয় তাঁর লেখালেখির কাজও। এই কাজটা তিনি অবশ্য শুরু করেছিলেন ছেলেবেলাতেই। কিন্তু তখন প্রতিভা বিকাশের সুযোগ তিনি তেমন একটা পাননি। তবে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ আলো ও ছায়া। সেটা ১৮৭৯ সালের কথা। আর সেই গ্রন্থ চর্তুদিকে এমনই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যে, সেইসময়ের প্রথিতযশা কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত ভীষণভাবে আপ্লুত হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর সেই গ্রন্থের ভূমিকাও লিখেছিলেন তিনিই ।

কবি কামিনী রায়ের কলম তারপর চলতে থাকে অনবরত ভাবেই। তারপর একে একে প্রকাশ পেতে থাকে আরও অনেক কাব্যগ্রন্থও। প্রকাশিত হয় নির্মাল্য, পৌরাণিকী, গুঞ্জন, মাল্য ও নির্মাল্য, দীপ ও ধূপ , জীবন পথে, একলব্য ইত্যাদি আরও অনেক বই।

সেইসময় তিনি নিজে লিখতেন আবার নতুন নতুন অনেক কবি সাহিত্যিকদের উৎসাহ ও দিতেন। বাংলা দেশের প্রখ্যাত কবি সুফিয়া কামালকেও লেখালেখির ব্যাপারে তিনি উদ্দীপ্ত করে তুলেছিলেন। ১৯২৩ সালে বরিশাল সফরের সময় সুফিয়ার সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর এবং লেখার কাজে ভীষণভাবে উৎসাহ প্রদান ও করেন।

কবি কামিনী রায়ের কবিতা একটা সময় এমনই এক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, তাঁর কবিতা দারুনভাবে মুগ্ধ করেছিল সেইসময়ের অন্য এক বুদ্ধিজীবী কেদার নাথ রায়কেও। তখন তাঁর কবিতাই তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল অন্য এক জগতে। আর সেখান থেকেই শুরু হয় তাঁদের নতুন জীবন এবং কেদারবাবুর সঙ্গেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি।

কাব্য জগতের মহান স্রষ্টা কামিনী রায় তাঁর কাব্য জীবনে পেয়েছেন অনেক পুরস্কারও। ১৯২৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে প্রদান করে জগত্তারিণী পদক। ১৯৩০ সালে বঙ্গীয় লিটারারি কনফারেন্সের সভাপতি নির্বাচিত হন তিনি। ১৯৩২ - ৩৩ সালে তিনি নির্বাচিত হন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ সভাপতিও। কবির শেষ জীবনটা কাটিয়েছিলেন হাজারীবাগ শহরে। ১৯৩৩ সালের ২৭ শে সেপ্টেম্বর সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।